বাংলা সাজেশন

টপিক-০১: বানান শুদ্ধকরণ

১। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. সমীচীন খ. সমিচীন
গ. সমীচিন ঘ. সমিচিন

২। সঠিক বানান
ক. দুর্ভিক্ষ খ. দূর্ভিক্ষ
গ. দুর্ভিক্ষ্য ঘ. দূর্ভিক্ষ্য

৩। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. বিভিষিকা খ. বিভীষিকা
গ. বীভিষিকা ঘ. বীভিষীকা

৪। সঠিক বানান কোনটি?
ক. ব্যকরন খ. ব্যকরণ
গ. ব্যাকারণ ঘ. ব্যাকরণ

৫। কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. কথপোকথন খ. কথোপকথন
গ. কোথপোকথন ঘ. কথপকোথন

৬। কোন বানানটি শুদ্ধ-
ক. শ্বাসত খ. শাশ্বত
গ. শ্বাশত ঘ. শাস্বত

৭। কোন বানানটি সঠিক?
ক. মুমুর্ষ খ. মুমূর্ষু
গ. মুমুর্ষু ঘ. মমর্ষু

৮। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. পাষান খ. পাষাণ
গ. পাশান ঘ. পাসান

৯। কোন বানানটি সঠিক?
ক. দ্বন্ধ খ. দ্বন্দ
গ. দন্দ্ব ঘ. সব

১০। 'ভারসাম্যতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন?
ক. প্রত্যয়জনিত কারণে খ.উপসর্গজনিত কারণে
গ. সন্ধিজনিত কারণে ঘ. কারকজনিত কারণে

১১। 'সৌজন্যতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন?
ক. ণ-ত্ব বিধান জনিত খ. প্রত্যয় জনিত
গ. উপসর্গ জনিত ঘ. সন্ধি জনিত

১২। বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের কোন্ দুটি বানানই শুদ্ধ?
ক. দাদি, দাদী খ. নারি, নারী
গ. জাতি, জাতী ঘ. হাতী, হাতি

১৩। বন্ধুত্ব অর্থে কোন শব্দটি শুদ্ধ?
ক. সখ্যতা খ. সখ্য
গ. সখা ঘ. সহিস

১৪। সঠিক বানান কোনটি?
ক. শারীরিক খ. শারীরীক
গ. শারিরীক ঘ. শারিরিক

১৫। নিচের কোন শব্দে চন্দ্রবিন্দু বসবে না?
ক. আঁচল খ. কাঁথা
গ. তোরণ ঘ. বাধনা

১৬। কোনটি অপপ্রয়োগ নয়?
ক. মরণোত্তর খ. প্রবাহমান
গ. বিবাদমান ঘ. স্বাধীনতাত্তোর

১৭। 'উৎকর্ষতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন?
ক. ষ-ত্ব বিধানজনিত খ. প্রত্যয়জনিত
গ. উপসর্গজনিত ঘ. সন্ধিজনিত

১৮। কোনটি সঠিক বানান?
ক. নিশিথিনী খ. নীশিথিনী গ. নিশীথিনী
ঘ. নিশিথিনি ঙ. নিশীথীনী

১৯। কোন বানানটি সঠিক?
ক. নিরিক্ষণ খ. নীরিক্ষণ
গ. নীরীক্ষণ ঘ. নিরীক্ষণ ঙ. নিরীক্ষন

২০। কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. প্রসিতভত্রিকা খ. প্রোসিতভর্তিতা
গ. প্রোষিতভর্তৃকা ঘ. প্রষিতভর্তৃকা
ঙ. প্রোষিতভর্তিকা

২১। নিচের কোন শব্দটির বানান ভুল?
ক. কর্ণেল খ. প্রাণিজগত
গ. স্টেশন ঘ. প্রতিযোগিতা

২২। নিচের কোন্ বানানটি শুদ্ধ?
ক. বিভীষীকা খ. বিভীষিকা
গ. বিভিষিকা ঘ. বীভিষিকা

২৩। কোন বানান্টি শুদ্ধ?
ক. শষ্য খ. সষ্য
গ. শশ্য ঘ. শস্য

২৪। কোন্ বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক. ভূত খ. কিম্ভূত
গ. অদ্ভূত ঘ. প্রভূত

২৫। শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক. গড্ডালিকা খ. গড্ডলিকা
গ. গড্ডলীকা ঘ. গড্ডালীকা

২৬। কোন বানানটি সঠিক?
ক. অনুনয় খ. অনুণয়
গ. অণুনয় ঘ. অনূনয়

২৭। শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক. কনীনিকা খ. কনিনীকা
গ. কনিনিকা ঘ. কর্নিনিকা

২৮। কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক. ব্যায়াম খ. গবেষণা
গ. মুহূর্ত ঘ. পানিনি

২৯। কোন্ বানানটি অশুদ্ধ?
ক. নৈপুণ্য খ. মাণিক্য
গ. চানক্য ঘ. লাবণ্য

৩০। কোন্ বানানটি শুদ্ধ?
ক. বুদ্ধীজীবি খ. বুদ্ধিজীবী
গ. বুদ্ধিজিবী ঘ. বুদ্ধিজীবী

৩১। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. সমীচীন খ. সমিচীন
গ. সমীচিন ঘ. সমিচিন

৩২। কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক. মূঢ়তা খ. শৌখিন
গ. উত্তমার্ধ ঘ. আচম্বিত

৩৩। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. প্রয়োজনীয়তা খ. উপকারীতা
গ. শ্রদ্ধাঞ্জলী ঘ. সম্বর্ধনা

৩৪। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. আশীষ খ. সম্বর্ধনা
গ. পুষ্পাঞ্জলী ঘ. আশিস্
ঙ. সন্যান

৩৫। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. সম্বর্ধনা খ. শ্রদ্ধাঞ্জলী
গ. প্রতিযোগীতা ঘ. আকাঙক্ষা
ঙ. পুরস্কার

৩৬। কোনটি শুদ্ধ?
ক. কুৎসিৎ খ. কুৎসিত
গ. কৃতসিৎ ঘ. কুতসিত

৩৭। কোন্ বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক. কৃতিত্ব খ. দায়িত্ব
গ. সখিত্ব ঘ. সতিত্ব

৩৮। কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. বিশ্বস্ত খ. বিস্বত্ব
গ. বিশস্ত ঘ. বিসস্ত

৩৯। কোন্ শব্দটি শুদ্ধ?
ক. ইতিমধ্যে খ. ইতঃমধ্যে
গ. ইতোমধ্যে ঘ. ইতিপূর্বে

৪০। সঠিক শব্দ কোনটি?
ক. সুষুপ্তি খ. সুসুপ্তি
গ. সুশুপ্তি ঘ. শুষুপ্তি

৪১। কোন বানানটি সঠিক?
ক. নীরিক্ষণ খ. নীরিক্ষন
গ. নিরীক্ষণ ঘ. নিরীক্ষন

৪২। কোন্ বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক. নির্ঘৃণ খ. পৌরহিত্য
গ. দৌরাত্ম্য ঘ. জিগীষা

৪৩। নিচের কোন্ শব্দটি শুদ্ধ?
ক. মুমূর্ষু খ. মুমুর্ষ
গ. মূমুর্ষু ঘ. মূমূর্ষ

৪৪। নিচের কোন্ শব্দটি শুদ্ধ?
ক. পিপীলিকা খ. পিপিলীকা
গ. পীপিলিকা ঘ. পিপীলীকা

৪৫। নিচের কোন্ শব্দটি শুদ্ধ?
ক. প্রৌঢ় খ. পৌঢ়
গ. প্রোঢ় ঘ. পৌড়

৪৬। নিচের কোন্ শব্দটি শুদ্ধ?
ক. বিবিধ প্রকার খ. সখ্য
গ. ভারসাম্যতা ঘ. দৈন্যতা
ঙ. একত্রিত

৪৭। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. আবিস্কার খ. তিরস্কার
গ. নমস্কার ঘ. বহিস্কার
ঙ. পুরস্কার

৪৮। কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক. দর্শন খ. খন্ডণ গ. লন্ডন
ঘ. চরণ ঙ. ধরন

৪৯। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. অপরিসীম খ. প্রতিযোগীতা
গ. সহযোগীতা ঘ. সমিচিন
ঙ. অতিত

৫০। অশুদ্ধ বানান-
ক. নিস্প্রভ খ. নিস্পত্র
গ. নিস্পাপ ঘ. নিস্পন্দ

৫১। নির্ভুল শব্দগুচ্ছ
ক. পৌরহিত্য, নির্ঘৃণ, জৈষ্ঠ্য
খ. ঝঞ্ঝা, নিরীখ, দ্ব্যার্থ
গ. দুর্বিষহ, সম্বন্ধ, জিগীষা
ঘ.জ্যৈষ্ঠ, সান্ত্বনা, দৌরাত্ম্য

৫২। কোন প্রয়োগটি শুদ্ধ নয়?
ক. ত্রিশোত্তর খ. মরণোত্তর
গ. স্বাধীনতাত্তোর ঘ. বিবাহোত্তর ঙ. পরিপ্রেক্ষিত

৫৩।কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. গণ্ডুষ খ. গণ্ডূষ
গ. গন্ডুষ ঘ. গণ্ডুশ

৫৪। কোনটি শুদ্ধ শব্দ?
ক. উন্নতশীল খ. মুমূর্ষু
গ. দুস্কৃতকারী ঘ. সম্বর্ধনা

৫৫। কোন্ শব্দটি শুদ্ধ নয়?
ক. মহামান্য খ. সম্মানীয়
গ. মাননীয় ঘ. সম্মানিত

৫৬। কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক. আবিষ্কার খ. পুরস্কার
গ. পরিষ্কার ঘ. তিরস্কার

৫৭। কোন্ বানানটি শুদ্ধ?
ক. বিশ্বস্থ খ. কৃতদাস
গ. ভৌগলিক ঘ. পিপীলিকা

৫৮। নিচের কোন্ বানানটি শুদ্ধ?
ক. আয়ত্ত্ব খ. আয়ত্ব
গ. আয়ত্ত ঘ. আয়ত্য

৫৯। কোন্ বানানটি শুদ্ধ?
ক. বাল্মিকী খ. বার্ষীকি
গ. বুদ্ধিজীবি ঘ. কোনটিই নয়

৬০। কোনটি অশুদ্ধ নয়?
ক. উৎকর্ষতা খ. দায়িত্ব
গ. প্রতিযোগীতা ঘ. দৈন্যতা

৬১। কোন্টি শুদ্ধ শব্দ?
ক. স্বশুর খ. শ্বসুর
গ. শশুর ঘ. শ্বশুর

৬২। কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. নিশ্বাস খ. নীশ্বাস
গ. নিঃশ্বাস ঘ. নিঃশ্বাশ

৬৩। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. প্রসংশা খ. আষাড়
গ. ব্যঘাত ঘ. গণনা ঙ. প্রসমিত

৬৪। কোন বানানটি সঠিক?
ক. অনুগামিনী খ. অনুগামিনী
গ. অনুগামীনী ঘ. অনুগামীনি
ঙ. কোনটিই প্রযোজ্য নয়

৬৫। শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ কোনটি?
ক. পুন্য, পুজা, পুরষ্কার, পক্ক
খ. বৃহস্পতি, ব্যার্থ, বঁধু, বক্ষমান
গ. ভস্ম, ভণিতা, ভূয়সী, ভূতপূর্ব
ঘ. মুখস্ত, মূল্যায়ন, মৃন্ময়, মুহুর্মুহু

৬৬। শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি?
ক. মনোকষ্ট, অহোরাত্রি, ভ্রাম্যমাণ, চিহ্ন
খ. প্রজ্বলিত, লক্ষণীয়, মন্ত্রিসভা, দিগ্‌দর্শন
গ. সখ্য, গণিত, মূর্ধণ্য, সুধি
ঘ. ইতালীয়, প্রনয়ণন, অধ্যায়ন, অভ্যস্থ

৬৭। শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি-
ক. ধস, জাগরূক, বৃহদংশ, মিথক্রিয়া
খ. জাত্যভিমান, যক্ষা, মরুদ্যান, ইত্তোমধ্যে
গ. সান্ত না, অনসূয়া, মাস্টার, গড্ডালিকা
ঘ. সশ্রব, পুস্প, অভ্যন্তরীণ, গোষ্ঠি

৬৮। কোন বানানটি সঠিক?
ক. নিশিথ　　খ. নিশীথ
গ. নীশীথ　　ঘ. নিশীত
ঙ. নীশীত

৬৯। নির্ভুল বানান-
ক. স্বায়ত্ব　　খ. স্বায়ত্ত
গ. স্বায়ত্ত্ব　　ঘ. সায়ত্ব

৭০। কোনৃটি শুদ্ধ?
ক. শ্বাস্বত　　খ. শ্বাশ্বত
গ. শ্বাশত　　ঘ. স্বাসত

৭১। শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ শনাক্ত কর-
ক. লক্ষী, বিদ্যান, জ্ঞানবান, প্রাণিগণ
খ. সম্মুখ, অত্যধিক, আশ্বস্থ, নৃশংস
গ. নিরিক্ষা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, সহকারি, গহনা
ঘ. সমীচীন, মুমূর্ষু, পুণ্য, অপরাহ্ণ

৭২। কোন বানানটি সঠিক?
ক. নীরিক্ষণ　　খ. নীরিক্ষন
গ. নিরীক্ষণ　　ঘ. নীরীক্ষণ

৭৩। কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?
ক. অধীনস্থ, তেজক্রিয়, ব্যার্থ
খ. প্রবনতা, কেবলমাত্র, করায়ত্ত
গ. গণনা, অচিন্তনীয়, নৈমিত্তিক
ঘ. শীর্ষক, নিরীক্ষন, ধ্বংস

৭৪। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. আশীষ　　খ. সম্বর্ধনা
গ. শ্রদ্ধাঞ্জলী　　ঘ. আশিস

৭৫। কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক. নমস্কার　　খ. পুরস্কার
গ. পরিস্কার　　ঘ. আবিষ্কার

৭৬। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. নীরিক্ষণ　　খ. নীরিক্ষন
গ. নিরীক্ষণ　　গ. নীরীক্ষন

৭৭। শুদ্ধ বানানের শব্দ গুচ্ছ সনাক্ত কর?
ক. পৈত্রিক, সৌজন্য, মাড়োয়ারী, ভূত
খ. সম্ভব, ভ্রাতাগণ, দূষণীয়, অস্থি
গ. বিনা, শারীরিক, দ্বন্দ্ব, পুণ্য
ঘ. ভৌগলিক, কথোপোকথন, শ্রেষ্ঠ, বধূ

৭৮। কোন শব্দটি অপ্রচলিত কিন্তু শুদ্ধ?
ক. মোহ্যমান　　খ. ইতিমধ্যে
গ. অন্তঃস্থল　　ঘ. অনূদিত

৭৯। শুদ্ধ বানান গুচ্ছ-
ক. বঁধু, বধূ, প্রজ্জ্বলন, বন্দোপাধ্যায়
খ. অদ্ভুত, অদ্ভূত, প্রজ্বলন, কৌতুহল
গ. ঘনিষ্ট, ঘড়িয়াল, বৈশিষ্ট্য, আপোষ
ঘ. শ্রেণী, ইতোমধ্যে, উপর্যুক্ত, কৌলিন্য

৮০। শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক. যক্ষা　　খ. যক্ষ্মা
গ. যক্ষ্রা　　ঘ. যক্ষ্যা

৮১। শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক. সান্তনা　　খ. সান্ত্বনা
গ. স্বান্তনা　　ঘ. শান্তবনা

৮২। কোন বানান গুচ্ছ শুদ্ধ?
ক. অত্যান্ত , দুরাবস্থা, সলজ্জিত, জাত্যাভিমান
খ. ব্যাবসা, অংক, স্রষ্টা, মুখস্ত
গ. দক্ষিণ, ধ্বনি, সুশ্রুশা, কন্ঠ
ঘ. ধস্, উর্ধ্ব, শশিভূষণ, অপরাহ্ণ

৮৩। কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. শুশ্রুষা　　খ. সুশ্রুষা
গ. শুশ্রূষা　　ঘ. সুশ্রূষা

৮৪। কোন বানান শুদ্ধ?
ক. সমীচীন　　খ. সমিচীন
গ. সমীচিন　　ঘ. সমিচিন

৮৫। শুদ্ধ বানান কোনটি?
ক. আনুষঙ্গিক　　খ. আনুসাঙ্গিক
গ. আনুস্বাঙ্গিক　　ঘ.অনুসাঙ্গিক

উত্তরমালা

১.ক	২.ক	৩.খ	৪.ঘ	৫.খ	৬.খ	৭.খ	৮.খ
৯.ক	১০.ক	১১.খ	১২.ঘ	১৩.খ	১৪.ক	১৫.গ	১৬.খ
১৭.খ	১৮.গ	১৯.ঘ	২০.গ	২১.ক	২২.খ	২৩.ঘ	২৪.গ
২৫.ক	২৬.ক	২৭.খ	২৮.ঘ	২৯.গ	৩০.খ	৩১.ক	৩২.ক
৩৩.ক	৩৪.ঘ	৩৫.ঘ	৩৬.খ	৩৭.ঘ	৩৮.ক	৩৯.গ	৪০.ক
৪১.গ	৪২.গ	৪৩.ক	৪৪.ক	৪৫.ক	৪৬.খ	৪৭.গ	৪৮.খ
৪৯.ক	৫০.ঘ	৫১.ঘ	৫২.গ	৫৩.খ	৫৪.খ	৫৫.ক	৫৬.খ
৫৭.ঘ	৫৮.ক	৫৯.ঘ	৬০.খ	৬১.ঘ	৬২.গ	৬৩.ঘ	৬৪.ক
৬৫.গ	৬৬.খ	৬৭.ক	৬৮.খ	৬৯.খ	৭০.খ	৭১.ঘ	৭২.গ
৭৩.গ	৭৪.ঘ	৭৫.ঘ	৭৬.গ	৭৭.গ	৭৮.খ	৭৯.ঘ	৮০.খ
৮১.খ	৮২.ঘ	৮৩.গ	৮৪.ক	৮৫.ক			

টপিক-০২: ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ

ছন্দে ছন্দে কাব্যগ্রন্থ:

কবি কাহিনীর বনফুলবলাকা ও শ্যামলী বান্ধবী বহুয়ার নবজাতক কল্পনার জন্মদিন উপলক্ষে শৈশবের শৈশব সংগীত) প্রভাতে (প্রভাত সংগীত) সানাই বাজিয়ে সন্ধ্যাসঙ্গীতের আয়োজন করে।

বীথিকা, কড়ি ও কোমল নিয়ে সেঁজুতিতেসোনারতরী নামক খেয়ায়চিত্রানদী পার হয়ে জানতে পারলো মানসী রোগসজ্জায় থাকলেও চৈতালীতে আরোগ্য হয়ে ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করল পুনশ্চ গীতাঞ্জলি শেষ লেখা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ।

আঠারো বছর বয়স

– সুকান্ত ভট্টাচার্য

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।
আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-
অঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।
এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
পাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।
আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা পাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।
আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।
আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত: একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে।
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।
এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥

কবি পরিচিতি

কবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য
জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে, (৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান : কালীঘাট, কলকাতা। পৈতৃক নিবাস: কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম: নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাতার নাম: সুনীতি দেবী।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৩৫২), অকৃতকার্য, বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল।
কর্মজীবন	ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য... পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের ... আজীবন সম্পাদক।
সাহিত্যকর্ম	ছাড়পত্র (১৯৪৮), ঘুম নেই, পূর্বাভাস, ... হরতাল, গীতিগুচ্ছ প্রভৃতি। ফ্যাসিবাদবিরোধী ... ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' (১৩৫১) ... সংকলন সম্পাদনা করেন।
বিশেষ কৃতিত্ব	তাঁর কবিতায় অনাচার ও বৈষম্যের বিরু... প্রতিবাদ পাঠকদেরকে সচকিত করে... গণমানুষের প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ ... কবিতায়।
জীবনাবসান	মৃত্যু সাল : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ (২৯ বৈশাখ, ... বঙ্গাব্দ)

কবি সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

✓ সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয় - কিশোর কবি।
✓ তাঁর কবিতায় যে দিকটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায় ... মানুষের জীবন, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদোহের হুঙ্কার।
✓ সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্য সংকলনটির নাম ... (সুকান্তের জীবিতাবস্থায় একমাত্র গ্রন্থ)।
✓ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য- যৌবনের ... সাহসিকতা, দুর্বার গতি।
✓ পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষে করে তিনি যে সাহিত্য ... সম্পাদনা করেন - আকাল।
✓ 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি' বলেছে... সুকান্ত।
✓ সুকান্ত ভট্টাচার্য মারা যান - ২০ বৎসর ৯ মাস ব... রোগে।

ছন্দে ছন্দে ...

☑ ছন্দে ছন্দে কাব্যগ্রন্থ:
হরতালের মিঠে কড়া অভিযানের পূর্বাভাসের ছাড়পত্র ... নেই সুকান্তের চোখে।

☑ উৎস:
সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ ... প্রকাশিত তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়ে... একুশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল সুকান্তের। ধারণা ... আঠারো বছর বয়সে পদার্পণের আগেই কিংবা আঠা... বয়সে কবি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

☑ প্রথম লাইন: আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ।
☑ শেষ লাইন: এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
☑ মোট চরণ: বত্রিশটি।

☑ ছন্দ: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে র... মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

☑ পর্ব:
প্রতি চরণে পর্ব তিনটি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ছয় মাত্রা ও ... দুই মাত্রার। প্রতি চরণে মোট মাত্রা ৬+৬+২=১৪ (চৌদ্দ...

'আঠারো বছর বয়স'	: সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে।
'আঠারো'	: নয়বার ব্যবহৃত হয়েছে।
'আঠারো বছর'	: সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে।
'এ বয়স'	: বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।
'বয়স'	: উনিশবার ব্যবহৃত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:

প্র: 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'– কিসের যন্ত্রণা'– সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন দেখে প্রাণবসন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

প্র: 'দুর্যোগে হাল ঠিকমত রাখা ভার'- এর পরের লাইন কী?-'ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।'

প্র: 'এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর'–এর পরের লাইন কী?- 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।'

প্র: 'আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়'– এর পরের লাইন কী?- 'পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাঁধা'।

প্র: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ধারণা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে কোন বয়স?- ১৮ বছর বয়স।

প্র: 'পাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা।-সুকান্ত ভট্টাচার্য।

প্র: সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবিত অবস্থায় বের হওয়া একমাত্র গ্রন্থ কোনটি?- 'আকাল'।

প্র: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির শূল বৈশিষ্ট্য কী?– দুর্বার সাহস ও যৌবনের উদ্দীপনা।

প্র: আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?– দুঃসাহস।

প্র: আঠারো কিসের প্রতীক?– যৌবনের, পতিবাদের, আত্মপ্রত্যয়ের।

প্র: সুকান্ত কোন সময়ের কবি?– নজরুল-রবীন্দ্র উত্তর যুগের।

প্র: সুকান্তের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কী.– ছাড়পত্র।

প্র: আঠারো বছর বয়স লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে কী হয়?– কালো।

প্র: দুঃসাহসী হওয়ার সূচনা কত বছর বয়সে শুরু হয়?– আঠারো বছর।

প্র: ভীরু ও কাপুরুষ হবার বয়স নয় কোনটি?– আঠারো বছর।

প্র: বেদনায় থরো থরো কাঁপে কোন বয়স?– আঠারো বছর।

প্র: স্বাধীন ভাবে চলার ঝুকি নিতে হয় কোন বয়সে?– আঠারো বছর।

প্র: বাংলা কাব্য জগতে স্বল্পস্থায়ী কোন কবি?–সুকান্ত ভট্টাচার্য।

প্র: আঠারো বছর বয়স কিসের বেগ চলে?– বাষ্পের বেগে।

প্র: কবি এদেশের জন্য কী প্রার্থনা করেছেন?–আঠারো বছর বয়স।

প্র: আঠারো বছর বয়সকে কী বলা হয়?– দুঃসহ।

প্র: আঠারো বছর বয়স পথে প্রান্তরে কী ছোটায়– তুফান।

প্র: 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা' – কেন? - কারণ এ বয়সে মানুষ হয় আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল।

প্র: 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা'- কোন বয়সে? - ১৮ বছর।

প্র: 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' এর কারণ কী?-এ বয়সটা মানব জীবনের উত্তরণের কাল।

প্র: .আঠারো বছর বয়স কী নয়?- মাথা নোয়াবার নয়।

প্র: "এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"- কেন?- কল্যাণের জন্য।

প্র: মানুষ কখন সাহসী হয়ে ওঠে?– যৌবনের শুরুতে।

প্র: নজরুলের ধারায় সুকান্ত কী ধরনের কবি ছিলেন?– বিদোহী কবি।

প্র: অল্প বয়সে কবি সুকান্ত কোন জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত হন?– বামপন্থী কবি হিসেবে।

প্র: ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য কান পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন?– আকাল।

প্র: আঠারো বছর বয়স আত্মাকে কোলাহলে সঁপে-কীসের কোলাহলে?– শপথের।

প্র: কবি এদেশের বুকে কী নেমে আসার কথা বলেছেন?– আঠারো বছর বয়স।

প্র: আঠারো বছর বয়সে অবিশ্রান্ত রূপে কী আসে?– আঘাত।

প্র: কবির কাছে আঠারো বছরে ছুটে চলাকে কী মনে হয়েছে?– বাষ্পের বেগে স্টিমারের মত।

প্র: আঠারো বছর বয়সে অবিশ্রান্ত রূপে কী আসে?– আঘাত।

প্র: কবির কাছে আঠারো বছরে ছুটে চলাকে কী মনে হয়েছে?– বাষ্পের বেগে স্টিমারের মত।

প্র: আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়?- পাথর বাঁধা।

প্র: "এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"- কেন?- কল্যাণের জন্য।

প্র: 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে'- চরণটি কোন কবিতায়?– আঠারো বছর বয়স।

প্র: 'এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়' এর পরবর্তী চরণ কী?– 'এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো'।

প্র: সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয় কত বছর বয়সে?- ২১ বছর বয়সে (কোলকাতায়)

প্র: কত বছর বয়স দুঃসহ?-আঠারো বছর বয়স।

প্র: কোন বয়স জানে না কাঁদা?- আঠারো বছর বয়স।

প্র: 'এ বয়স জানে রক্তদানের পূণ্য'-এর পরের চরণ কী?– বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে।

প্র: 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার'-কোন কবিতার অংশ?– আঠারো বছর বয়স।

প্র: আঠারো বছর বয়স লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে কী রং হয়?- কালো।

প্র: আঠারো বছর বয়সের কী নেই?– ভয়।

প্র: 'প্রাণ দেওয়া নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য' কোন কবিতার অংশ?- আঠারো বছর বয়স।

প্র: এ বয়স কাপে-- শূন্যস্থানে ক বসবে?- বেদনায় থরোথরো।

প্র: আঠারো বছর বয়স কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?– 'ছাড়পত্র'।

প্র: কয়টি স্তবকের সমন্বয়ে আঠারো বছর বয়স কবিতাট রচিত?- আটটি।

প্র: 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'- পঙ্‌ক্তিটির লেখক কে?- সুকান্ত ভট্টাচার্য।

প্র: আঠারো বছর বয়স কবিতার শেষ চরণ কী?- 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

প্র: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য- যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি।

প্র: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা কত?–১৪

প্র: আঠারো কীসের প্রতীক?- যেবনের, প্রতিবাদের, আত্মপ্রত্যয়ের।

প্র: বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়সের প্রকৃতি কেমন?- অগ্রণী।

প্র: আঠারো বছর বয়স বেদনায় কাঁপে- থরোথরো।

প্র: দুঃসাহস, অসহ্য, ক্ষত-বিক্ষত, জয়ধ্বনি- শব্দগুলোর উচ্চারণ লেখ– দুশ্‌শাহোশ, অশোজ্‌ঝো, খতো-বিক্‌খতো, জয়োদ্‌ধোনি।

প্র: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণে মাত্রা বিন্যাসের ধরণ কী?–৬ + ৬ + ২।

প্র: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার লাইন সংখ্যা কয়টি?–৩২টি।

প্র: কবিতায় পঞ্চম স্তবকে লাইন সংখ্যা কয়টি?– ৪টি।

প্র: আঠারো বছর বয়স পথে প্রান্তরে কী ছোটায়– তুফান।

বিগত সালের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার লেখকের নাম কী?
ক. ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. আবুল হোসেন

২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. অক্ষরবৃত্তে খ. মাত্রাবৃত্তে
গ. স্বরবৃত্তে ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দে

৩. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির স্তবক সংখ্যা–
ক. ছয় খ. আট
গ. দশ ঘ. বারো

৪. আঠারো বছর বয়স পাথর বাধা ভাঙতে চায়–
ক. হাত দিয়ে খ. হাতুড়ি দিয়ে
গ. চরণাঘাতে ঘ. লগুড়াঘাতে

৫. স্টিমারের প্রসঙ্গ এসেছে কোন কবিতায়?
ক. পাঞ্জেরি খ. কবর
গ. জীবন-বন্দনা ঘ. আঠারো বছর বয়স

৬. 'সঁপা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
ক. সর্প খ. সাপ
গ. সমর্থ ঘ. সমর্পণ ঙ. সামর্থ্য

৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় পদাঘাতে কী ভাঙতে চেয়েছেন?
ক. অট্টালিকা খ. শোষণের শঙ্খল
গ. শিকল ঘ. পাথর

৮. আঠারো বছর বয়স বাঁচে–
ক. বিপদের মুখে
খ. দুযোগ আর ঝড়ে
গ. শপথের কোলাহলে
ঘ. লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে

৯. সুকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের নাম
ক. ঘুম নেই খ. আকাল
গ. পূর্বাভাস ঘ. ছাড়পত্র

১০. 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. আহসান হাবীব ঘ. শামসুর রাহমান

১১. আঠারো বছর বয়সে কী নেই?
ক. ভয় খ. নিরাশা
গ. সংশয় ঘ. অবসাদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

১২. বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়স থাকে
ক. দুবার খ. ভয়ঙ্কর
গ. অসহায় ঘ অগ্রণী

১৩. 'আঠারো বছর বয়স' হল–
ক. ভীরু খ. নির্ভয়
গ. সংশয় ঘ. বিনয়ী

১৪. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'-এ চরণের 'আঠারো বোঝায়–
ক. ঔদ্ধত্য খ. প্রতিবাদ
গ. জাগরণ ঘ. যৌবন

১৫. আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?
ক. স্পর্ধা খ. দুঃসাহস
গ. সংশয় গ. যন্ত্রণা

১৬. 'আকাল' কার সম্পাদিত গ্রন্থ?
ক. শামসুর রাহমান খ. অমিয় চক্রবর্তী
গ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৭. 'এ বয়সে প্রাণ–' পঙ্‌ক্তির শূন্যস্থানে বসবে
ক. তীব্র ও খরতর খ. প্রখর ও ভয়ঙ্কর
গ. তীব্র আর প্রখর ঘ. তীক্ষ্ণ আর প্রখর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্র...

১৮. 'আঠারো বছর বয়স' কী জানে না?
ক. কাঁদা খ. নাচা
গ. হাসা ঘ. বেদনা

১৯. নিচের কোনটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্ম নয়?
ক. মিঠেকড়া খ. অভিযান
গ. একমুঠো ঘ. ঘুম নেই

২০. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন গুচ্ছের সব কয়টি গ্রন্থের রচয়িতা?
ক. ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া
খ. ছাড়পত্র, চোরাবালি, পূর্বাভাস, মিঠেছড়া
গ. ছাড়পত্র, দম নেই, পদাতিক, মিঠেকড়া
ঘ. ছাড়পত্র ঘুম নেই, পূর্বাকাশ, প্রসন্ন প্রহর

২১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. সমীমাংসিত রমণী খ. ছাড়পত্র
গ. বৈরী দৃষ্টিতে ঘ. সোনালি কাবিন

২২. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচনা করেন–
ক. হরতাল খ. ধর্মঘট
গ. কর্মবিরতি ঘ. ঘেরাও

২৩. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. অমিত্রাক্ষর
গ. মাত্রাবৃত্ত গ. গদ্য

২৪. 'সুকান্ত ভট্টাচার্য-এর লেখা কোনটি?
ক. হৈমন্তী খ. হাজার বছর ধরে
গ. পাতালে হাসপাতালে ঘ. ছাড়পত্র

২৫. 'দুর্যোগে হাল ঠিকমত রাখা ভার'- কোন কবিতায় র... হয়েছে?
ক. পাঞ্জেরি খ. জীবন-বন্দনা
গ. আঠারো বছর বয়স ঘ. বাংলাদেশ

২৬. 'এ বয়স জানে রক্ত দানের পূণ্য'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা–
ক. নজরুল খ. সুনীল
গ. সুকান্ত ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

২৭. প্রতিভাবান কবি সুকান্তের মৃত্যু হয়–
ক. আঠারো বছর বয়সে খ. উনিশ বছর বয়সে
গ. একুশ বছর বয়সে ঘ. বিশ বছর বয়সে

২৮. 'এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি'— প... রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. জীবনানন্দ দাস ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

২৯. 'প্রাণ দেওয়া নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য' কোন কবিতার অ...
ক. পাঞ্জেরি খ. জীবন-বন্দনা
গ. আঠারো বছর বয়স ঘ. বাংলাদেশ

৩০. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মর্মকথা–
ক. স্বদেশেব্রত খ. যৌবনের হতাশা
গ. নির্ভয় ও সাহসের জয়ধ্বনি ঘ. ইচ্ছার আকুতি

৩১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মূলকথা কী?
ক. হতাশা খ. বয়ঃক্রম
গ. স্বপ্ন ঘ. সাহস দেখাবার শক্তি

৩২. 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'-কার রচনা?
ক. সিকান্দার আবু জাফর খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. জীবনানন্দ দাশ
ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
ঙ. মীর মশাররফ হোসেন

৩৩. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার রচয়িতা কে?
ক. অমিয় চক্রবর্তী খ. সুফিয়া কামাল
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. আহসান হাবীব
ঙ. শামসুর রাহমান

৩৪. কত বছর বয়সে কবি সুকান্তের মৃত্যু হয়েছিল?
ক. কুড়ি খ. একুশ
গ. বাইশ ঘ. তেইশ ঙ. চব্বিশ

৩৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান?
ক. ১৮ খ. ২১
গ. ২০ ঘ. ২৩ ঙ. ২২

০১.	গ	০২.	খ	০৩.	খ	০৪.	গ	০৫.	ঘ
০৬.	ঘ	০৭.	ঘ	০৮.	খ	০৯.	খ	১০.	ক
১১.	ক	১২.	ঘ	১৩.	খ	১৪.	ঘ	১৫.	খ
১৬.	ঘ	১৭.	ঘ	১৮.	ক	১৯.	গ	২০.	ক
২১.	খ	২২.	ক	২৩.	গ	২৪.	ঘ	২৫.	গ
২৬.	গ	২৭.	গ	২৮.	ঘ	২৯.	গ	৩০.	গ
৩১.	গ	৩২.	ঘ	৩৩.	গ	৩৪.	খ	৩৫.	খ

টপিক-০৪: বাংলা সাহিত্য থেকে পড়া লাগবে

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

- সাহিত্য শব্দটি - সংস্কৃত শব্দ।
- সাহিত্য= সহিত+য।
- সাহিত্য শব্দটি এসেছে - 'সহিত' শব্দ থেকে।
- সাহিত্য শব্দটির অর্থ - সহিতের ভাব মিলন, যোগ।
- একের সহিত অন্যের মিলনের মাধ্যমই হল - সাহিত্য (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
- বাংলা সাহিত্যর প্রাচীনতম রূপ/শাখা-কাব্য।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি - ছড়া।
- বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয় - বৌদ্ধদের হাতে।

☐ বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল অধ্যায়কে সময়ের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ঐতিহাসিকগণ সমগ্র সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।
- প্রাচীন যুগ (৬৫০–১২০০)
- মধ্যযুগ (১২০১– ১৮০০)
- আধুনিক যুগ (১৮০১– বর্তমান)

- বাংলা ভাষার/সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন– চর্যাপদ
- চর্যাপদ আবিস্কৃত হয়– ১৯০৭ সালের নেপালের রাজ দরবারের পুথিঁশালা থেকে।
- চর্যাপদের আবিস্কারক– মহামহোপাধ্যয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- চর্যাপদ প্রথম প্রকাশিত হয়– ১৯১৬ সালে।
- প্রথম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম ছিল– 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।'
- চর্যাপদের রচয়িতারা ছিল– বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চর্যাপদে বর্ণিত আছে– বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব কথা।
- চর্যাপদের রচয়িতার সংখ্যা– ২৪ জন (মতান্তরে ২৩ জন)।
- চর্যাপদে মোট পদ রয়েছে– ৫১টি।
- এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পদ সংখ্যা- সাড়ে ৪৬টি।
- চর্যাপদের পুঁথি নেপালে যাবার কারণ– তুর্কি আক্রমণকারীদের ভয়ে পন্ডিতগণ তাঁদের পুঁথি নিয়ে নেপালে পালিয়ে গিয়ে শরণার্থী হওয়া।
- চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন– কাহ্নপা।– ১৩টি।
- চর্যাপদের সবচেয়ে প্রাচীন কবি/ বাংলা সাহিত্যের আদি কবি– লুইপা। (পদ-২টি)
- চর্যাপদের ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সন্ধ্যা ভাষা/ আলো আঁধারি ভাষা নামে অভিহিত করেছেন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ হচ্ছে– কাব্য।
- লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি হচ্ছে– ছড়া।
- প্রাচীনকালে বাংলা কাব্য ও সাহিত্য বেশি বেশি চর্চা হয়– পাল ও সেন রাজাদের আমলে।
- কাদের হাতে বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়– বৌদ্ধদের।
- চর্যাপদের অপর নাম– চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি।
- চর্যাপদ কিসের সংকলন?– কবিতা/ গানের সংকলন।
- চর্যাপদের ভাষা যে বাংলা তা প্রমাণ করেন– ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- চর্যাপদ রচিত হয়– পাল শাসনামলে।
- চর্যাপদে মোট ছয়টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়।
- চর্যাপদে একজন কবিকে মহিলা কবি হিসাবে অনুমান করা হয় তার নাম– কুক্কুরী পা।
- চর্যাপদে যে কবির রচিত পদটি পাওয়া যায় নি– তন্ত্রীপা।
- চর্যাপদ গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত প্রথম পদটি লুইপার রচিত, তা হলো- 'কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল/ চঞ্চল চী এ পইঠা কাল' অর্থাৎ দেহ তরুর মত। পাঁচটি তার ডাল, চঞ্চল চিত্তে কার প্রবেশ করেছে।
- 'চর্যাপদ' রচিত হয়– সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্রবর্তী সময়ে।
- চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন হলেও হিন্দি, মৈথিলা, অসমীয় ও উড়িষ্যা মানুষের চর্যাপদকে তাদের ভাষার আদি নির্দশন বলে দাবী করেন।
- চর্যাপদে তিব্বতি অনুবাদ আবিস্কার করেন– ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের পুঁথিশালা থেকে চর্যাপদ ছাড়া আরো তিনটি গ্রন্থ আবিস্কার করেন। সেগুলো হচ্ছে সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব।
- ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল এই দেড়শ বছর বাংলা সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ার কারণে ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে বাংলাসাহিত্যের "অন্ধকার যুগ" বা "তমসার যুগ" নামে অভিহিত করেন। তুর্কি আক্রমণের ফলে এ সময় দেশে একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করেছিল এ ধরনের একটি অনুমান থেকে অন্ধকার যুগের অবতারণা করা হলেও আহমদ শরীফ সহ অনেক গবেষক অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।
- "হিন্দু সমালোকদের চাপিয়ে দেওয়া দোষ এই অন্ধকার যুগ" অন্ধকার যুগ সম্পর্কে আহমদ শরীফের মন্তব্য।
- অন্ধকার যুগে আবিস্কৃত দুটি সাহিত্য কর্মের নাম– 'শূণ্যপুরাণ' এবং 'সেক শুভোদয়া।'
- বৌদ্ধ ধর্মীয় তত্ত্ব গ্রন্থ 'শূণ্যপুরাণের' রচয়িতা– রামাই পণ্ডিত।
- পীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়ার' রচয়িতা– হলায়ুধ মিশ্র।

- মধ্যযুগের প্রথম কাব্য গ্রন্থ হল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি বাংলা ভাষার কোন লেখকের একক গ্রন্থ। ১৯০৯ সালে বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরের টিনের চালার নিচ থেকে অযত্নে রক্ষিত কাব্য উদ্ধার করেন। সম্পাদনার পর ১৯১৬ সালে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশ করেন। রচনা কালের দিক থেকে এটি বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রকাশিত হয়- বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী (১৩৪০-১৪৪০)।
- রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস
- এর প্রকৃত নাম - অনন্ত বড়ু
- তিনি মধ্যযুগের প্রথম কবি।
- কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র হচ্ছে- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই।
- পাতা ২২৬টি, পৃষ্ঠা ৪৫২টি, পদসংখ্যা ৪১৮ টি, ভনিতা ৪০৯টি, খণ্ডে বিভক্ত - ১৩টি।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক প্রদত্ত।
- বাংলা সাহিত্যে একাধিক পদকর্তা নিজেকে চণ্ডীদাস পরিচয় দেওয়ায় যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা চণ্ডীদাস সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
- তিনজন স্বীকৃত চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস।
- প্রথম বাংলা জীবনী কাব্য রচিত হয়- ষোড়শ শতকে।
- প্রথম জীবনী কাব্য রচনা করা হয়- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে।
- চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্যকে অভিহিত করা হয়- 'কড়চা' নামে।
- 'কড়চা' শব্দের অর্থ-দিনলিপি বা ডায়েরি।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বিষয় হচ্ছে- ধর্মকেন্দ্রিকতা।
- যে কাব্য শ্রবণ করলে সর্বাধিক অকল্যাণ দূল হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ হয় তাকে বলে- মঙ্গল কাব্য।
- মঙ্গল কাব্যের উপজীব্য বিষয় হচ্ছে- দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা।
- মঙ্গল কাব্যের প্রধান তিনটি শাখা হচ্ছে- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গল।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি হচ্ছেন- কবি কানাহরি দত্ত।
- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও লখিন্দরের সর্প দংশনের কাহিনি নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত। মনসামঙ্গলের অপর নাম-পদ্মপুরাণ।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান কবি- কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান কবি- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকার।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র গুলো হচ্ছে- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাড়ুদত্ত, মুরারি শীল।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র গুলো হচ্ছে- মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী।
- মধ্যযুগের কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি মারিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য।
- আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ সভার কবি ছিলেন- আলাওল।
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা- শাহ মুহম্মদ সগীর।
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কাহিনি নিয়ে রচিত ইংরেজি ঔপন্যাসিক টমাস মানের উপন্যাসের নাম 'Zosef and his brother's'
- আধুনিক বাংলা গদ্য ধারায় মর্সিয়া সাহিত্যের রচয়িতা হচ্ছে- মীর মশাররফ হোসেন। ('মর্সিয়া' হচ্ছে- আরবি শব্দ। এর অর্থ শোক প্রকাশ করা।)

প্রকারভেদে মধ্যযুগ ও আধুনিক ... উল্লেখযোগ্য লেখক ও ...

'লায়লী মজনু'	– দৌলত উজির বাহরাম খান
'গুলে বকাওলী'	– ইজ্জতুল্লা।
'সতীময়না-লোর চন্দ্রানী'	– দৌলত কাজী।
'চন্দ্রাবতী'	– কোরেশী মাগন ঠাকুর।
'পদ্মাবতী'	– আলাওল।
'নবীবংশ'	– সৈয়দ সুলতান।
'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'	– সুকুর মামুদ।
'মৈমনসিংহ গীতিকা'	– সম্পাদক ঃ ড. দীনেশ চন্দ্র সেন সংগ্রাহক ঃ চন্দ্রকুমার দে।
'জঙ্গনামা' বা 'মুক্তুল হোসেন'	– দৌলত উজির বাহরাম খান।
'আমীর হামজা', 'সোনাভান'	– শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ।
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'	– মালাধর বসু।

মধ্যযুগ: উল্লেখযোগ্য লেখক, রচনা ও তাঁদের বিশিষ্টতা

- 'শূন্যপুরাণ' ও 'সেক শুভোদয়া'– রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজা তত্ত্বের গ্রন্থের নাম 'শূন্যপুরাণ'। হলায়ুধ মিশ্র রচিত পির মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক কাব্য সেক শুভোদয়া।
- কোন্ মহাপুরুষ বাংলা সাহিত্যে একটি পঙক্তি না লিখলেও তাঁর নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে?– শ্রী চৈতন্যদেব।
- বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থের নাম কী?– বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য- ভাগবত'।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কে?– কানাহরি দত্ত।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অপর নাম কী?– পদ্মপুরাণ।
- 'মনসাবিজয়' কার রচনা?– বিপ্রদাস পিপিলাই।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কে?– চতুর্দশ শতকের কবি মানিক দত্ত।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যধারার প্রধান কবি কে?– ভারতচন্দ্র রায়।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ধারার আদি কবি কে?– ময়ূর ভট্ট।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি কে?– ঘনরাম চক্রবর্তী।
- 'মহাভারত' প্রথম বাংলঅয় কে অনুবাদ করেন?– কবীন্দ্র পরমেশ্বর
- 'রামায়ণ' রচয়িতা একমাত্র মহিলা কবি কে?– চন্দ্রাবতী।
- 'ইউসুফ-জোলেখা' কার রচনা?– বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর।

টপিক-০৫: বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০) টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচলিশটি (৩৯) টি।

১) স্বরবর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ	১১ টি
২) ব্যঞ্জনবর্ণ	ক খ গ ঘ ঙ	৫ টি
	চ ছ জ ঝ ঞ	৫ টি
	ট ঠ ড ঢ ণ	৫ টি
	ত থ দ ধ ন	৫ টি
	প ফ ব ভ ম	৫ টি
	য র ল	৩ টি
	শ ষ স হ	৪ টি
	ড় ঢ় য় ৎ	৪ টি
	ং ঃ ঁ	৩ টি
	মোট =	৫০ টি

➢ বর্ণ - ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন / প্রতীক ।
➢ স্বরবর্ণ - ১. স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্ন ।

স্বরবর্ণ ২ প্রকার। যথা ১. মৌলিক বর্ণ (৭টি) ২. যৌগিক বর্ণ (২টি,যথা ঐ,ঔ)।

➢ ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী ২ প্রকার। যথা ১. অঘোষ ২. ঘোষ। আবার - ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী ২ প্রকার। যথা ১. অল্পপ্রাণ ২. মহাপ্রাণ ।
➢ মাত্রা- বাংলা বর্ণমালায় কোন কোন বর্ণের উপরে 'রেখা' বা 'কষি' দেয়া হয় - তাই মাত্রা।

মাত্রা	মোট বর্ণ - ৫০টি	ব্যঞ্জনবর্ণ - ৩৯টি	স্বরবর্ণ - ১১টি
পূর্ণমাত্রা	৩২	২৬	৬
অর্ধমাত্রা	৮	৭	১
মাত্রাহীন	১০	৬	৪

অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ : ঋ, খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ = ৮টি

মনে রাখার উপায়:
এক দেশে ঋখ নামে এক গণখ ছিল সে একদিন ধপশ করে পড়ে গেল

স্বরবর্ণ: মোট বর্ণ ১১টি
➢ কিন্তু এদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত রূপ/স্বরচিহ্ন আছে - ১০টির।
➢ সংক্ষিপ্ত রূপ নেই - ১টির। পূর্ণ রূপ আছে - ১১টির।
➢ মোট ব্যঞ্জনবর্ণ - ৩৯টি, এই ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ৩৬টি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে অ যুক্ত হয়। আর যুক্ত হয় না - ৩টি বর্ণে। এগুলো হল - ং, ঃ, ঁ ।
➢ অ এর কোন সংক্ষিপ্ত রূপ নেই ; এটি নিলীন বর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণে অ মিশে যায়। যেমন - শত। এখনে শ ও ত এর সাথে অ মিশে আছে।
➢ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে কার।
➢ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ফলা

☐ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি/আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক স্বরধ্বনি - ৭টি
➢ এগুলো হল - অ, আ, ই, উ, অ্যা, এ, ও।
➢ বাংলা ভাষায় 'অ্যা' জ্ঞাপক কোন বর্ণ নেই, ধ্বনিবিদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই বাংলা মূল ধ্বনি তালিকায় নতুন অ্যা ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।

☐ তাহলে এটা বলা যায় যে মোট স্বরধ্বনি -১১টি। এই ১১টি বর্ণের মধ্যে মৌলিক স্বরধ্বনি/ আন্ত র্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক স্বরধ্বনি ৬টি। এগুলো হল - অ, আ, ই, উ, এ, ও।
➢ সপর্শ ধ্বনি (Plosive) ২৫টি; (ক থেকে ম পর্যন্ত)।
যৌগিক স্বর/ সান্ধস্বর/দ্বিস্বর/সান্ধ্যক্ষর/ যৌগিক বর্ণ : একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনি।
অর্থাৎ :- যৌগিক স্বর = স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি।
যৌগিক স্বর মোট আছে - ২৫টি। এগুলোর মধ্যে প্রতীক চিহ্ন আছে ২টির। এগুলোকে বলা হয় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ। বাকি ২৩ টির প্রতীকি স্বরূপ কোন বর্ণ নেই। এই ২৩ টিকে অলিখিত যৌগিক স্বর ও বলা হয়।
➢ যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ :- ২টি ঃ ঐ=অ+ই/ও+ই।
ঔ=অ+উ/ও+উ।
➢ যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ নয়/ অলিখিত যৌগিক স্বর ২৩টি।
এগুলো একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনি, কিন্তু মূল স্বরধ্বনি নয়।

➢ মূল স্বরধ্বনি ৯টি। এগুলো হল - অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ও।
➢ মূল স্বরধ্বনি নয় ২টি। এগুলো হল - ঐ, ঔ।
➢ ক থেকে শ পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা = ২৮টি
➢ ক থেকে হ পর্যন্ত বর্ণ সংখ্যা ৩৫টি।

❈ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঃ কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এ রূপ ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (unaspirated)। যেমন - ক, গ ইত্যাদি।
❈ মহাপ্রাণ ধ্বনি ঃ কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এ রূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি (aspired)। যেমন - খ, ঘ ইত্যাদি।
❈ অঘোষ ধ্বনি ঃ কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন ও মৃদু হয়। এ রূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি (unvoiced)। যেমন - ক খ ইত্যাদি।
❈ ঘোষ ধ্বনি ঃ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি (voiced) হয়। যেমন - গ, ঘ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলোকে নিচের ছকে দেখানো হল

			অঘোষ		ঘোষ		
ধ্বনি হিসেবে	বর্ণ হিসেবে	উচ্চারণ স্থান	অল্প প্রাণ	মহা প্রাণ	অল্প প্রাণ	মহা প্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ	ক-বর্গীয়	জিহবা মূল	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ-বর্গীয়.	অগ্রতালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট-বর্গীয়	পশ্চাৎ দন্তমূল	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত-বর্গীয়	অগ্রদন্ত মূল	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প-বর্গীয়	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

ধ্বনি ঘোষত্ব - অঘোষত্ব নির্ভর করে - স্বরতন্ত্রীর কম্পনের উপর।

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	ধ্বনি হিসেবে
শ,য,য়	অগ্রতালু	তালব্য
ষ,র,ড়,ঢ়	পশ্চাৎ দন্ত মূল	মূর্ধন্য
ল,স	অগ্রদন্ত মূল	দন্ত

উচ্চারণ কাল অনুযায়ী স্বরবর্ণ ২ প্রকার :
❈ হ্রস্ব স্বর - ৪টি। যথাঃ- অ, ই, উ, ঋ।
❈ দীর্ঘ স্বর - ৭টি। যথাঃ- আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।
❈ পরাশ্রয়ী বর্ণ - ৩টি যথা - ং, ঃ, ঁ ।
❈ এই তিনটি বর্ণকে স্বাধীন বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়
❈ উষ্মধ্বনি/ শিশ ধ্বনি - ৪টি - হ, শ, ষ, স।
❈ নাসিক্য ধ্বনি :- ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।
➲ বিশেষ ভাবে মনে রাখবে-
১. শ, ষ, স অঘোষ অল্পপ্রাণ।
২. হ - ঘোষ মহাপ্রাণ।

❖ কম্পনজাত বর্ণ - ১টি - যথা - র।
❖ পার্শ্বিক বর্ণ -১টি- যথা - ল।
❖ তাড়নজাত বর্ণ -২টি - যথা - ড়,ঢ়।
❖ ঘর্ষণজাত ধ্বনি - ৩টি - যথা - শ,ষ,স।
❖ মৃষ্ট বর্ণ :- চ,ছ,জ,ঝ,এই ৪ টি।
❖ তবে আরও ৪টি অর্ধস্বর বর্ণ আছে। যথা - ই, উ, এ, ও,।
❖ স্পৃষ্ট বর্ণ:- ক-বর্গ, ট-বর্গ, প-বর্গের ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ সারির বর্ণগুলো
❖ অর্ধস্বর বর্ণ : ২টি। যথা - য, ব।
❖ অন্তঃস্থ বর্ণ - ৪টি। যথা - য, ব, র, ল।

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

১। বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে 'সন্ধি' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়?
ক. রূপতত্ত্বে খ. অর্থতত্ত্বে
গ. বাক্যতত্ত্বে ঘ. ধ্বনিতত্ত্বে

২। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
ক. ৩৫টি খ. ৩৭টি গ. ৩৯টি ঘ. ৪১টি

৩। আন্তঃস্বরতন্ত্রীয় ধ্বনি কোনটি?
ক. ছ খ. ধ গ. খ ঘ. হ

৪। ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?
ক. কার খ. মাত্রা গ. ফলা ঘ. কষি

৫। কোনটি ওষ্ঠ্য বর্ণ?
ক. ত খ. ধ গ. ক ঘ. প

৬। কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়?
ক. ও + ই খ. এ +ই গ. অ +ই ঘ. ক +ই

৭। 'খণ্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?
ক. ভ খ. ত গ. দ ঘ. ধ

৮। ওষ্ঠ্য ধ্বনির ব্যঞ্জনবর্ণগুলো হল-
ক. ট ঠ ড ঢ ণ খ. চ ছ জ ঝ ঞ
গ. ত থ দ ধ ন ঘ. প ফ ব ভ ম

৯। 'ক' থেকে ল পর্যন্ত মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক. ২৫টি খ. ২৬টি গ. ২৭টি ঘ. ২৮টি

১০। কোনগুলি স্পর্শধ্বনি?
ক. অ-ঢ খ. চ-শ গ. ক-ম ঘ. ট-য়

১১। কোনটি অঘোষ ধ্বনি?
ক. ক খ. গ গ. ঘ ঘ. জ

১২। বাংলা ভাষায় কয়টি বর্ণে মাত্রা নেই?
ক. ৮ খ. ৯ গ. ১০ ঘ. ১১

১৩। ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?
ক. ফল খ. ফলা গ. ফলাই ঘ. অক্ষর

১৪। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি?
ক. ৩৫ খ. ৩৭ গ. ৩৯ ঘ. ৪১

১৫। 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ
ক. উম্যা খ. উমো গ. উয়ো ঘ. ইয়ো

১৬। 'ল'- এর উচ্চারণ স্থান কোনটি?
ক. দন্ত মূল খ. জিহ্বা মূল গ. ওষ্ঠ্য ঘ. তালু

১৭। বর্ণ হচ্ছে-
ক. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ
খ. একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক
ঘ. ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্যরূপ

১৮। বাংলা বর্ণমালায় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?
ক. নয়টি খ. উনচল্লিশটি
গ. পঞ্চাশটি ঘ. একচল্লিশটি

১৯। কোনটি বাগযন্ত্রের অংশ?
ক. নাক খ. চোখ গ. গলা

২০। কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?
ক. ঈ খ. অ গ. উ

২১। বাংলা ভাষার কয়টি বর্ণে মাত্রা নেই?
ক. ৮ খ. ৯ গ. ১০

২২। বাংলা স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক. ৮টি খ. ১টি গ. ৭টি

২৩। কোনটি বাগ্‌যন্ত্র নয়-
ক. ওষ্ঠ খ. করোটি গ. জিহ্ব

২৪। বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিমূলের সংখ্যা-
ক. ২৪টি খ. ৩৪টি গ. ৫০টি

২৫। 'হ' ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ওষ্ঠের অবস্থান-
ক. সংবৃত খ. অর্ধ-সংবৃত গ. অর্ধবিবৃত

২৬। 'হ' একটি-
ক. কণ্ঠ্য ধ্বনি খ. তালব্য ধ্বনি
গ. মূর্ধন্য ধ্বনি ঘ. উষ্ম ধ্বনি

২৭। ফলাযুক্ত শব্দ কোনটি?
ক. পল্লব খ. শক্ত গ. লিপ্সা

২৮। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসে কয়টি বর্গ লক্ষ করা যায়?
ক. তিনটি খ. চারটি গ. পাঁচটি

২৯। 'সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত' বাক্যটি কোন দোষ
ক. গুরুচণ্ডালী খ. দুর্বোধ্যতা
গ. বিদেশি শব্দ দোষ ঘ. বাহুল্য

৩০। 'দুখের বিষয় এই যে, স্কুল মাস্টারেরা একেলে সাহি নিয়েছেন'- কথাটি কে কোন রচনায় বলেছেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ-সাহিত্য গ্রন্থ
খ. প্রমথ চৌধুরী- সাহিত্যে খেলা
গ. প্রমথ চৌধুরী-বীরবলের হালখাতা'য়
ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থ

৩১. কোনগুলো উষ্ম বর্ণ?
ক. ক,খ,গ,ঘ,ঙ খ. প,ফ,ব,ভ,ম
গ. শ,স,ষ,হ ঘ. খ,ছ,ঠ,থ,ফ

৩২. কোনগুলো বর্গীয় বর্ণ নয়?
ক. চ,ছ,জ,ঝ,ঞ খ. ত,থ,দ,ধ,ন
গ. ট,ঠ,ড,ঢ,ণ ঘ. য,র,ল,শ,ষ

৩৩. বর্ণ ও ধ্বনির পার্থক্য কী?
ক. ধারণমাত্রা খ. চিহ্ন ও অর্থ প্রকাশ
গ. উচ্চারণগত ঘ. অনর্থজ্ঞাপন

৩৪. য,র, ল-এগুলো কোন ধরনের বর্ণ?
ক. ঘোষবর্ণ খ. অন্তঃস্থ বর্ণ
গ. অঘোষবর্ণ ঘ. উষ্মবর্ণ

৩৫. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি-
ক. ৭টি খ. ৮টি গ. ৯টি ঘ. ১০টি

১.ঘ	২.গ	৩.ঘ	৪.গ	৫.ঘ	৬.কগ	৭.খ	৮.ঘ	৯.ঘ
১১.ক	১২.গ	১৩.খ	১৪.গ	১৫.গ	১৬.ক	১৭.গ	১৮.গ	১৯.[illegible]
২১.গ	২২.খ	২৩.খ	২৪.খ	২৫.ঘ	২৬.ঘ	২৭.ক	২৮.গ	২৯.[illegible]
৩১.গ	৩২.ঘ	৩৩.খ	৩৪.খ	৩৫.ক				

টপিক-০৬: ধ্বনির পরিবর্তন

স্বরাগম ঃ উচ্চারণের সুবিধার্থে যদি শব্দের মাঝে কোন ধ্বনির আগমন ঘটে তবে তাকে স্বরাগম বলে। এই স্বরাগমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-

১। **আদি স্বরাগম ঃ-** ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটকে।

যেমন ঃ স্কুল> ইস্কুল, স্পর্ধা> আস্পর্ধা, স্ত্রী> ইস্ত্রী, স্টেশন> ইস্টিশন, স্তাবল> আস্তাবল, স্টিমার> ইস্টিমার ইত্যাদি।

২। **মধ্যস্বরাগম ঃ** ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের মাঝে যদি কোন স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তাকে মধ্যস্বরাগম বলে। যেমনঃ

অ - রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ, নয়ন> নয়ান ইত্যাদি।

ই - প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।

উ - মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভ্রূ > ভুরু ইত্যাদি।

এ - গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।

৩। **অন্তস্বরাগম ঃ** ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের অন্তে বা শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটাকে অন্তস্বরাগম বলে। যেমনঃ সত্য> সত্যি, বেঞ্চ> বেঞ্চি, ট্যাক্স> ট্যাকসো, দিশ> দিশা ইত্যাদি।

অপিনিহিতিঃ পরের 'ই' কার বা 'উ' কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যেমনঃ আজি> আইজ, চারি> চাইর, মারি> মাইর, জালিয়া> জাইলা, রাতি> রাইত, কালি> কাইলা ইত্যাদি

অভিশ্রুতি ঃ অপিনিহিতির প্রভাবজাত ই কিংবা উ ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে। বিশেষ করে ক্রিয়া পদের সংক্ষিপ্ত রূপকে অভিশ্রুতি বলা যেতে পারে। যেমনঃ মানিয়া> মাইন্যা> মেনে, করিয়া> কইর‍্যা> করে, বাছিয়া> বাইছ্যা> বেছে, শহরিয়া> শহইর‍্যা> শহুরে, মাছুয়া> মাউছ্যা> মেছো, আজি> আইজ> আজ, হাটুয়া> হাউট্যা> হেটো ইত্যাদি।

অসমীকরণঃ পাশাপাশি দুটো সমধ্বনি উচ্চারণের সময় অনেক ক্ষেত্রে একটি স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে অসমীকরণ বলে। যেমনঃ ফট+ফট> ফটাফট, ধপ+ধপ> ধপাধপ, টপ+টপ>টপাটপ, পট+পট> পটাপট।

স্বরসঙ্গতি ঃ পরস্পর দুটি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় তাদের একটি পরিবর্তিত হয়ে অন্যটির মতো হওয়াকে স্বরসঙ্গতি বা উচ্চতাসাম্য বলে। যেমনঃ অতি > ওতি, বিলাতি > বিলিতি, দেশি > দিশি, সুতা> সুতো, শিয়াল > শেয়াল, ইচ্ছা > ইচ্ছে।

(ক) প্রগত (Progressive) : আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন - মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

(খ) পরাগত (Regressive) : অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন - আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

(গ) মধ্যগত (Mutual) : আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন - বিলাতি >বিলিতি।

(ঘ) অন্যোন্য (Reciprocal) :আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন - মোজা > মুজো।

(ঙ) চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি : গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা >ইচ্ছে ইত্যাদি পূর্বস্বরউ-কার হলে পরবর্তীস্বর আ-কার হয় না, ও-কার হয় ।যেমন - মুড়া> মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে - উড়ুনি > উড়নি, এখনি > এখুনি হয়।

স্বরলোপঃ উচ্চারণের সময় শব্দ থেকে যদি স্বরধ্বনি লোপ পায় তবে তাকে স্বরলোপ বলে। এই স্বরলোপ তিন প্রকার।

(১) আদি স্বরলোপঃ শব্দের আদি বা প্রথমে স্বরধ্বনি লোপ পেলে আদি স্বরলোপ বলে। যেমনঃ অলাবু> লাবু> লাউ, উদ্ধার> উধার> ধার ইত্যাদি

(২) মধ্য স্বরলোপ ঃ শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি লোপ পেলে মধ্যস্বরলোপ বলে। যেমন ঃ বসতি > বস্তি, গামোছা > গামছা, তৈআরি > তৈরি, সুবর্ণ> স্বর্ণ, অগুরু> অগ্রু ইত্যাদি।

(৩) অন্ত স্বরলোপ ঃ শব্দের অন্তে বা শেষে স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্ত স্বরলোপ বলে। যেমন ঃ আকাশ (অ) > আকাশ্, জল (অ) > জল্, আজি (ই) > আজ, চারি (ই)> চার ইত্যাদি।

ধ্বনি বিপর্যয় ঃ উচ্চারণের সময় শব্দের মধ্যে যদি কোন কোন ধ্বনি তাদের স্থান পরিবর্তন করে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

যেমন ঃ রিকশা> রিসকা, লাফ> ফাল, তলোয়ার> তরোয়াল, লোকসান> লোসকান, ফুলফুলা> লুতলুতা ইত্যাদি।

অর্ন্তহতি ঃ- শব্দের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অর্ন্তহতি বলে। যেমন - আলাহিদা> আলাদা, ফাল্গুন> ফাগুন, ফলাহার> ফলার।

ব্যঞ্জন বিকৃতি ঃ- শব্দের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যদি কোন নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়, তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন ঃ- ধোবা> ধোপা, কবাট> কপাট, ধাইমা> দাইমা, শাক> শাগ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনচ্যুতিঃ- শব্দের শেষে পাশা পাশি সমউচ্চারন সম্পন্ন দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে একটি লোপ পাওয়াকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বা ধ্বনিচ্যুতি বলে। যেমন - বড়দাদা> বড়দা, বড়দিদি> বড়দি ইত্যাদি।

সমীভবন ঃ- উচ্চারণের সময় পশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি একই রকম হয়ে যাওয়া কিংবা একই রকম হওয়ার প্রবনতাকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবনকে ব্যঞ্জনসঙ্গতি ও বলা হয়। যেমন - দুর্গা> দুগ্গা, জন্ম> জম্ম ইত্যাদি।

বিষমীভবন ঃ- পাশাপাশি যদি দুটো সমবর্ণ থাকে তাদের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন- শরীর> শরীল, লাল> নাল, আরমারি> আলমারি, জরুরি> জরুলি, লাঙ্গল> নাঙ্গল, নুকসান (আরবি)> লোকসান ইত্যাদি।

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

১। বাক্স > বাসক হওয়ার রীতিকে বলা হয়-
ক. ধ্বনিবিপর্যয় খ. ধ্বনিসাম্য
গ. ধ্বনিলোপ ঘ. ব্যঞ্জনাগম

২। 'ধৈরজ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যে নিয়মসূত্রে-
ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরভক্তি
গ. অভিশ্রুতি ঘ. অপিনিহিতি

৩। নিচের কোনটি স্বরসঙ্গতির উদাহরণ?
ক. জন্ম > জনম খ. হিসাব > হিসেব
গ. মুক্তা > মুকুতা ঘ. কন্যা > কইন্যা

৪। তুলতুলা > লুতলুতা কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. সমাক্ষর লোপ খ. সমীকরণ
গ. ব্যঞ্জনচ্যুতি ঘ. ধ্বনিবিপর্যয়

৫। ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক. বড়দিদি > বড়দি খ. লাফ > ফাল
গ. শরীর > শরীল ঘ. আজি > আইজ

৬। নিচের কোনটিতে মধ্য-স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে?
ক. ফিল্ম >ফিলিম খ. সত্য> সত্যি
গ. গ্লাস >গেলাস ঘ. শিকা >শিকে

১.ক	২.খ	৩.খ	৪.ঘ	৫.খ
৬. ক				

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলি

১। দু'টো সমবর্ণের একটি পরিবর্তনকে কী বলে?
ক. পরাগত খ. সমীভবন
গ. অসমীভবন ঘ. বিষমীভবন

২। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরবর্ণ আনয়নকে কি বলে?
ক. স্বরাগম খ. স্বরভক্তি
গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অপনিহিতি

৩। শব্দের মধ্যবর্তী স্বরর্ণের বা ব্যঞ্জবর্ণের স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে
ক. বর্ণ বিপর্যয় খ. বর্ণ বিকৃতি
গ. বর্ণাগম ঘ. বর্ণলোপ ঙ. বিষমীভবন

১.ঘ	২.খ	৩.ক

টপিক-০৭: ছন্দ

ছন্দ তিন প্রকার: স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত।

সবচেয়ে পুরনো ছন্দ: স্বরবৃত্ত।

গদ্যছন্দের জনক: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ছন্দের জাদুকর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ছান্দসিক কবি: আবদুল কাদির।

মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক: কাজী নজরুল ইসলাম।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ: পয়ার ছন্দের নবরূপায়ন। কাব্যে যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না, তাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। আর পয়ার ছন্দ হচ্ছে এক ধরনের মিত্রাক্ষর ছন্দ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই পয়ার ছন্দ ভেঙে 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ নামে একটি নতুন ছন্দ সৃষ্টি করলেন।

টপিক-০৮: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

নাটক	রচয়িতা
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
বকুলপুরের স্বাধীনতা, বর্ণচোর	মমতাজউদ্দীন আহমেদ
নরকে লাল গোলাপ	আলাউদ্দিন আল আজাদ
যে অরণ্যে আলো নেই	নীলিমা ইব্রাহিম

টপিক-০৯: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

- ❖ আগুনের পরশমণি- হুমায়ুন আহমেদ
- ❖ জোছনা ও জননীর গল্প-হুমায়ুন আহমেদ
- ❖ শ্যামল ছায়া- হুমায়ুন আহমেদ
- ❖ জাহান্নাম হতে বিদায়- শওকত ওসমান
- ❖ নেকড়ে অরণ্যে- শওকত ওসমান
- ❖ কৃতদাসের হাসি- শওকত ওসমান
- ❖ জলাংগী- শওকত ওসমান
- ❖ দুই সৈনিক- শওকত ওসমান
- ❖ হাঙ্গর নদী গ্রেনেড- সেলিনা হোসেন
- ❖ কাঁটাতারের প্রজাপ্রতি- সেলিনা হোসেন
- ❖ নিষিদ্ধ লোবান- সৈয়দ শামসুল হক
- ❖ নীল দংশন- সৈয়দ শামসুল হক
- ❖ উপমহাদেশ- আল মাহমুদ
- ❖ রাইফেল রোটি আওরাত- আনোয়ার পাশা
- ❖ দেয়াল- আবু জাফর সামসুদ্দিন
- ❖ সাড়ে তিন হাত ভূমি- ইমদাদুল হক মিলন
- ❖ কালো ঘোড়া- ইমদাদুল হক মিলন
- ❖ আ গোল্ডেন এজ- তাহমিনা আলম
- ❖ আমার বন্ধু রাশেদ- জাফর ইকবাল
- ❖ একটি কালো মেয়ের কথা- তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়

টপিক-১০: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
জয় বাংলা	এম.আর.আখতার মুকুল
ওরা চারজন	এম.আর.আখতার মুকুল
একাত্তরের বর্ণমালা	এম.আর.আখতার মুকুল
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা রহমান
নির্বাসন	হুমায়ুন আহমেদ
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
জাহান্নাম হতে বিদায়	শওকত ওসমান
ইতিহাসের রক্ত পলাশ	আব্দুর গাফফার চৌধুরী
আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
আমি বিজয় দেখেছি	এম.আর.আখতার মুকুল
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম
বকুলপুরের স্বাধীনতা	মমতাজউদ্দীন আহমেদ
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী	আবু হানিফ
বিজয়' ৭১	এম.আর.আখতার মুকুল
আবার আসিব ফিরে	শিরীন মজিদ

টপিক-১১: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র

চলচ্চিত্র	মুক্তির সন	পরিচালক
জীবন থেকে নেয়া	১৯৭০	জহির রায়হান(ভাষা আন্দোলনভিত্তিক)
Let their be light	১৯৭০	জহির রায়হান(ভাষা আন্দোলনভিত্তিক)
ওরা ১১ জন	১৯৭২	চাষী নজরুল ইসলাম
আবার তোরা মানুষ	১৯৭৩	খান আতাউর রহমান
ধীরে বহে মেঘনা	১৯৭৩	আলমগীর কবির
আলোর মিছিল	১৯৭৪	নারায়ণ ঘোষ মিতা
সংগ্রাম	১৯৭৪	চাষী নজরুল ইসলাম
কলমি লতা	১৯৭৪	শহীদুল হক খান
আগুনের পরশমনি	১৯৯৫	হুমায়ুন আহমেদ
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	১৯৯৭	চাষী নজরুল ইসলাম
এখন অনেক রাত	১৯৯৭	খান আতাউর রহমান
অস্থিত্বে আমার দেশ	২০০৭	খিজির হায়াত খান
Stop Genocide	১৯৭১	জহির রায়হান
A State in Bom	১৯৭১	জহির রায়হান
Liberation Fighters	১৯৭১	আলমগীর কবির
Innocent Millions	১৯৭১	আলমগীর কবির
ডেট লাইন বাংলাদেশ	১৯৭১	গীতা মেহতা
মুক্তির কথা	১৯৯৫	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
মুক্তির গান (বাংলা)	১৯৯৫	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ(মার্কিন চিত্রগ্রাহক লিয়ার লেভিন থেকে সগ্রহ করা হয়েছে)

টপিক-১২: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক
একাত্তরের যীশু	নাসির উদ্দিন ইউসুফ
নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল
হুলিয়া (নির্মলেন্দু গুণের হুলিয়া কবিতা অবলম্বনে)	তানভীর মোকাম্মেল
দুরন্ত	খাঁন আখতার হোসেন
প্রত্যাবর্তন	মোস্তফা কামাল
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
একজন মুক্তিযোদ্ধা	দিলদার হোসেন

টপিক-১৩: কবি-সাহিত্যিকদের উপাধি

ভারত সরকার কবি নজরুলকে ভূষিত করে- পদ্মভূষণ উপাধি
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর উপাধি- ভাষা বিজ্ঞানী।
সুফিয়া কামালের উপাধি- জননী সাহসিকা।
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী- কবিকঙ্কন
বিহারীলাল চক্রবর্তী- ভোরের পাখি
জীবনানন্দ দাশ- নির্জনতার কবি, রূপসী বাংলার কবি
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত- ছন্দের জাদুকর
মুকুন্দ দাশ- চারণ কবি
কিশোর কবি- সুকান্ত ভট্টাচার্য
নাগরিক কবি- সমর সেন / শামসুর রাহমান
মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত- বেগম রোকেয়া
সেলিম আল দীন- নাট্যাচার্য
জসীমউদ্দীন- পল্লীকবি

টপিক-১৪: বাংলা সাহিত্যে জনক

- বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
- বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
- আধুনিক বাংলা কবিতার জনক- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা 'টপ্পা' গানের জনক- রাম নিধিগুপ্ত বা নিধুবাবু।
- বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা গদ্যের/সাধু রীতির জনক - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা চলিত রীতির জনক - প্রমথ চৌধুরী।

টপিক-১৫: বাগধারা

গভীর জলের মাছ- যার অনেক বুদ্ধি আছে
শাপে বর- অনিষ্ট করতে গিয়ে ভালো হওয়া
গোঁফ খেজুরে- নিতান্ত অলস অর্থে
শকুনি মামা'র অর্থ কী-কুচক্রী লোক
ইঁদুর কপালে- মন্দ ভাগ্য
রাবনের চিতা- চির অশান্তি
বিড়াল তপস্বী- কপট সাধু
দুধের মাছি- সুসময়ের বন্ধু
একাদশে বৃহস্পতি-সৌভাগ্যের বিষয়
কুল কাঠের আগুন- তীব্র জ্বালা
এসপার ওসপার-মীমাংসা
পালের গোদা- দলপতি
তাসের ঘর- ক্ষণস্থায়ী বস্তু
অদৃষ্টের পরিহাস - বিধির বিড়ম্বনা
লেফাফাদুরস্ত- যারা বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলে
অক্কা পাওয়া-মরা
আকাশ কুসুম- অবাস্তব কল্পনা
মাথা ধরা- রোগ
গদাই লস্করী চাল- অতি ধীর গতি
বজ্রপ্রলয়- ভীষণ ব্যাপার
উড়নচণ্ডী- অমিতব্যয়ী
চিকামারা- দেয়ালে লেখা
গোবর গণেশ- মূর্খ
তামার বিষ- অর্থের কু-প্রভাব
সাক্ষী গোপাল- নিষ্ক্রিয় দর্শক
উড়ো চিঠি- বেনামি পত্র
চিনির পুতুল- পরিশ্রমকাতর
অহি-নকুল-ভীষণ শত্রুতা
অমাবস্যার চাঁদ- দুর্লভ বস্তু
খয়ের খাঁ- চাটুকার
চাঁদের হাট- আনন্দের প্রাচুর্য
চিনির পাক- কূটিলতা
ঠোঁটকাটা-বেহায়া
আক্কেল সেলামি- জরিমানা
উত্তম-মধ্যম- প্রহার
কৈ মাছের প্রাণ- যা সহজে মরে না
গড্ডলিকা প্রবাহ- অন্ধ অনুকরণ
বিসমিল্লায় গলদ- শুরুতে ভুল
দহরম-মহরম- ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
নয় ছয়- অপচয়
কুল কাঠের আগুন- তীব্র জ্বালা
তালকানা- বেতাল হওয়া
হালে পানি পাওয়া- সুবিধা করা
আট কপালে-হতভাগ্য
আক্কেল সেলামি- নির্বুদ্ধিতার দন্ড
গোল্লায় যাওয়া- নষ্ট হওয়া
গোবর গণেশ- জড়বুদ্ধি
কংস মামা- নির্মম আত্মীয়
কানু ছাড়া গীত নাই- একমাত্র অবলম্বন
কূপমন্ডুক- সীমিত জ্ঞানের অধিকারী
ঠোঁট কাটা- স্পষ্ঠভাসী
জগদ্দল পাথর- গুরুভার
ঘটিরাম- অপদার্থ
ডাকাবুকো- নির্ভীক
অষ্টরম্ভা- ফাঁকি
উড়নচন্ডী- অমিতব্যয়ী
কুঁড়ের বাদশা- খুব অলস
গুড়ে বালি- আশায় নৈরাশ্য

বাগধারা সমার্থক:
দা-কুমড়া, অহি-নকুল সম্বন্ধ, তেলে বেগুনে জ্বলা = ভীষণ শত্রুতা।
বুদ্ধির ঢেঁকি, ঢেকির কুমির, ঘটিরাম, ঢাকের বায়া = অপদার্থ।
দুধের মাছি, সুখের পায়রা, বসন্তের কোকিল = সুসময়ের বন্ধু।

টপিক-১৬: বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ ও এর রচিয়তা

রচয়িতা	ব্যাকরণ/ ব্যাকরণ গ্রন্থ
ম্যানোয়েল দ্যা আস সুম্পসাঁও	Bocabulario em ediomae Bengalla'e portuguez (ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা–ই– বেনগালাই পর্তুগীজ)
এন.বি.(ন্যাথানিয়েল ব্রাসি) হ্যালহেড	Agrammar of the Bengali Language (১৭৭৮)
উইলিয়াম কেরি	A grammar of the Bengali Language (১৮০১)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ব্যাকরণ কৌমুদি (১৮৫৩)
ড.মুহাম্মদ শহীদল্লাহ্	বাঙ্গালা ব্যাকরণ
ড. এনামুল হক	ব্যাকরণ মঞ্জরী
রাজা রামমোহন রায়	গৌড়ীয় ব্যাকরণ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	লিখেছেন ২টি (১) বাংলা শব্দতত্ত্ব (২) বাংলা ভাষার পরিচয়
ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	The origin and Development of the Bengali Language (১৯২৬)। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে - বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃতি।

টপিক-১৭: চবিতে আসা বানানগুলো

ইতঃপূর্বে, সহযোগিতা, শিরশ্ছেদ, মনস্তত্ত্ব, অন্তরায়, দুরবস্থা, মেশিন, বুদ্ধিজীবী, ইতোমধ্যে, স্বচ্ছ, নিরীহ, ব্রাহ্মণ, সমীচীন, উচিত, পুরস্কার, পরিষ্কার, ইতোমধ্যে, ইতঃপূর্বে, অন্তর্গত, তপোবন, দুঃস্থ, নিশীথিনী, শ্রেয়ান্‌, সশরীরে, আয়ত্ত, মুহূর্ত, সান্ত্বনা, সরস্বতী, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, পুরস্কৃত, পুরস্কার, পরিষ্কার, নিরহংকার, পরিত্যাজ্য, নীরোগ, তিরস্কার, অন্যান্য

টপিক-১৮: বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ

- আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য - মানবতা।
- বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে - উনিশ শতকে।
- আধুনিক যুগের নিদর্শন - বাংলা গদ্য।
- বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ/প্রবর্তক - উইলিয়াম কেরি।
- বাংলা গদ্যের/সাধু রীতির জনক - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা গদ্য ছন্দ প্রচলন করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলা গদ্য লেখার সূচনা হয় - ইংরেজদের হাতে।
- বাংলা চলিত রীতির জনক - প্রমথ চৌধুরী।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস - আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)।
- রচয়িতা – টেকচাঁদ ঠাকুর, তার আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র যেটি সাহিত্যিক ছদ্মনাম।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক/ উপন্যাস রচয়িতা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস– দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
- রচয়িতা – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- তিনি প্রথম সার্থক ঔপন্যাস রচয়িতা/ ঔপন্যাসিক।
  (এর সম্পর্কিত বিস্তারিত আছে লেখক ও কবি পরিচিতি অধ্যায়ে)
- ছোট গল্পের প্রবর্তক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক – স্বর্ণকুমারী দেবী।
- বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার প্রবক্তা – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধধারা – গীতি কবিতা; গীতিকাব্য।
- গীতি কাব্যের মূল সুর – প্রকৃতি ও নারী প্রেম।
- কথা সাহিত্য বলতে বুঝায় – ছোটগল্প ও উপন্যাস।
- বাংলা কথ্যভাষার আদি গ্রন্থ - "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"।
- বাংলা কাব্যে সর্ব প্রথম প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার করেন - মোহিতলাল মজুমদার। (এছাড়া কাজী নজরুল ইসলামও করেন, তবে তিনি প্রথম নন)।

আধুনিক যুগের সাহিত্যকের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা

* একক সন্ধ্যায় বসন্ত (কাব্য) = সৈয়দ আলী আহসান
* সহসা সচকিত (কাব্য) = সৈয়দ আলী আহসান
* আকাল (কাব্য সংকলন) = সুকান্ত ভট্টাচার্য
* হরতাল (কাব্য) = সুকান্ত ভট্টাচার্য
* ছাড়পত্র (কাব্য) = সুকান্ত ভট্টাচার্য
* চতুরঙ্গ (উপন্যাস) = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
** চোখের বালি (মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস) = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
** শেষের কবিতা (উপন্যাস) = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* ক্ষুধিত পাষাণ (ছোট গল্প) = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* ল্যাবরেটরী (ছোট গল্প) = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
** বসন্ত (নাটক) = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* শেষ লেখা (কাব্য) = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* সঞ্চয়িতা (কাব্য সংকলন) = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
** শিউলিমালা (গল্পগ্রন্থ) = কাজী নজরুল ইসলাম
* চক্রবাক (কাব্য) = কাজী নজরুল ইসলাম
* সিন্ধু হিন্দোল (কাব্য) = কাজী নজরুল ইসলাম
* বাঁধনহারা (পত্রোপন্যাস) = কাজী নজরুল ইসলাম

** মৃত্যু-ক্ষুধা (উপন্যাস) = কাজী নজরুল ইসলাম
* সঞ্চিতা (কাব্য সংকলন) = কাজী নজরুল ইসলাম
* এক পয়সার বাঁশি (কাব্য) = জসীমউদ্‌দীন
* বালুচর (কাব্য) = জসীমউদ্‌দীন
** বোবা কাহিনী (উপন্যাস) = জসীমউদ্‌দীন
* রৌদ্র করোটিতে (কাব্য) = শামসুর রাহমান
* উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (কাব্য) = শামসুর রাহমান
** অক্টোপাস (উপন্যাস) = শামসুর রাহমান
* স্মৃতির শহর (আত্মজীবনীমূলক রচনা) = শামসুর রাহমান
** কালের ধুলোয় লেখা (আত্মজীবনীমূলক রচনা) = শামসুর রাহমান
** সংকর সংকীর্তন (উপন্যাস) = আবুজাফর শামসুদ্দীন
* ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (উপন্যাস) = আবুজাফর শামসুদ্দীন
** মুহূর্তের কবিতা (সনেট) = ফররুখ আহমদ
** নৌফেল ও হাতেম (কাব্যনাট্য) = ফররুখ আহমদ
* হাতেম তায়ী (কাহিনি কাব্য) = ফররুখ আহমদ
* অভিযাত্রিক (কাব্য) = সুফিয়া কামাল
** কেয়ার কাঁটা (গল্পগ্রন্থ) = সুফিয়া কামাল
** পদ্মরাগ (উপন্যাস) = রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
* কৃষ্ণকুমারী (ট্রাজিক নাটক) = মাইকেল মধুসূদন দত্ত
** একেই কি বলে সভ্যতা (প্রহসন) = মাইকেল মধুসূদন দত্ত
* বীরাঙ্গনা (পত্রকাব্য) = মাইকেল মধুসূদন দত্ত
* সাম্য (প্রবন্ধ) = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
* বিষবৃক্ষ (উপন্যাস) = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
** দুর্গেশনন্দিনী (উপন্যাস) = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
** কপালকুণ্ডলা (রোমান্টিক উপন্যাস) = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
** পুতুল নাচের ইতিকথা (উপন্যাস) = মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
* দিবা রাত্রির কাব্য (উপন্যাস) = মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
* চিহ্ন (উপন্যাস) = মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
* চাঁদের অমাবস্যা (উপন্যাস) = সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
* তরঙ্গভঙ্গ (নাটক) = সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
* উজানে মৃত্যু (নাটক) = সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
** নয়নচারা (ছোটগল্প) = সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
* বরফগলা নদী (উপন্যাস) = জহির রায়হান
* মাটির দেয়াল (কাব্য) = অমিয় চক্রবর্তী
* হারানো অর্কিড (কাব্য) = অমিয় চক্রবর্তী
* কালবেলা (নাটক) = সাঈদ আহমদ
* মাইলপোস্ট (নাটক) = সাঈদ আহমদ
** স্পেন বিজয় (কাব্য) = ইসমাইল হোসেন সিরাজী
* অনল প্রবাহ (কাব্য) = ইসমাইল হোসেন সিরাজী
** পথের পাঁচালী (উপন্যাস) = বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
* আরণ্যক (উপন্যাস) = বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
* দুধে ভাতে উৎপাত (ছোট গল্প) = আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
** চিলেকোঠার সেপাই (উপন্যাস) = আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
** নন্দিত নরকে (উপন্যাস) = হুমায়ূন আহমেদ
* এই সব দিন রাত্রি (উপন্যাস) = হুমায়ূন আহমেদ
** শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস) = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
* শুভদা (উপন্যাস) = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
** কবিতার কথা (প্রবন্ধ) = জীবনানন্দ দাশ
* বেলা অবেলা কালবেলা (কাব্য) = জীবনানন্দ দাশ
** বটতলার উপন্যাস (উপন্যাস) = রাজিয়া খান
** সনেট পঞ্চাশৎ (সনেট) = প্রমথ চৌধুরী
** ক্রীতদাসের হাসি (উপন্যাস) = শওকত ওসমান
** নেমেসিস (নাটক) = নূরুল মোমেন

** মানচিত্র (নাটক) = আনিস চৌধুরী
* রৌফির (উপন্যাস) = আবুল ফজল
** আবদুল্লাহ (উপন্যাস) = কাজী ইমদাদুল হক
* আনোয়ারা (উপন্যাস) = নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
* মুনতাসীর ফ্যান্টাসী (নাটক) = সেলিম আল দীন
* খেলাঘর (উপন্যাস) = মাহমুদুল হক
** তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (উপন্যাস) = আলাউদ্দীন আল আজাদ
** সূর্য-দীঘল বাড়ি (উপন্যাস) = আবু ইসহাক
** আলালের ঘরের দুলাল (উপন্যাস) = প্যারীচাঁদ মিত্র
** রাজা যায় রাজা আসে (কাব্য) = আবুল হাসান
* পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (কাব্যনাট্য) = শামসুল হক
* সুবচন নির্বাসনে (নাটক) = আব্দুল্লাহ আল মামুন
* পাতালে হাসপাতালে (গল্পগ্রন্থ) = হাসান আজিজুল হক
* আমার যত গ্লানি (উপন্যাস) = রশীদ করীম
** উত্তম পুরুষ (উপন্যাস) = রশীদ করীম

বিগত বছরের প্রশ্নাবলি [সঠিক উত্তরসহ]

১। লাঙল পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে?
ক. ১৮৭২ খ. ১৮৪৯ গ. ১৯২৫ ঘ. ১৯১৮

২। 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটির রচয়িতা কে?
ক. শামসুর রহমান খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. আব্দুল জব্বার ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৩। 'রাত্রের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।'- কার উক্তি?
ক. কামিনী রায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৪। 'দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি স্তনে।'– কার উক্তি?
ক. হেমচন্দ্র খ. নবীনচন্দ্র
গ. বিহারীলাল ঘ. মধুসূদন দত্ত

৫। রামমোহন রায়ের ছদ্মনাম কী ছিল?
ক. ভানুসিংহ খ. শিবপ্রসাদ রায়
গ. রাজা ঘ. অমিয় ধারা

৬। শওকত ওসান কোন উপন্যাসের জন্য 'আদমজী' পুরস্কার লাভ করেন?
ক. বনি আদম খ. চৌরসন্ধি
গ. জননী ঘ. ক্রীতদাসের হাসি

৭। 'ঠকচাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?
ক. হুতোম প্যাঁচার নকশা খ. আলালের ঘরের দুলাল
গ. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ঘ. সধবার একাদশী

৮। 'চাঁদ সওদাগর' বাংলা কোন কাব্য ধারায় চরিত্র?
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল
গ. মনসামঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল

৯। আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুঁথি সম্পাদনা করেছেন–
ক. ড. আহমদ শরীফ খ. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. আব্দুল করিম ঘ. হুমায়ুন আজাদ

১০। 'একাত্তরের ছিঠি' কোন জাতীয় রচনা?
ক. মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ খ. মুক্তিযুদ্ধের পত্র সংকলন
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ঘ. মুক্তিযুদ্ধের ডায়েরী

১১। শশী ও কুসুম চরিত্র দুটির স্রষ্টা কে?
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২। নিচের কোনটি বাংলা সাহিত্যের সাথে জড়িত?
ক. ইয়ং বেঙ্গল
খ. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি
গ. ক ও খ দুটিই
ঘ. ক ও খ এর কোনটিই নয়

১৩। 'মদিনার গৌরব' কী ধরনের সাহিত্য কর্ম?
ক. নাটক খ. কাব্য গ. উপন্যাস ঘ. গল্প

১৪। ব্রজবুলি কী?
ক. হিন্দু ভাষা খ. উর্দু ভাষা
গ. বঙ্গের ভাষা ঘ. মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষা

১৫। চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
ক. সনাতন হিন্দু খ. জৈন ধর্ম
গ. সহজিয়া বৌদ্ধ ঘ. হরিজন

১৬। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে কোন যুগে?
ক. প্রাচীন যুগের শুরুতে খ. প্রাচীন যুগের শেষ দিকে
গ. মধ্য যুগে ঘ. আধুনিক যুগে

১৭। কোনটি ধর্মগ্রন্থ নয়?
ক. ত্রিপিটক খ. বাইবেল
গ. গীতা ঘ. তাকাকত-ই-নাসিরি

১৮। কোনটি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের রচনা?
ক. পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট খ. বিইং অ্যান্ড নাথিংনেস
গ. দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সি ঘ. দ্য ব্ল্যাক বয়

১৯। কোনটি সফোক্লিসের রচনা?
ক. দ্য ফ্রগস খ. মিডিয়া
গ. প্রমিথিউস বাউন্ড ঘ. কিং ইডিপাস

২০। 'দিবারাত্রির কাব্য' কার রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২১। 'দান্তের' রচনা কোনটি?
ক. ডিভাইন কমেডি খ. মেটামরফসিস
গ. ডক্টর জিভাগো ঘ. আর্স পোয়েটিকা

২২। কোনটি গ্যায়টের রচনা?
ক. ফাউস্ট খ. অ্যান্তেগোনে
গ. আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান ঘ. ফাদার সিয়ের্গি

২৩। মীর মশাররফ হোসেনের জন্মসন কোনটি?
ক. ১৮৪৭ খ. ১৮৪৮ গ. ১৮৪৯ ঘ. ১৮৫০

২৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মসন কোনটি?
ক. ১৮৪৮ খ. ১৮৩৮ গ. ১৮৩৬ ঘ. ১৮২০

২৫। কোনটি ধর্মগ্রন্থ নয়?
ক. ত্রিপিটক খ. বাইবেল
গ. গীতা ঘ. তাকাকত-ই-নাসিরি

২৬। 'পঞ্চগ্রাম' কার রচনা?
ক. অদ্বৈত মল্লবর্মণ খ. মঞ্জু সরকার
গ. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ঘ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের পদবী কী ছিল?
ক. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট খ. লেফটেন্যান্ট গ. কর্নেল ঘ. মেজর

২৮। 'স্বাধীনতা তুমি অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ---' শূণ্যস্থানে কী বসবে?
ক. আলো খ. ঝিলিক গ. চাওয়া ঘ. মণি

২৯। নিচের কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থনয়?
ক. বেতাল পঞ্চবিংশতি খ. সীতার বনবাস
গ. ভ্রান্তি বিলাস ঘ. মতিচূর

৩০।"একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্ব জ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসাড়তা সম্বন্ধে নিজের চিন্তা করিতে লাগিল।"- এ অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন সাহিত্যকর্ম থেকে নেয়া হয়েছে?

জার্নালিজম, সেট-৩: ১২-১৩

ক. নৌকা ডুবি খ. ডাকঘর
গ. ছুটি ঘ. শিশু ভোলানাথ

৩১। 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গানটির রচয়িতা ও সুরকার হলেন-
ক. আব্দুল লতিফ খ. আব্দুল আলীম
গ. হাসান আলী ঘ. আব্দুল করিম

৩২। 'প্রথম আলো'-উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খ.সমরেশ মজুমদার
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মতিউর রহমান

৩৩। মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক পাশার জন্ম-মৃত্যু সাল কোনটি?
ক. ১৮৭০-১৯২৪ খ. ১৮৩৮-১৯৪৫
গ. ১৮৬৭-১৯২৫ ঘ. ১৮১-১৯৩৮

৩৪। *পৃথম পালঙ্ক* গ্রন্থের লেখক কে?
ক. আবদুল মান্নান সৈয়দ খ. আবুল হোসেন
গ. আবুল হাসান ঘ. আবিদ আজাদ

৩৫। *খোয়াবনামা* কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক. স্বপ্নের ব্যাখ্যা খ. গল্পগ্রন্থ
গ. ধর্মগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস

উত্তরমালা

১.গ	২.ঘ	৩.খ	৪.ঘ	৫.গ
৬.ঘ	৭.খ	৮.গ	৯.ক	১০.খ
১১.খ	১২.গ	১৩.খ	১৪.ঘ	১৫.গ
১৬.গ	১৭.ঘ	১৮.গ	১৯.ঘ	২০.ঘ
২১.ক	২২.ক	২৩.ক	২৪.ঘ	২৫.ঘ
২৬.ঘ	২৭.ক	২৮.খ	২৯.ঘ	৩০.গ
৩১.ক	৩২. ক	৩৩.ঘ	৩৪.গ	৩৫.ঘ

টপিক-১৯: ভাষা ও বাংলা ভাষা

- ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি।
- ভাষার মূল উপকরণ বাক্য/ মৌলিক শব্দ ।
- পরীক্ষায় বাক্য এবং মৌলিক শব্দ দুটোই থাকলে বাক্য হবে।
- বাক্যের মূল উপাদান শব্দ। শব্দের মূল একক বর্ণ ।

নিচের সকল তথ্যই ভাষা সম্পর্কিত

ভাষা ⟶ ভাবের উৎস।
মনের ভাব প্রকাশের প্রধান উৎস/মাধ্যম/বাহন।
⟶ মানুষের চিন্তার ধ্বনি মাধ্যম।
⟶ একটি সামাজিক সংস্থা।
⟶ মানুষের যোগাযোগের বাহন/মাধ্যম।
⟶ মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠন।
⟶ মানুষের মুখের উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক
⟶ ধ্বনি সমষ্টি।
⟶ মানুষের এক অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য, যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

- বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা:

বাংলাদেশ	১৭ কোটি
পশ্চিমবঙ্গ	১১ কোটি
ত্রিপুরা	১ কোটি
ভারতের অন্যান্য প্রদেশ	৩ কোটি
প্রবাসী/অভিবাসী	২ কোটি

- বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষা রয়েছে–সাড়ে তিন হাজারের উপরে।
- বাংলা ভাষার অবস্থান :

মাতৃভাষার বিবেচনায়--চতুর্থ
মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে-------------------ষষ্ঠ
দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে----------------------অষ্টম

ধ্বনি-শব্দ-বাক্য

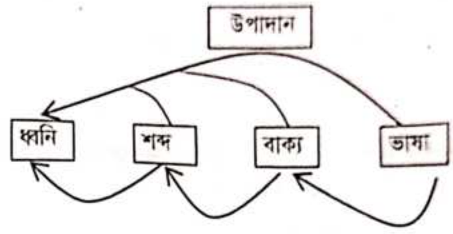

উপকরণ/একক উপকরণ/একক উপকরণ/একক

ভাষার উপাদান– ধ্বনি ভাষার উপকরণ/একক– বাক্য
বাক্যের উপাদান– ধ্বনি বাক্যের উপকরণ/একক– শব্দ
শব্দের উপাদান- ধ্বনি শব্দের উপকরণ/একক– ধ্বনি/বর্ণ

ভাষা বাংশ

- পৃথিবীর সব ভাষাই উপভাষা বা আঞ্চলিক কথ্য ভাষা রয়েছে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাষাবংশের নাম-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ।
- 'ইন্দো' অর্থাৎ ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ ভাষা এই ভাষাবংশের অন্তর্গত।
- উপভাষা এর ইংরেজী পরিভাষা - Dialect।
- উপভাষা - হচ্ছে অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা।
- পৃথিবীতে বর্তমানে ভাষা প্রচলিত - সাড়ে তিন হাজার।
- বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল - অষ্ট্রিক ভাষা (না থাকলে অন ভাষা হবে)।
- বাঙালি - সংকর জাতি।
- আর্যদের ভাষার নাম - প্রাচীন বৈদিক ভাষা।
- ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাঁদের বলা হয় - ভাষাতাত্ত্বিক।
- বাংলা ভাষার উদ্ভব / জন্ম / আদি উৎস :-
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে - মাগধী প্রাকৃত ভাষা।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লার মতে - গৌড়ী প্রাকৃত ভাষা / গৌড়ী অপভ্রংশ
- ❒ (গৌড়ী প্রাকৃত এর পরিবর্তিত রূপ গৌড়ী অপভ্রংশ। পরীক্ষায় ২ থাকলে উত্তর হবে গৌড়ী অপভ্রংশ)।
- বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে - প্রাকৃত ভাষা থকে । (পরীক্ষায় এভাবে আসতে পারে)

বাংলা ভাষার উদ্ভব / জন্ম ঘটে যে সময়ে-
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লার মতে - খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে।
- অধিকাংশের মতে - খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে।
- বাংলা ভাষার জন্ম-মাগধী/গৌড়ীর প্রাকৃত/ বঙ্গ কামরূপী/ গৌড়ীয় প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে।

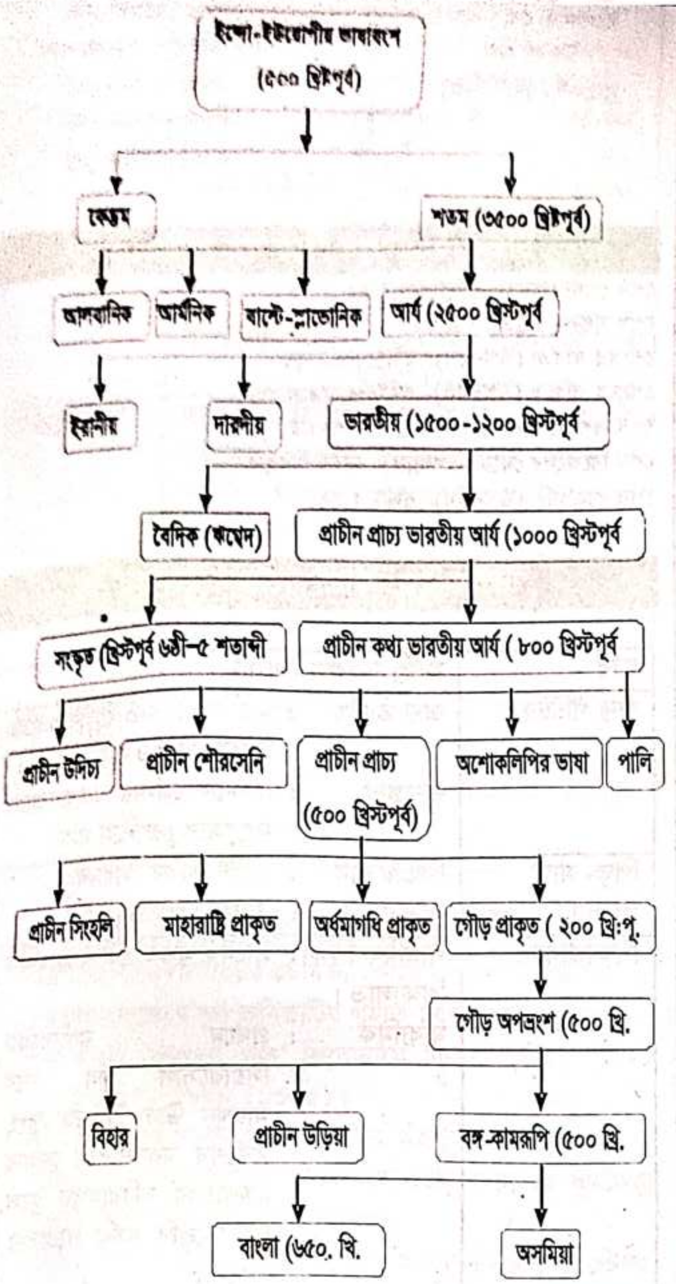

- ☐ বাংলা ভাষার আদিস্বরের স্থিতিকাল:-
- ✠ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে - দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী।
- ✠ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লার মতে - সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।
- ✠ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লার উপাধি - ভাষা বিজ্ঞানী।
- ✠ বাংলা ভাষার প্রধান দুটি রূপ - কথ্য ও লেখ্য রূপ।
- ☐ বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে ।
- ✠ এর ২টি শাখা ১. কেন্তম ২. শতম।
- ✠ এর মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা বাংলা।
- ✠ এটি পৃথিবীর সব ভাষার আদি ভাষা।
- ✠ বাংলা ভাষার জন্ম - বঙ্গকামরূপী ভাষা থেকে যা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
- ✠ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা - প্রাকৃত ভাষা।
- ✠ প্রাকৃত কথাটির অর্থ - স্বাভাবিক; ভাষাগত অর্থ - জনগনের মুখের ভাষা।
- ✠ এটি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা।
- ✠ এটি থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে।
- ✠ প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক সাহিত্যিক ভাষা - সংস্কৃত ভাষা।
- ✠ সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা নয়, কেবল লেখার ভাষা। অর্থাৎ এ ভাষায় কেউই কথা বলে না। কেবল লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ✠ পজ্ঝটিকা হচ্ছে - সংস্কৃত ছন্দ।
- ✠ সংস্কৃত শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় - মহাকাব্য রামায়ণে।
- ✠ বাংলা ভাষার দুহিতা (কন্যা) - সংস্কৃত ভাষা (ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্)।
- ✠ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রত্যক্ষ ভাবে ঋণী- অপভ্রংশ এর কাছে।
- ✠ অপভ্রংশ - প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষস্তর।
- ✠ মৈথিলি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে-ব্রজবুলি ভাষা তৈরি।
- ✠ ব্রজবুলি ভাষার স্রষ্টা-বিদ্যাপতি।
- ✠ প্রাকৃত শব্দের ভাষাগত অর্থ-জনগণের মুখের ভাষা।
- ✠ বাংলা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো - বাংলাতে তিন (শ,স,য) এর স্থলে 'শ' উচ্চারণ হয়।
- ✠ বাংলা ভাষার বয়স - প্রায় ১৫০০ বছর।
- ✠ বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলায় কথা বলে - কলকাতা, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চল। :
- ✠ আসামি ভাষাকে বলা হয় - বাংলা ভাষার ভগ্নী (বোন) ।
- ✠ বাংলা ভাষার অবস্থান জনসংখ্যা বা কথা বলার দিক দিয়ে - ৬ষ্ঠ (ষষ্ঠ)।
- ✠ চৈনিক (মেন্ডারিন) - ১ম, স্প্যানিশ - ২য়, ইংরেজী - ৩য় (সূত্র: থানোলগ)
- ✠ Official Language/ দাপ্তরিক ভাষা/ Communication বা যোগাযোগের ভাষা হিসেবে বাংলার অবস্থান - দশম, ইংরেজী- ১ম।
- ✠ First Language - হচ্ছে মাতৃভাষা বা বাংলা ভাষা।
- ✠ পৃথিবীতে প্রায় ২৫কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।

বাংলা লিপি

- ✠ বাংলা লিপি/ বর্ণমালার উদ্ভব হয় - ব্রাহ্মী লিপি হতে।
- ✠ প্রথম বাংলা লিপি খোদাই করেন– পঞ্চানন কর্মকার।
- ✠ বাংলা লিপি/ বর্ণমালা লিখা হয় - বঙ্গলিপি দ্বারা।
- ✠ বাংলা বর্ণমালা স্থায়ী রূপ লাভ করে - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারা।
- ✠ ব্রাহ্মী লিপি - ভারতের মৌলিক লিপি।
- ✠ ব্রাহ্মী লিপির তিনটি রূপ। সরদা, নাগর এবং কুটিল। ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ থেকে বাংলা লিপি এসেছে।
- ✠ সম্রাট অশোক তার অধিকাংশ কর্ম লেখান– ব্রাহ্মী লিপিতে।
- ✠ ভারতীয় লিপিমালার আদিরূপ দুইটি। একটি ব্রাহ্মীলিপি এবং অপরটি খরোষ্ঠী লিপি।
- ✠ ধারাটি এমন → ভারতীয় লিপিমালা > ব্রাহ্মী লিপি > পূর্বী লিপি > বাংলা লিপি ও বর্ণমালা।
- ✠ বাংলা লিপির গঠন কাজ শুরু হয় সেন আমলে তবে স্থায়ী রূপ লাভ করে পাঠান আমলে।
- ✠ বাংলা লিপির বা বর্ণমালার অব্যবহিত পূর্ব লিপি - কুটিল লিপি ।
- ✠ বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠন কার্য শুরু হয় - পাল যুগে।
- ✠ ভারতীয় লিপিমালা যা ডান দিক থেকে লেখা হয় - খরোষ্ঠী লিপিমালা।
- ✠ সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের নকশা প্রথম প্রস্তুত করেন- চার্লস উইলকিন্স।
- ✠ উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় - ১৪৯৮ সালে, গোয়ায়।

✠ বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় - ১৮০০ সালে।
✠ বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় - রংপুরে।
✠ ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৬০ সালে। নাম - বাংলা প্রেস।
✠ মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বাংলা' শব্দ ব্যবহার করেন। প্রাচীন 'বঙ্গ' শব্দের সাথে বাঁধ বা জমির সীমানাবাচক আল (আইল) প্রত্যয়যোগে 'বাঙ্গাল' শব্দের উৎপত্তি – বাংলা শব্দের উৎপত্তি।
✠ সর্ব প্রথম 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে।

টপিক-২০: বিরাম বা ছেদ চিহ্ন

যতি, বিরাম বা ছেদ চিহ্ন হচ্ছে ব্যাকরণের এক প্রকার লিখন কৌশল যা বাক্য পাঠে পাঠকের মনের অর্থের সুস্পষ্টতা জ্ঞাপন করে।

✓ **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন।**

✓ বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যাকরণ গ্রন্থ অনুযায়ী বিরাম চিহ্নের সংখ্যা = ১৬ টি (অপশনে ১৬ টি না থাকলে ১২ টি হবে)।

✓ একটি পূর্ণ বাক্যের পরে কয়টি চিহ্ন বসতে পারে? = ৩ টি (।, ?, !,)

কোথায় কোন যতি চিহ্ন বসে তা মনে রাখার সহজ উপায়ঃ

১. বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাড়ি (।) বসে।
২. হৃদয়ের আবেগ বোঝাতে বিস্ময় চিহ্ন (!) বসে।
৩. বর্ণের লোপ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন (') বসে।
৪. প্রত্যক্ষ উক্তি বোঝাতে উদ্ধরণ চিহ্ন (" ") বসে।
৫. প্রশ্ন করা বোঝাতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) বসে।
৬. অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য কোনো বাক্যের অবতারনা করা হলে কোলন চিহ্ন (:) বসে।
৭. জটিল ও যৌগিক বাক্যে একাধিক বাক্যের সংযোগ / সমন্বয় বোঝাতে এবং অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষে ড্যাস চিহ্ন (–) বসে।
৮. উদাহরণ প্রদান করতে কোলন ড্যাস চিহ্ন (:-) বসে।
৯. সমাসবদ্ধ শব্দ পৃথক করতে হাইফেন চিহ্ন (-) বসে।
১০. ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ১ম বন্ধনী ( ) বসে।
১১.কমার চেয়ে বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে এবং একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন চিহ্ন (;)।
১২.উপরোক্ত ১১ টি নিয়মের বাইরে যে কোনো জায়গায় কমা বসে।

যতি চেহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি-কাল পরিমাণ
কমা	,	১(এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	ঐ
বিস্ময় চিহ্ন	!	ঐ
কোলন ড্যাস	:-	এক সেকেন্ড
ড্যাস	-	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	'	থামার প্রয়োজন নেই
উদ্ধরণ চিহ্ন	" "	এক উচ্চারণে যে সময় লাগে
ব্র্যাকেট (বন্ধনী-চিহ্ন)	()	থামার প্রয়োজন নেই
	{}	থামার প্রয়োজন নেই
	[]	থামার প্রয়োজন নেই

টপিক-২১: শেষ দিয়ে যত সাহিত্যকর্ম

শেষ লেখা (কাব্য)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষ সপ্তক- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষের কবিতা (উপন্যাস)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষের পরিচয় (উপন্যাস)- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শেষ বিকেলের মেয়ে (উপন্যাস)- জহির রায়হান
শেষ পান্ডুলিপি (উপন্যাস)- বুদ্ধদেব বসু

টপিক-২২: কাজী নজরুল ইসলাম।

কবি	কাজী নজরুল ইসলাম।	
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ	: ২৫ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল)।
	জন্মস্থান	: বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।
পিতৃ- মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম	: কাজী ফকির আহমদ।
	মাতার নাম	: জাহেদা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	পাথমিক শিক্ষা:	গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ।
	মাধ্যমিক	: প্রথমে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুল, পরে মারখুন উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সর্বশেষ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন।
কর্মজীবন/ পেশা	প্রথম জীবনে জীবিকার তাগিদে তিনি কবি-দলে, রুটির দোকানে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসায় গান লেখা ও সুরারোপ এবং সাহিত্য সাধনা।	
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ	: অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণি-মনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, প্রলয় শিখা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, সি... হিন্দোল, চক্রবাক।
	উপন্যাস	: বাঁধনহারা, মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা।
	গল্প	: ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
	নাটক	: ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে।
	প্রবন্ধগ্রন্থ	: যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী

	ধূমকেতু। জীবনীগ্রন্থ : মরুভাস্কর [হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর জীবনীগ্রন্থ]। অনুবাদ : রুবাইয়াত-ই হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম। গানের সংকলন : বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, নজরুল গীতি, সুরলিপি, গানের মালা, চিত্তনামা ইত্যাদি। সম্পাদিত পত্রিকা : ধূমকেতু, লাঙল, দৈনিক নবযুগ।
পুরস্কার/সম্মাননা	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ। রবীন্দ্রভারতী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করে। তাছাড়া ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কবিকে 'একুশে পদক' প্রদান এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।
জীবনাবসান	মৃত্যু তারিখ : ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট। সমাধিস্থান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ।

কবি সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

✓ বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের রচয়িতা- কাজী নজরুল ইসলাম।
✓ রণসঙ্গীত হিসেবে মূল কবিতাটির গৃহীত চরণ সংখ্যা- **২১ চরণ**।
✓ রণসঙ্গীতটি 'নতুনের গান' শিরোনামে ঢাকার 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় - ১৯২৮ (১৩৩৫)।
✓ রণসঙ্গীতটি নজরুলের যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত - সন্ধ্যা।
✓ ধূমকেতু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু বাণী ছাপা হয়।
✓ তিনি গ্রেফতার হন ধূমকেতুর পূজা সংখ্যা (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২) - 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশ হলে?
✓ **নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম** -'ব্যথার দান' (প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।
✓ **নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা** - 'বাউণ্ডেলে আত্মকাহিনী' (প্রকাশ: জৈষ্ঠ ১৩২৬; সওগাত)
✓ **নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা** - 'মুক্তি' (প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩২৬; বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা)।
✓ **নজরুলের প্রতম প্রকাশিত গল্প** - বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' (প্রকাশ" জ্যৈষ্ঠ: ১৬২৬)।
✓ **নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ** - 'ব্যথার দান' (প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।
✓ **নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ** - 'ব্যথার দান' (প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।
✓ **নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ** - 'অগ্নি বীণা' (সেপ্টেম্বর, ১৯২২)।
✓ **নজরুলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস** - 'বাঁধন-হারা' (১৯২৭)।
✓ **নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ** - 'তুর্কিমহিলার ঘোমটা খোলা' (প্রকাশ: কার্তিক ১৩২৬)।
✓ **নজুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ** - যুগবাণী (অক্টোবর ১৯২২)।

✓ নজরুলের প্রথম লিপিবদ্ধকৃত কাব্যগ্রন্থ - 'বিষের বাঁশি' (প্রকাশ: আগস্ট ১৯২৪/নিষিদ্ধ: ২৪শে অক্টোবর ১৯২৪)।
✓ নজরুলের মোট নিষিদ্ধকৃত কাব্যগ্রন্থ ৫টি। যেমন:- বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু, যুগবাণী।
✓ জেলে বসে লেখা জবানবন্দির নাম-'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (রচনার তারিখ: ৭/১/১৯২৩)।
✓ 'অগ্নি-বীণা' উৎসর্গ করা হয়- বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।
✓ অগ্নি-বীণার প্রথম কবিতা - 'প্রলয়োল্লাস'।
✓ নজরুলের পত্রোপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত - 'বাঁধন-হারা'।
✓ নজরুল মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন - ১৯৪২-এর ১০ই অক্টোবর।
✓ বঙ্গবন্ধু সরকার কতৃক রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নজরুলকে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনয়ন করা হয় - ১৯৭২-এর ২ শে মে এবং এরপর থেকে নজরুল বাংলাদেশেই ছিলেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলি [সঠিক উত্তরসহ]

১. 'বিদ্রোহী'কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. নক্সী কাঁথার মাঠ খ. সানার তরী
গ. অগ্নি-বীণা ঘ. সোনালি কাবিন

২. 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ কার রচনা?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাইমান গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. কাজী নজরুল ইসলাম মারা গেছেন কোন সালে?
ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৭৩ গ. ১৯৮৮ ঘ. ১৯৭৬

৪. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. গ. শামসুর রাহমান ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৫. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. নক্সী কাঁথার মাঠ খ. সোনার তরী
গ. অগ্নি-বীণা ঘ. সোনালি কাবিন

৬. নজরুল ইসলামের বহু কবিতা কোন ছন্দে রচিত?
ক. ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে খ. ৪ মাত্রার মাত্রাবত্ত ছন্দে
গ. ১০ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ঘ. ৪ মাত্রার স্বরবৃত্ত ছন্দে

৭. কাজী নজরুল ইসলাম আমৃত্যু কিসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন?
ক. অন্যায় ও শোষণ খ. সমাজতন্ত্র
গ. রাষ্ট্রব্যবস্থা ঘ. ব্রিটিশ সরকার

৮. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে পিতাকে হারান?
ক. আট বছর খ. নয় বছর
গ. সাত বছর ঘ. দশ বছর

৯. কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ঢাকা খ. কলকাতা গ. চট্টগ্রাম ঘ. বর্ধমান

১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে কবির সমাধিস্থল রয়েছে?
ক.শামসুর রাহমান খ. সুফিয়া কামাল
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. আবুল ফজল

Correct Answer

০১.	গ	০২.	খ	০৩.	ঘ	০৪.	খ	০৫.	গ
০৬.	ক	০৭.	ক	০৮.	ক	০৯.	ক	১০.	গ

টপিক-২৩: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক	প্রকৃত নাম	: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
	ছদ্মনাম	: ভানুসিংহ ঠাকুর।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ	: ৭ মে, ১৮৬১ খ্রি. (২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)
	জন্মস্থান	: জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।
বংশ পরিচয়	পিতার নাম	: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
	মাতার নাম	: সারদা দেবী।
	পিতামহের নাম	: প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
শিক্ষাজীবন	রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেন নি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। তবে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের কোন ত্রুটি হয় নি।	
পেশা/কর্মজীবন	১৮৮৪ খ্রি. থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশোনা করেন। এ সূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন।	
সাহিত্যকর্ম	কাব্য	: কবি কাহিনী, কড়ি ও কোমল, প্রভাত সংগীত, সন্ধ্যা সংগীত, সানাই, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, মহুয়া কল্পনা, পত্রপুট, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষ লেখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
	উপন্যাস	: বৌ ঠাকুরাণীর হাট, গোরা ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা, চার অধ্যায় প্রভৃতি।
	কাব্যনাট্য	: চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, রাজা ও রাণী প্রভৃতি।
	নাটক	: অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি।
	গল্পগ্রন্থ	: গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে, কৈশোরক প্রভৃতি।
	প্রবন্ধগ্রন্থ	: বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট।
	ভ্রমণ কাহিনি	: জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯১৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট, (১৯৩৬) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৪০)।	
জীবনাবসান	৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)	

লেখক সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ✓ জন্ম- ইংরেজি ১৮৬১ সালের ৭ই মে, বাংলা ১২৬৮ বঙ্গাব্দের [illegible] বৈশাখ।
- ✓ মৃত্যু- ইংরেজি ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট, বাংলা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ।
- ✓ জন্ম ও মৃত্যু স্থান- কলকাতার জোড়াসাঁকোর পরিবারে ও ঠাকুর বাড়িতে।
- ✓ ছদ্মনাম- ভানুসিংহ ঠাকুর।
- ✓ পিতার নাম- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ✓ মাতার নাম- সারদা দেবী।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ মাতা-পিতার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র।
- ✓ তিনি কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন - আট বছর বয়সে।
- ✓ তার প্রথম কবিতাটির নাম ছিল - 'হিন্দুমেলার উপহার'।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম-'কবি কাহিনি' (প্রকাশকাল: ১৮৭৮)।
- ✓ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত নাটকের নাম- '**বাল্মীকি প্রতিভা**' (প্রকাশকাল: ১৮৮১)। (রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ড' নাটক নয়। এতে সামান্য নাটকীয়তা আছে মাত্র রুদ্রচণ্ডও প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে)।
- ✓ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম-'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' (প্রকাশকাল: ১৮৮৩)।
- ✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা এবং বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।
- ✓ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে "**ভিখারিনী**" গল্প রচনার মাধ্যমে ছোটগল্পের লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ ঘটে।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম "**মুসলমানীর গল্প**"।
- ✓ কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কালই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার [illegible]
- ✓ রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় - **বাংলা ছোটগল্পের জনক**।
- ✓ প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা - 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (আজি এ প্রভাতে রবির কর/কেমনে পশিল প্রাণের পর)।
- ✓ কবি 'শান্তি নিকেতনে' পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন- ১৯০১ সালে।
- ✓ কবি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় [illegible] করেন - ১৯০১ সালে।
- ✓ 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয় - ১৯১০ সালে।
- ✓ 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ Song offerings নামে প্রকাশিত হয় - ১৯১২ সালে।
- ✓ Song offerings এর ভূমিকা লেখেন - ইংরেজ কবি **W. B. Yeats**
- ✓ রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের জন্য **নোবেল পুরস্কার** পান - ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে।
- ✓ শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক চুরি হয়ে যায় - ২৫শে মার্চ, ২০০৪ দিবাগত রাতে।
- ✓ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইটহুড বা 'স্যার' উপাধি প্রদান করেন-১৯১৫ সালের ৩রা জুন।
- ✓ তিনি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের (১৩/০৪/১৯১৯) প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি বর্জন করেন - ১৯১৯ সালের এপ্রিলে।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ -'শেষ লেখা' (১৯৪১)।
- ✓ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার - 'ছিন্নপত্র' (১৯১২)।
- ✓ বিশ্বকবি/ নাইট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম - 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলকে উৎসর্গ করেন - বসন্ত নাটকটি (প্রকাশ: ১৩২৯)।
- ✓ কাজী নজরুল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন- তাঁর কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সময়ের 'সঞ্চিতা'
- ✓ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলনের নাম - 'সঞ্চয়িতা'।
- ✓ বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নাম - 'চোখের বালি' (১৯০৩)।
- ✓ রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'- গানের প্রথম ১০ পঙক্তি [illegible]
- ✓ আমার সোনার বাংলা গানের সুরকার - স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। (এই গানের [illegible] গগন হরকরার সুরের প্রভাব পড়েছিল)।
- ✓ বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এই সঙ্গীতের-প্রথম ৪ পঙক্তি [illegible] বাজানো হয়।
- ✓ বিবিসির বাংলা বিভাগ পরিচালিত জরিপে (২০০৪) সর্বকালের [illegible] বাঙালির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্থান - দ্বিতীয়।

✓ রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে শাহজাদপুরে আসেন - ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে।
✓ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন - ১৮৯২ সালে।
✓ তিনি 'সোনার তরী' কাব্য রচনা করেন - ১৮৯২ সালে কুষ্টিয়ার শিলাইদহতে বসে।
✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - বনফুল (প্রকাশকাল ১৮৮০)।
✓ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্পের নাম – ভিখারিনী (১৮৭৪)
✓ রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন – ১৮৯৮ সালে প্রথমবার; ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার।
✓ কত তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন; কোথায়– ১৯২৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি; কার্জন হলে।
✓ এই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল – The Meaning of Art.
✓ তিনি দ্বিতীয় বক্তৃতা দান করেন – ১৯২৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি।
✓ রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতার শিরোনাম ছিল - The Rule of the Giant.
✓ এই বক্তৃতা যে স্থানে অনুষ্ঠিত হয়–প্রথম বক্তৃতার মত দ্বিতীয় বক্তৃতাও হয় কার্জন হলে।
✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে প্রদান করে–ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট. ১৯৩৬)।
✓ রবীন্দ্রনাথকে যখন ডি.লিট. ডিগ্রি দেয়া হয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন – এ.এফ. রহমান। (প্রথম বাঙালি উপাচার্য)
✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন - সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)।
✓ রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনা যে গ্রন্থ দিয়ে শুরু– পুনশ্চ।
✓ প্রায়শ্চিত্ত নাটক ভেঙে রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনা করেছিলেন – পরিত্রাণ।
✓ তিনি তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলোকে কী বলেছেন– শেষ বয়সের প্রিয়া।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সালের প্রশ্নাবলি

১. 'রক্তকরবী' কোন শ্রেণির রচনা?
ক. উপন্যাস খ. নাটক গ. গল্প ঘ. প্রবন্ধ

২. রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থ কোনটি?
ক. পল্লী-সমাজ খ. সনেট সঞ্চাশৎ গ. কালান্তর ঘ. ছায়ানট

৩. ২০০৬ সনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কততম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়?
ক. ৬১ খ. ৬২ গ. ৬৪ ঘ. ৬৫ ঙ. ৫৭

৪. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন নাটকটি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন?
ক. ডাকঘর খ. তাসের দেশ গ. শেষের কবিতা
ঘ. চণ্ডালিকা ঙ. বসন্ত

৫. নিচের কোন গ্রন্থ উপন্যাস?
ক. শেষের কবিতা খ. কালান্তর
গ. রুদ্র-মঙ্গল ঘ. দেশে-বিদেশে

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশীয়দের মধ্যে কততম নোবেল বিজয়ী
ক. প্রথম ক. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

৭. রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কোন নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন?
ক. বিসর্জন খ. বসন্ত
গ. ডাকঘর ঘ. অচলায়তন

৮. 'রাজা' নাটক কোন সালে প্রকাশিত?
ক. ১৯০৯ খ. ১৯১২ গ. ১৯২২ ঘ. ১৯১০

৯. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা?
ক. পদ্মরাগ খ. রায় নন্দিনী
গ. শেষ সপ্তক ঘ. কুহু ও কেকা

১০. কোন বইটি রবীন্দ্রনাথ রচিত নয়?
ক. শেষের কবিতা খ. দোলন চাঁপা গ. সোনার তরী ঘ. মানসী

১১. রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের অনুবাদ করেন কে?
ক. টি এস ইলিয়ট খ. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. কোনটিই নয়

১২. 'নোকাডুবি' রবীন্দ্রনাথের একটি–
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. ছোটগল্প গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রথম গল্প–
ক. হৈমন্তী খ. পোস্টমাস্টার
গ. সুভা ঘ. ঘাটের কথা

১৪. চলিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস–
ক. নৌকাডুবি খ. গোরা
গ. দুই বোন ঘ. শেষের কবিতা

১৫. বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের জনক?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সত্যেন সেন
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৬. 'Song Offerings' কোন কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ?
ক. গীতাঞ্জলি
খ. গীতাঞ্জলি ও অন্যান্য কিছু কবিতা
গ. গীতাঞ্জলির কিয়দংশ
ঘ. এটি একটি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ

১৭. রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কী জাতীয় গ্রন্থ?
ক. নাটক খ. প্রবন্ধ গ. উপন্যাস ঘ. কবিতা

১৮. প্রথম কোন বাঙালি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন?
ক. অমর্ত্য সেন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. ড: ইউনুস ঘ. কমল দাশগুপ্ত

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান?
ক. সোনার তরী খ. গিতাঞ্জলী
গ. গোরা ঘ. গীতাঞ্জলি

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি-লিট উপাধি দেয়–
ক. ১৯১৩ সালে খ. ১৯৩৬ সালে
গ. ১৯৪০ সালে ঘ. ১৯৪১ সালে

উত্তরমালা

০১.খ	০২.গ	০৩.ঘ	০৪.ঙ	০৫.ক
০৬.ক	০৭.খ	০৭.ঘ	০৯.গ	১০.খ
১১.ঘ	১২.গ	১৩.ঘ	১৪.ঘ	১৫.ক
১৬.খ	১৭.গ	১৮.খ	১৯.ঘ	২০.খ

টপিক-২৪: শামসুর রাহমান

কবি	শামসুর রাহমান। ডাকনাম: বাচ্চু	
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ	: ২৩ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ।
	জন্মস্থান	: মাহুতটুলী, ঢাকা।
পিতৃ-পরিচয়	পিতার নাম	: মুখলেসুর রহমান চৌধুরী।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক	: পোপেজ স্কুল (১৯৪৫), ঢাকা।
	উচ্চ মাধ্যমিক	: ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (১৯৪৫)।
	উচ্চতর	: বি.এ (অনার্স), এম.এ. (ইংরেজি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/ পেশা	সাংবাদিকতা। সম্পাদক-দৈনিক বাংলা। সভাপতি-বাংলা একাডেমি।	
সাহিত্যকর্ম	কাব্য	: প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (প্রথম কাব্য), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এক ফোঁটা কেমন অনল, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
	উপন্যাস	: অক্টোপাস, নিয়ত মন্তাজ, অদ্ভুত

		আঁধার এক, এলো সে অবেলায়।
	প্রবন্ধ	: আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ।
	শিশুতোষ	: এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো, গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে, রংধনু সাঁকো, লাল ফুলকির ছড়া।
	অনুবাদ	: ফ্রস্টের কবিতা, হ্যামলেট, ডেনমার্কের যুবরাজ।
	সম্পাদনা	: হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা।
	গল্প	: শামসুর রাহমানের গল্প।
	আত্মস্মৃতি	: কালের ধুলোয় লেখা, স্মৃতির শহর।
পুরস্কার/খেতাব	পুরস্কার	: আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৮৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)
জীবনাবসান	মৃত্যু তারিখ	: ১৭ আগস্ট ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সালের প্রশ্নাবলি

১. কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' প্রকাশিত হয় কোন সনে?
ক. ১৯৭১ খ. ১৯৭২
খ. ১৯৭৩ ঘ. ১৯৭৪ ঙ. ১৯৮২

২. ২০০৬ সনের আগস্ট মাসের যে তারিখে কবি শামসুর রাহমান মৃত্যুবরণ করে তা হল–
ক. ১৪ খ. ১৫
গ. ১৬ ঘ. ১৭ ঙ. ১৮

৩. 'মাতাল ঋত্বিক' কার গ্রন্থের নাম?
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. শামসুর রাহমান

৪. 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
ক. জসীমউদ্দীন
খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. সুঁকান্ত ভট্টাচার্য
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঙ. শামসুর রাহমান

৫. 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি কার লেখা?
ক. আল মাহমুদ খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. মহাদেব সাহা

৬. কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা? [
ক. নিনাদ খ. কালের পুতুল
গ. রাজা যায় রাজা আসে ঘ. ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা

৭. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক. প্রথম গান খ. এক ফোঁটা কেমন অনল
গ. নিজ বাসভূমে ঘ. সময়ের মুখোমুখি

৮. 'বন্দী শিবির থেকে' কোন অর্থজ্ঞাপক?
ক. বিমুখ প্রান্তর খ. কালের কলস
গ. রৌদ্র করোটিতে ঘ. পূর্বাভাস

৯. 'বন্দী শিবির থেকে' কোন অর্থজ্ঞাপক?
ক. অবরুদ্ধ সময়ের জীবন খ. জেলবন্দী
গ. গৃহবন্দী ঘ. পলাতক ঘাঁটি

১০. কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক. পাতালে হাসপাতাল
খ. উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ
গ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে
ঘ. বন্দী শিবির থেকে

১১. কোনটি কবি শামসুর রাহমানের কাব্য নয়?
ক. অনেক আকাশ
খ. রৌদ্র করোটিতে
গ. বিধ্বস্ত নীলিমা
ঘ. নিজ বাসভূমে
ঙ. দুঃসময়ের মুখোমুখি

১২. শামসুর রাহমানের জন্ম কোন সালে?
ক. ১৯১৯ খ. ১৯২১
গ. ১৯২৫ ঘ. ১৯২৯

১৩. কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা?
ক. লোক-লোকান্তর
খ. সহসা সচকিত
গ. উত্তরাধিকার
ঘ. উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ
ঙ. বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা

১৪. শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
খ. রৌদ্র করোটিতে গ. বিধ্বস্ত নীলিমা
ঘ. এক ধরনের অহংকার ঙ. নিজ বাসভূমে

১৫. শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. সোনালী কাবিন খ. পান্জেরি
গ. আদিঅন্তে তোমাকে চাই ঘ রৌদ্র করোটিতে

১৬. কোন্ কাব্যগ্রন্থখানি শামসুর রাহমানের?
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. আমি অনাহারী
গ. বিধ্বস্ত নীলিমা ঘ. নিজ বাসভূমে
ঙ. শোভাযাত্রা দাবিড়ার প্রতি

উত্তরমালা

০১.	খ	০২.	ঘ	০৩.	ঘ	০৪.	ঙ	০৫.	গ
০৬.	ঘ	০৭.	খ	০৮.	গ	০৯.	ক	১০.	ক
১১.	ক	১২.	ঘ	১৩.	ঘ	১৪.	ক	১৫.	ঘ
১৬.	ঙ								

টপিক-২৫: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ	: ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ।
	জন্মস্থান	: মুরারিপুর গ্রাম (মামার বাড়িতে), চব্বিশ পরগনা।
	পৈতৃক নিবাস	: ব্যারাকপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম	: মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।
	মাতার নাম	: মৃণালিনী দেবী।
শিক্ষাজীবন	উচ্চ মাধ্যমিক	: আই, এ. (১৯১৬), কলকাতা রিপন কলেজ।
	উচ্চতর	: বি.এ.(ডিস্টিংশনসহ), ১৯১৮, কলকাতা রিপন কলেজ।
কর্মজীবন/ পেশা	শিক্ষকতা	: হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া স্কুল, সোনারপুর হারিনাভি স্কুল,
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস	: পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতি, দৃষ্টি প্রদীপ, আদর্শ হিন্দু হোটেল, দেবযান, অশনি সংকেত ইত্যাদি।
	ছোটগল্প	: মেঘমল্লার, মৌরিফুল, যাত্রাবদল, কিন্নর দল ইত্যাদি।
	আত্মজীবনীমূলক রচনা : তৃণাঙ্কুর।	
পুরস্কার ও সম্মাননা	'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ।	
জীবনাবসান	মৃত্যু তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ।	

টপিক-২৬: সৈয়দ শামসুল হক

নাম	সৈয়দ শামসুল হক	
জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল	: ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ।
	জন্মস্থান	: কুড়িগ্রাম।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম	: সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন।
শিক্ষাজীবন	উচ্চ মাধ্যমিক	: ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫২), জগন্নাথ কলেজ।
	উচ্চতর শিক্ষা	: স্নাতক (সম্মান) ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/ পেশা	সাংবাদিকতা ও লেখালেখি। প্রযোজক- বাংলা বিভাগ, বিবিসি। চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন।	
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস	: এক মহিলার ছবি, অনুপম দিন, সীমানা ছাড়িয়ে, নীল দংশন, স্মৃতিমেঘ, মৃগয়ায় কালক্ষেপ, নির্বাসিতা, নিষিদ্ধ লোবান, খেলারাম খেলে যা প্রভৃতি।
	ছোটগল্প	: শীত বিকেল, রক্ত গোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান প্রভৃতি।
	কাব্যগ্রন্থ	: বিরতিহীন উৎসব, অপর পুরুষ, পরাণের গহীন ভিতর, প্রতিধ্বনিগণ, রজ্জুপথে চলেছি, একদা এক রাজ্যে, বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা, অগ্নি ও জলের কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা প্রভৃতি।
	কাব্যনাটক	: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, গণনায়ক, নূরলদীনের সারাজীবন, এখানে এখন, ঈর্ষা প্রভৃতি।
	শিশুকিশোরদের জন্য : সীমান্তের সিংহাসন, আনু বড় হয়, হডসনের বন্দুক প্রভৃতি।	

বিগত সালের প্রশ্ন

১. সৈয়দ শামসুল হক কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. কুড়িগ্রামে খ. ঢাকায়
গ. বগুড়ায় ঘ. পাবনায়

২. সৈয়দ শামসুল হক কত সালে জন্মগ্রহণ কলেন?
ক. ১৯৩৪ খ. ১৯৩৫
গ. ১৯৩৬ ঘ. ১৯৩৭

৩. নূরলদীনের ডাকে কত খ্রিস্টাব্দে বাংলার মানুষ জেগে উঠেছিলেন?
ক. ১৭৮২ খ. ১৭৮৭
গ. ১৮৫৭ ঘ. ১৯৮১

৪. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'আমার স্বপ্ন' বলতে কার স্বপ্ন বোঝানো হয়েছে?
ক. কবির খ. সমগ্র জাতির
গ. কবির মায়ের ঘ. রংপুরবাসীর

৫. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় জনগণকে কোথায় আসার কথা বলা হয়েছে?
ক. প্রশস্ত প্রান্তরে খ. কেল্লার মাঠে
গ. রেসকোর্স ময়দানে ঘ. বাড়ির আঙিনায়

৬. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় প্রশস্ত প্রান্তরে কী জন্য আসতে বলা হয়েছে?
ক. দাবি আদায়ের জন্য খ. খেলার জন্য
গ. প্রার্থনার জন্য ঘ. জনসভার জন্য

৭. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় উল্লিখিত প্রেক্ষাপট দুটি কী কী?
ক. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন
খ. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও ফরায়েজি আন্দোলন
গ. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন
ঘ. ওয়াহাবী আন্দোলন ও ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন

৮. কবিতায় নূরলদীনের ডাকে কীভাবে জনগণের সাড়া দেবার কথা উল্লেখ আছে?
ক. বিচ্ছিন্নভাবে খ. ধীরে ধীরে
গ. একে একে ঘ. সর্বসম্মতভাবে

৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার প্রথম অংশে ফুটে উঠেছে—
ক. দারিদ্র্যপীড়িত বাংলার জীবনচিত্র
খ. বাংলার মানুষের সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্যের বর্ণনার চিত্র
গ. বাংলার গণমানুষের সংগ্রামী জীবনচিত্র
ঘ. কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের করুণ চিত্র

১০. কবি কেন নূরলদীনের কথা স্মরণ করেছেন?
ক. ব্যবসায়িক প্রয়োজনে খ. চাকরি লাভের জন্য
গ. সময়ের প্রয়োজনে ঘ. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে

১১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার মূলভাবের সাথে কোনটি বেশি সম্পর্কযুক্ত?
ক. বিদ্রোহ-আন্দোলন খ. স্মৃতিকাতরতা
গ. গীতিময়তা ঘ. সমাজ সচেতনতা

১২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি লিখেছেন—
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. শামসুর রাহমান
গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. ফররুখ আহমদ

Correct Answer

০১.	ক	০২.	খ	০৩.	ক	০৪.	খ	০৫.	ক	০৬.	ক
০৭.	ক	০৮.	ঘ	০৯.	খ	১০.	গ	১১.	ক	১২.	ক

টপিক-২৭: সুফিয়া কামাল

কবি	সুফিয়া কামাল	
জন্ম-মৃত্যু পরিচয়	জন্ম তারিখ	: ২০ জুন, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ।
	জন্মস্থান	: শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।
	মৃত্যু তারিখ	: ২০ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা।
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম	: সৈয়দ আবদুল বারী
	মাতার নাম	: নওয়াবজাদী সৈয়দ সাবেদা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	অনানুষ্ঠানিক ও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।	
পেশা/কর্মজীবন	কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। পরবর্তী সময়ে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনের ব্রতী হন।	
পরিচিতি	বিশিষ্ট মহিলা কবি এবং নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ।	
সাহিত্য সাধনা	কাহিনি কাব্য	: সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী, মন ও জীবন, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, প্রশস্তি ও প্রার্থনা।
	গল্পগ্রন্থ	: কেয়ার কাঁটা।
	ভ্রমণকাহিনী	: সোভিয়েতের দিনগুলি।
	স্মৃতিকথা	: একাত্তরের ডায়েরী।
	শিশুতোষ গ্রন্থ	: ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বুলবুল ললিতকলার একাডেমি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার।	
জীবনাবসান	মৃত্যু তারিখ	: ২০ নভেম্বর, ১৯৯৯

কবি সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

✓ সুফিয়া কামালের প্রথম বিয়ে হয়– মামাত ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে ১৯২৩ সালে।
✓ তখন তিনি পরিচিত হন– সুফিয়া এন. হোসেন নামে।
✓ তাঁকে বলা হয়– জননী সাহসিকা।

- ✓ সুফিয়ার স্বামী সৈয়দ নেহাল মৃত্যুবরণ করেন– ১৯৩২ সালে যক্ষা রোগে।
- ✓ তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়– ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম নিবাসী লেখক কামাল উদ্দীন আহমদের সঙ্গে। এরপর থেকে তিনি 'সুফিয়া কামাল' নাম গ্রহণ করেন।
- ✓ সুফিয়া কামাল সম্পাদক ছিলেন– 'বেগম পত্রিকা' (১৯৪৭)।
- ✓ তিনি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব দেন– মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (১৯৬৯)। আজ এর নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।
- ✓ তিনি যে ধরনের কবি– রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা।
- ✓ তিনি পুরস্কার লাভ করেন– বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), লেনিন পুরস্কার, রাশিয়া (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি।

·বিগত সালের প্রশ্নাবলি

১. কবি সুফিয়া কামালের জন্ম–
ক. ১৯১১ খ. ১৯১৫ গ. ১৯১৭ ঘ. ১৯২০

২. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কে? [
ক. কামিনী রায় খ. মানকুমারী বুস
গ. নীলিমা ইব্রাহীম ঘ. বেগম সুফিয়া কামাল

৩. বেগম সুফিয়া কামাল রচিত গ্রন্থের নাম–
ক. অবরোধ বাসিনী খ. উদাত্ত পৃথিবী
গ. মাটির ফসল ঘ. একপথ দুইবাঁক

৪. সংলাপ-প্রধান কবিতা কোনটি?
ক. বাংলাদেশ খ. জীবন-বন্দনা
গ. তাহরেই পরে মনে ঘ. আমার পূর্ব বাংলা

৫. সুফিয়া কামালের জন্মস্থান–
ক. রাজশাহী খ. খুলনা
গ. সিলেট ঘ. বরিশাল

৬. কোন কবিতায় বিষাদময় রিক্ততার অনুরণন ঘটেছে?
ক. বঙ্গভাষা ক. জীবন বন্দনা
গ. পাঞ্জেরী ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বর্ণনাকারী চরিত্র কোনটি?
ক. কবি স্বয়ং খ. কবিভক্ত
গ. বৃদ্ধ দাদু ঘ. কুললক্ষী

৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কার লেখা?
ক. বেগম রোকেয়া খ. সুফিয়া কামাল গ. বুদ্ধদেব বসু
ঘ. শামসুন নাহার মাহমুদ ঙ. বিষ্ণুদে

Correct Answer

০১.	ক	০২.	ঘ	০৩.	খ	০৪.	গ	০৫.	ঘ
০৬.	ঘ	০৭.	ক	০৮.	খ				

টপিক-২৮: ফররুখ আহমদ

নাম	ফর্‌রুখ আহমদ
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৯১৮ সালের ১০ই জুন। জন্মস্থান : মাগুরা জেলার মাঝআই গ্রামে।
শিক্ষাজীবন	উচ্চমাধ্যমিক-কলকাতা রিপন কলেজ, উচ্চতর শিক্ষা- দর্শনে অনার্স, স্কটিশ চার্চ কলেজ।
কর্মজীবন	ঢাকা বেতারের স্টাফ রাইটার পদে নিয়োজিত ছিলেন (১৯৪৭-১৯৭২)। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছেন।
উল্লেখযোগ্য রচনা	কাব্যগ্রন্থ : সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম্‌-মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম, মুহূর্তের কবিতা, হাতেমতায়ী। শিশুতোষ গ্রন্থ : পাখির বাসা, নতুন লেখা, হরফের ছড়া, ছড়ার আসর।

বিশেষ অবদান	ছাত্রজীবনে বাম রাজনীতি করলেও পরবর্তীকালে ধর্মীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আদমজী পুরস্কার, একুশে পদকসহ অনেক পুরস্কারে ভূষিত হন।
মৃত্যু	১৯৭৪ সালে ১৯শে অক্টোবর।

টপিক-২৯: প্রমথ চৌধুরী

নাম	প্রমথ চৌধুরী
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট। জন্মস্থান : যশোর। পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম।
শিক্ষা	১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর বিলেত (ইংল্যান্ড) থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন।
কর্মজীবন	ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন।
সাহিত্যিক পরিচয়	মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্যাটায়ারিস্ট বা বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচয়িতা। 'সবুজপত্র' নামক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষারীতি প্রবর্তনে এ পত্রিকাটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।
সাহিত্যিক ছদ্মনাম	বীরবল
উল্লেখযোগ্য রচনা	বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, প্রবন্ধ সংগ্রহ, গল্প পঞ্চাশৎ, পদচারণ, চার-ইয়ারি কথা, আহুতি, নীললোহিত।
মৃত্যু	১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর কলকাতায়।

টপিক-৩০: জীবনানন্দ দাশ

নাম	জীবনানন্দ দাশ
জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। জন্মস্থান : বরিশার।
পিতৃ-পরিচয়	পিতার নাম : সত্যানন্দ দাশ মাতার নাম : কুসুমকুমারী দাশ
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯১৫), ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল। উচ্চ মাধ্যমিক : আইএ (১৯১৭), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। উচ্চতর শিক্ষা : বি এ অনার্স (১৯১৯), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/ পেশা	অধ্যাপনা : কলকাতা সিটি কলেজ (১৯২২-১৯২৮); বাগেরহাট কলেজ (১৯২৯-১৯৩০); ব্রজমোহন কলেজ (১৯৩৫-১৯৪৮); খড়গপুর কলেজ (১৯৫১-১৯৫২); বড়িষা কলেজ

		(১৯৫২), [illegible] (১৯৫৩-১৯৫৪)।
	সম্পাদনা	: দৈনিক স্বরাজ।
জীবনানন্দ	কাব্যগ্রন্থ	: ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা ইত্যাদি।
	উপন্যাস	: মাল্যবান, সুতীর্থ।
	প্রবন্ধগ্রন্থ	: কবিতার কথা।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র: জীবনানন্দ দাশ রচিত উপন্যাস কোনটি?– মাল্যবান।

প্র: বাংলা সাহিত্যে 'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে খ্যাত কে?– জীবনানন্দ দাশ।

প্র: জীবনানন্দ দাশের সঠিক জন্ম-তারিখ কোনটি?– ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯।

প্র: বিখ্যাত কবি কুসুমকুমারী দাশের সাথে কবি জীবনানন্দ দাশের কী সম্পর্ক ছিল?- মা-ছেলে।

প্র: জীবনানন্দ দাশকে বুদ্ধদেব বসু কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?– নির্জনতম কবি।

প্র: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কাব্য বৈশিষ্ট্যকে কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?– চিত্ররূপময়।

প্র: কবি বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণাদায়ী কোন ধরনের কবিতার জন্য স্মরণীয়?– নিসর্গবিষয়ক কবিতা।

প্র: জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি?– সাত ভাই চম্পা।

প্র: 'ঝরা পালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' জীবনানন্দ দাশের কোন ধরনের রচনা?–কাব্যগ্রন্থ।

প্র: জীবনানন্দ দাশ কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?– ৫৫।

প্র: কবি জীবনানন্দ দাশ কবে মৃত্যুবরণ করেন?– ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪।

টপিক-৩১: জসীমউদ্‌দীন

নাম	জসীমউদ্‌দীন
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৯০৩ সালের ৩০শে অক্টোবর। জন্মস্থান : মাতুলালয়, ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রাম।
কর্মজীবন	শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগ উচ্চপদে যোগ দেন।
উল্লেখযোগ্য রচনা	কাব্যগ্রন্থ– নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, মাটির কান্না, এক পয়সার বাঁশি।
সাহিত্য বৈশিষ্ট্য	পল্লির মানুষের আশা-স্বপ্ন-আনন্দ বেদনার আবেগঘন চিত্র ফুটিয়ে তোলা। পল্লিকবি নামে খ্যাত।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন।
মৃত্যু	১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ ঢাকায়।

টপিক-৩২: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাম	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর। জন্মস্থান : পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম।
শিক্ষা	আর্থিক সংকটের কারণে এফ.এ শ্রেণিতে পড়ার সময় ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে।
ব্যক্তিজীবন	কৈশোরে অস্থির স্বভাবের কারণে তিনি কিছুদিন ভবঘুরে জীবনযাপন করেন। ১৯০৩ সালে ভাগ্যের অন্বেষণে বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াংগুন) অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানি পদে চাকরি করেন। এখানেই তাঁর সাহিত্যসাধনার শুরু হয়।
সাহিত্যিক	মূল পরিচয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে। উপন্যাস ও গল্প রচনার [illegible] বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক।
উল্লেখযোগ্য রচনা	উপন্যাস : বিরাজ বৌ, দেবদাস, পরিণীতা, পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন। গল্পগ্রন্থ : বড়দিদি, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, পণ্ডিতমশাই, ছবি।
পুরস্কার	১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।
মৃত্যু	১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতায়।

টপিক-৩৩: শেখ মুজিবুর রহমান

নাম	শেখ মুজিবুর রহমান।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৭ মার্চ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
পিতৃ ও মাতৃ-পরিচয়	পিতার নাম : শেখ লুৎফর রহমান। মাতার নাম : সায়েরা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	ম্যাট্রিক (এস.এস.সি.), গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল। আইএ, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ। বিএ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন।
পেশা/কর্মজীবন/সংগ্রামী জীবন/রাজনৈতিক জীবন	১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প-বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিদমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফব্রুয়ারি লাহোর সম্মেলনে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে আর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে) তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
সাহিত্যকর্ম	অসমাপ্ত আত্মজীবনী; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় এবং এর ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি 'জাতির পিতা' হিসেবে

	ধাপ্ত অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে তিনি ছাত্র-জনতার সংবর্ধনা সমাবেশে 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন। (১৯৭৩ সালের ২৩ মে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশ চন্দ্রের হাত থেকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন।)
জীবনাবসান	১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন।)

বায়ান্নর দিনগুলো

☑ **উৎস:**

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "বায়ান্নর দিনগুলো" তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী" (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

☑ **প্রথম লাইন:**

এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য।

☑ **শেষ লাইন:**

শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র: পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন?– **১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।**

প্র: প্রথম বাঙালি হিসেবে কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন?– **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।**

প্র: জেলখানায় কতজন অনশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল? - **দুইজন।**

প্র: সুপারিটেনডেন্ট সাহেবের নাম কী?– **আমীর হোসেন।**

প্র: রোজবন্দীদের ডেপুটি জেলার কে ছিলেন?– **মোখলেসুর রহমান।**

প্র: 'শেখ মুজিবুর রহমান অনশন করেছিল কেন?– **মুক্তির জন্য।**

প্র: কে খুব অমায়িক ভদ্র ও শিক্ষিত ছিলেন?– **মোখলেসুর রহমান।**

প্র: 'শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন জেলগেট নেয়া হয়?– **১৫ই ফেব্রুয়ারির সকালে।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আর কাকে জেলগেট আনা হয়েছিল?– **মহিউদ্দিনকে।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে নেওয়ার জন্য কারা প্রস্তুত হয়ে এসেছে?– **আর্মড পুলিশ ও আইবি অফিসার।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে কোন জেলায় পাঠানো হয়?– **ফরিদপুর।**

প্র: নারায়নগঞ্জ থেকে কয়টায় জাহাজ ছাড়ে?– **এগারোটায়।**

প্র: পাকিস্তান হওয়ার সময় সুবেদার কোথায় ছিল?– **গোপালগঞ্জ।**

প্র: সুবেদারের বাড়ি কোথায়?– **বেলুচি।**

প্র: কে শেখ মুজিবুর রহমানকে খুবই ভালোবাসত. এবং শ্রদ্ধা করত?– **সুবেদার।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ নেওয়া হয়েছিল কীসে করে?– **ট্যাক্সিতে।**

প্র: ঢাকা কারাগার থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে কীসে করে নেওয়া হল?– **বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমান রাত কয়টায় নারায়নগঞ্জ লঞ্চ স্টেশনে আসেন?– **১১ টায়।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমানকে নারায়নগঞ্জ থেকে কোন ঘাটে আনা হয়েছিল?– **গোয়ালন্দ ঘাট।**

প্র: গোয়ালন্দ থেকে ফরিদপুর শেখ মুজিবুর রহমান কীসে আসে? –**ট্রেন।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমান কয়টায় ফরিদপুর আসে?– **রাত ৪ টায়।**

প্র: মহিউদ্দিন কী রোগে ভুগছিল?– **প্লুরিসিস।**

প্র: কতদিন পর শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিনকে হাসপাতালে [illegible] হয়?– **দুইদিন পর।**

প্র: অনশনের কতদিন পর শেখ মুজিবুর রহমানকে নাকে নল [illegible] খাওয়ানো হয়েছিল?–**৪ দিন পর।**

প্র: অনশন পালনকালে শেখ মুজিবুর রহমান কী পালন করতেন?– [illegible] **লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি।**

প্র: কে বার বার শেখ মুজিবুর রহমানকে অনশন করতে নিষেধ করেছিল? **সিভিল সার্জেন সাহেব।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমান কয়টি চিঠি লিখলেন?– **চারটি।**

প্র: ২১ ফেব্রুয়ারি মানুষ আন্দোলন করেছিল কেন?– **মাতৃভাষার প্রেমে।**

প্র: কত তারিখে ফরিদপুর শোভাযাত্রা চলে?– **২২ ফেব্রুয়ারি।**

প্র: ১৯৫২ সালের পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি কে ছিলেন?–**নূরুল আ[illegible] সরকার।**

প্র: মানুষ কখন পদে পদে ভুল করে?– **পতন এলে।**

প্র: ১৯৫২ সালে ক্ষমতায় ছিল কোন দল?– **মুসলীম লীগ।**

প্র: খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ি কোথায়?– **নারায়ণগঞ্জ।**

প্র: রেণু কে?– **শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী।**

প্র: 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের কয় সন্তানের উল্লেখ আছে? **দুই সন্তানের।**

প্র: কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল?– [illegible] **ফেব্রুয়ারি।**

প্র: শেখ মুজিবুররহমানের মুক্তির আদেশ কে এনেছিল?– **ডেপুটি জেলার**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আদেশ কত তারিখে এল?– [illegible] **ফেব্রুয়ারি।**

প্র: শেখ মুজিবুর রহমানের অনশন মহিউদ্দিন ভাঙল কী দিয়ে?– **দুই [illegible] ডাবের পানি।**

প্র: ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলির খবর কোথায় পৌছে যায়?– **জেলখানায়।**

প্র: 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না' উদ্বেগ, উৎকন্ঠা নিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন কেন?– **স্বাধিকারচেতনা।**

প্র: ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বেগ, উৎকন্ঠা নিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন কেন?– **ভাষা আন্দোলনের জন্য।**

প্র: সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাকে কী বলা হয়?– **আমলাতন্ত্র।**

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে জেলে ছিলেন তার ডেপুটি জেলার [illegible] ছিলেন?–**১৫ ফেব্রুয়ারি।**

প্র: 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার রচয়িতা কে?– **শেখ মুজিবুর রহমান।**

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তি পেলেও তাঁর [illegible] খারাপ লেগেছিল কেন?– **মহিউদ্দিনের অর্ডার না আসায়।**

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নারায়ণগঞ্জ নেওয়া হয়েছিল কেন? **ফরিদপুরে নিতে।**

প্র: কত তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্বেগ-উৎকন্ঠা নিয়ে [illegible] কেটেছিল?– **২১ ফেব্রুয়ারি।**

প্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন বিষয়ে [illegible] করেন?– **আইন।**

প্র: কত তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন?– **১৭**[illegible]

প্র: ৬ দফার প্রবর্তক কে?– **শেখ মুজিবুর রহমান।**

প্র: ১৯৭০ সালে নির্বাচনে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ [illegible] **আওয়ামী লীগ।**

প্র: ১৫ ফেব্রুয়ারি আর কাকে জেলগেটে আনা হয়েছিল?– [illegible] **আহমদকে।**

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো [illegible] কেন?– **সরকারি নির্দেশে**

প্র: বঙ্গবন্ধুকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত কে?– **সুবেদার।**

প্র: বঙ্গবন্ধু কোথায় পৌছে খবর পেলেন জাহাজ [illegible] গেছে?–**ট্যাক্সিতে।**

প্র: বঙ্গবন্ধু কাথায় পৌছে খবর পেলেন জাহাজ ছেড়ে [illegible] **নারায়ণগঞ্জ ঘাটে।**

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাত কয়টায় স্টেশনে পৌছেছি[illegible] টা।

প্র: "জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে"— কথাটিতে বঙ্গবন্ধুর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?— মৃত্যুচেতনা।

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে কোন মৃত্যুতে শান্তি আছে?— অন্যায়েরবিরুদ্ধে প্রতিবাদে।

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন জেলগেটে আধা ঘণ্টা দেরি করেন?— ফরিদপুর জেলগেটে।

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কার আসতে দেরি হবে ভেবে চা খেতে চাইলেন?— জেল অফিসারের।

প্র: মহিউদ্দিন কে ছিলেন?— আওয়ামী লীগের কর্মী।

প্র: ফরিদপুরের মহিউদ্দিনকে সবাই কী নামে ডাকে?— মহি।

প্র: 'ইলেকশন' শব্দের অর্থ কী— নির্বাচন।

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলগেটে কার ওপর রেগে গেলেন?—আইবিরওপর।

প্র: মহির সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কথা বলতে বাধা দিলেন কে?—আইবি।

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলগেটের সামনে নিজের পরিচয় দিয়ে সহায়তা চান— চায়ের দোকানের মালিকের কাছে।

প্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুরে ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন- ১৯৪৬।

প্র: ফরিদপুরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাইরে নাশতা করতে যেতে চেয়েছিলেন কয় দিন?— ৪ দিন।

প্র: কারাকর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরতে দিতে চাচ্ছিল না কেন?— সরকারের নির্দেশে।

প্র: অনশন ধর্মঘট অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কী পান করতেন?- কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি।

প্র: ২১ ফেব্রুয়ারিতে ফরিদপুরে হরতাল পালিত হয়েছিল কেন?— ভাষা রক্ষার জন্য।

বিগত সালের প্রশ্নের আলোকে কিছু মডেল প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ কোন ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
ক. শাহবাগে খ. তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে
গ. ন্যাশনাল পার্কে ঘ. বাহাদুর শাহ পার্কে

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাত কয়টায় স্টেশনে পৌছেছিলেন?
ক. ৯টা খ. ১০টা
গ. ১১টা ঘ. ১২টা

৩. ১৯৭০ সালে রনির্বাচনে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে?
ক. যুক্তফ্রন্ট খ. কৃষক-প্রজা পার্টি
গ. সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ঘ. আওয়ামী লীগ

৪. কিসের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জাতিকে অভিন্ন লক্ষ্যে একত্র করেন?
ক. ছয় দফার খ. এগারো দফার
গ. পনেরো দফার ঘ. চব্বিশ দফার

৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কখন?
ক. ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে খ. ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে
গ. ২৫ মার্চ শেষ প্রহরে ঘ. ২৭ মার্চ প্রথম প্রহরে

৬. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ বক্তব্যে কী ফুটে উঠেছে?
ক. বিজয়ের স্বাদ খ. মানবতার জয়গান
গ. স্বাধীনতার আহ্বান ঘ. সভ্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান

৭. কেন পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে?
ক. বাঙালিকে ধ্বংস করতে
খ. বাঙালিকে অধঃপতিত করতে
গ. বাংলাদেশকে শোষণ করতে
ঘ. বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করতে

৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৯১০ খ. ১৯২০
গ. ১৯৩০ ঘ. ১৯৪০

৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে পাকিস্তান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন?
ক. ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর খ. ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি
গ. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঘ. ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর

১০. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. মওলানা ভাসানী
গ. এ. কে. ফজলুল হক
ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

Correct Answer									
০১.	খ	০২.	গ	০৩.	ঘ	০৪.	ক	০৫.	খ
০৬.	গ	০৭.	ঘ	০৮.	খ	০৯.	গ	১০.	ক

টপিক-৩৪: সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য
জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে, (৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান : কালীঘাট, কলকাতা। পৈতৃক নিবাস: কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাতার নাম : সুনীতি দেবী।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৩৫২), অকৃতকার্য, বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল।
কর্মজীবন	ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক।
সাহিত্যকর্ম	ছাড়পত্র (১৯৪৮), ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ প্রভৃতি। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাশ' (১৩৫১) নামক কাব্য সংকলন সম্পাদনা করেন।
বিশেষ কৃতিত্ব	তাঁর কবিতায় অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ পাঠকদেরকে সচকিত করে তোলে। গণমানুষের প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়।
জীবনাবসান	মৃত্যু সাল : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ (২৯ বৈশাখ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)

কবি সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

✓ সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয় - কিশোর কবি।
✓ তাঁর কবিতায় যে দিকটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায় - শোষিত মানুষের জীবন, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের হুঙ্কার।
✓ সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্য সংকলনটির নাম - আকাল (সুকান্তের জীবিতাবস্থায় একমাত্র গ্রন্থ)।
✓ 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য- যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি।
✓ পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষে করে তিনি যে সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন - আকাল।
✓ 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি' বলেছেন - কবি সুকান্ত।
✓ সুকান্ত ভট্টাচার্য মারা যান - ২০ বৎসর ৯ মাস বয়সে যক্ষ্মা রোগে।

টপিক-৩৫: আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

নাম	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল : ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : বহেরচর- ক্ষুদ্রকাঠি গ্রাম, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
পিতৃ-পরিচয়	পিতার নাম : আবদুল জব্বার খান
শিক্ষাজীবন	উচ্চতর শিক্ষা : বিএ অনার্স (১৯৫৩), এমএ (১৯৫৪), ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা : "Later Poems of Yeats; The influence of Upanishads". কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য। ডিপ্লোমা : উন্নয়ন অর্থনীতি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/ পেশা	লেকচারার : ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সচিব : বাংলাদেশ সচিবালয়; মন্ত্রী: কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২); রাষ্ট্রদূত : ওয়াশিংটন, যক্তরাষ্ট্র; মহাপরিচাল : FAO, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল; চেয়ারম্যান : বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ; ফেলো : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এবং জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ: 'সাত নরীর হার', 'কখনো রং কখনোসুর', 'কমলের চোখ', 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি', 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা', 'আমার সময়', 'সহিষ্ণু প্রতীক্ষা', 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'সমৃণ কৃষ্ণগোলাপ', প্রভৃতি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬) ইত্যাদি।
জীবনাবসান	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯) ইত্যাদি।
জীবনাবসান	মৃত্যু তারিখ : ১৯ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

কবি সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ✓ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (সম্মান)-সহ এমএ পাস করে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।
- ✓ পরে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন।
- ✓ তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ-মন্ত্রী এবং ১৯৮৪-তে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ✓ তাঁর কবিতার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ।
- ✓ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং এই বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

প্র : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কেন মন্ত্রী ছিলেন?— কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী।

প্র : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কোন দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন?— যুক্তরাষ্ট্র।

প্র : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কত সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?— ১৯৯৭ সালে।

প্র : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?— সাত নরীর হার।

প্র : কবি কার কথা বলেছেন?— পূর্বপুরুষের কথা।

প্র : কবির পূর্বপুরুষের করতলে কী ছিল?— পলিমাটির সৌরভ।

প্র : কবির পূর্বপুরুষের পিঠের ক্ষত কেমন ছিল?— রক্তজবার মত।

প্র : পলিমাটির সৌরভ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?— উর্বর মৃত্তিকা।

প্র : কারা অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন?—কবির পূর্বপুরুষেরা।

প্র : কবির পূর্বপুরুষেরা পতিত জমি আবাদের কথা কেন বলতেন?— ত… প্রতিবাদী ছিলেন বলে।

প্র : জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কী?— কবিতা।

প্র : যে কবিতা শুনতে জানে না সে কী করবে?— ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।

প্র : কে দিগন্তের অধিকার হতে বঞ্চিত হবে?— যে কবিতা শুনতে জানে না।

প্র : কারা আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে?— যারা কবিতা শুনতে জানে না।

প্র : উজ্জ্বল জানালা কীসের আগুনে আলোকিত?— উনোন।

প্র : কে প্রবহমাণ নদীর কথা বলতেন?—কবির মা।

প্র : কবি কার মৃত্যুর কথা বলতেন?.— গর্ভবতী বোনের।

প্র : ভালোবাসা দিলে কে মারা যায়?— মা।

প্র : যুদ্ধ আসে কীভাবে?— ভালোবেসে।

প্র : মায়ের ছেলেরা ভালোবেসে কোথায় যায়?— যুদ্ধ।

প্র : যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কোথায় সূর্যকে ধারণ করতে পারে?— হৃৎপিণ্ডে।

প্র : কবির পূর্বপুরুষ কী ছিলেন?— ক্রীতদাস।

প্র : শস্যের সম্ভার কাকে সমৃদ্ধ করবে?—যে কর্ষণ করে।

প্র : প্রবাহমাননদী কাকে পুরস্কৃত করবে?— যে মৎস্য লালন করে।

প্র : জননীর আশির্বাদ কাকে দীর্ঘায়ু করবে?—যে গাভীর পরিচর্যা করে।

প্র : ইস্পাতের তরবারি কাকে সশস্ত্র করবে?—যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত ক…

প্র : সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কী?—কবিতা।

প্র : সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কী?— কবিতা।

প্র : 'কিংবদন্তি' অর্থ কী?— হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু।

প্র : 'বিচলিত স্নেহ' অর্থ কী?— আপনজনের উৎকণ্ঠা।

প্র : 'অমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?— আ… কিংবদন্তির কথা বলছি।

প্র : 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?— গদ্যছন্দে

টপিক-৩৬: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিক	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম পরিচয়	১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ১৩১৭ সনে সাঁওতা… পরগনার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্র… করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হ… বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যা… ডাক নাম মানিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল ও কলে… তিনি পড়াশোনা করেন।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস : 'জননী', 'দিবা রাত্রির কাব্য', 'পদ্মান… মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', … প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। গল্পগ্রন্থ : তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পের … উল্লেখযোগ্য: 'প্রাগৈতিহাসি…', 'সরীসৃপ', 'সুন্দ্রের স্বাদ', 'কুষ্ঠরো… বৌ', 'টিকটিকি', 'হলুদ পোড়া', '… কাল পরশুর গল্প', 'হারানের নাতজা…', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি।
জীবনাবসান	কলকাতায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের তেসরা ডিসেম্বর … শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লেখক সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- জন্ম- ১৯০৮ সালের ১৯ মে।
- মৃত্যু- ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর (কলকাতা)।
- জন্মস্থান- বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা।
- পৈতৃক নিবাস- ঢাকার বিক্রমপুর।
- পিতার নাম- হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- মাতার নাম- নীরদাসুন্দরী দেবী।
- পিতৃদত্ত নাম- প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ডাক নাম- মানিক।
- প্রথম গল্প- অতসীমামী (মাত্র ২০ বছর বয়সে)।
- প্রথম উপন্যাস- পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬ সাল)।
- সাহিত্যকর্ম- ৪০ টি উপন্যাস ও ৩০০টি ছোট গল্প।

মাসি-পিসি

প্র: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি?– পদ্মা নদীর মাঝি।
প্র: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি কোথায়?– বিহার।
প্র: কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প গ্রন্থ?- আজকাল পরশুর গল্প।
প্র: 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন ধরনের উপন্যাস?- সামাজিক।
প্র: কানাইয়ের সাথে গোকুলের কতজন পেয়াদা এসেছিল? তিন।
প্র: বিক্রমপুর অঞ্চলটি কোন জেলায় অবস্থিত?- মুন্সিগঞ্জ।
প্র: 'দিবা রাত্রির কাব্য' লেখক মানিকের কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?– উপন্যাস।
প্র: "উড়ে এসে জুড়ে বসা" একটি- প্রবাদ।
প্র: যুদ্ধের শেষে মাসি-পিসি কিসের আয়োজন করে রাখে?– যুদ্ধের।
প্র: পিসি ঘর থেকে কী নিয়ে ফিরে আসে?- মস্ত কাটারি।
প্র: কোন গাছের ছায়া তিন-চারজন ঘুপরি মেরে বসে আছে?– কাঁঠাল গাছ।
প্র: হট্টগোলের পর রাত্রিটাকে আরও নিঝুম আর থমথমে মনে হওয়ার কারণ- অজানা আতঙ্ক।
প্র: মানিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রথম ছোটগল্প কোনটি?– অতসীমামী।
প্র: 'মাসি-পিসি' গল্প কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়?- ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে।
প্র: মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি ঢাকার কোন জেলায়?– মুন্সিগঞ্জে।
প্র: আহ্লাদির স্বামীর নাম কী?– জগু।
প্র: 'পদ্মা নদীর মাঝি' একটি– আঞ্চলিক উপন্যাস।
প্র: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৩৬।
প্র: পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটির লেখক কে? – মানিক বন্দোপাধ্যায়।
প্র: মানিক বন্দোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৮।।
প্র: 'পদ্মা নদীর মাঝি' প্রথম কোন সালে প্রকাশিত হয়? ১৯০৬।
প্র: নিচের কোন্ লেখক মার্কসবাদী লেখক হিসেবে পরিচিত?– মানিক বন্দোপাধ্যায়।
প্র: মানিক বন্দোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ- হৃদ নদী সবুজ বন।
প্র: বাংলা ভাষার রচিত প্রথম উপন্যাস- আলের ঘরের দুলাল।
প্র: কার সাথে মাসি পিসিকে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে হয়েছে?- সরকার বাবুর।
প্র: মাসি– পিসি কিসের উপোস করেছিল?- শুক্ল পক্ষের একাদশী।
প্র: কানাইয়ের সাথে গোলকের কয়জন পেয়াদা এসেছিল?– তিনজন।
প্র: গোলকের সাথে কে বসে আছে?– দারোগা বাবু।
প্র: 'স্নেহের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়'– উক্তিটি কার?– পিসি?
প্র: কে কানাইয়ের সঙ্গে কাছারিবাড়ি যেতে চায়?– পিসি।
প্র: মাসি– পিসি সর্বপ্রথম কার নাম ধরে ডাক ধেয়?– ও বাবাঠাকুর।
প্র: কাদের উপর রাগই– গ্রামবাসীদের প্রতিবাদমুখী করেছে?–গোলক ও দারোগা।
প্র: কাদের ঘরের মেয়েকে অন্য ঘরে পাঠানোর জন্য আগুন দিয়েছিল?– সোনাদের।
প্র: আহ্লাদি বাবার আমলের কী আছে?– গামলা।
প্র: কৈলাশ বয়সের দিক দিয়ে কেমন?– মধ্য বয়সী।
প্র: ওসমান কন গাছের ছায়ায় বসে আছে?– কাঁঠাল।
প্র: শাল কাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙাতে কী বলে?– সালতি।
প্র: 'বেমক্কা' অর্থ কী?– স্থান/বহির্ভূত/ অসংগত।

প্র: '...' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে– [illegible]
প্র: মাসি-পিসি– মাসি ও পিসি (দ্বন্দ্ব)।
প্র: জীবনীশক্তি– জীবনী রূপে শক্তি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।
প্র: পেশীপুষ্ট– পেশী দ্বারা পুষ্ট (তৃতীয় তৎপুরুষ)।
প্র: হাঁসফাঁস– [illegible]
প্র: 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?– [illegible] 'পূর্বাশা' পত্রিকায়।
প্র: অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সালে 'মাসি-পিসি' কোন গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়?– 'পরিস্থিতি' নামক গল্পগ্রন্থে।
প্র: তোমার পাঠ্যবইয়ে 'মাসি– পিসি' গল্প কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে?– 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক রচনাবলি ৫ম খণ্ড।
প্র: নারী হয়েও কঠোর জীবন যাত্রায় নেতৃত্ব দান করে এমন গল্প কোনটি?– মাসি-পিসি।
প্র: 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এখানে 'ইতি' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?– পুরানো।
প্র: লেখক কোথায় পড়ার সময় তাঁর ছোটগল্প 'অতসী মামী' রচনা করেন?– কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএসসি পড়ার সময়।
প্র: 'অতসী মামী' প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? বিচিত্রা (সম্পাদক-ফজল শাহাবুদ্দীন)।
প্র: লেখক কত বছর বেঁচে ছিলেন?– ৪৮ বছর।
প্র: মানিক বন্দ্যাপাধ্যায় তাঁর জীবনের কয় বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনা করেন?– ২৮ বছর।
প্র: শেষ বেলায় ভালে এখন কী?– সাদা।
প্র: কয়জন ব্যক্তির মাথায় চড়ে গিয়ে খড় জমা হচ্ছে মস্ত গাদায়?– তিনজন।
প্র: আহ্লাদির শরীরে কী রংয়ের শাড়ি ছিল– সাদা।
প্র: কৈলোশের ভাষ্য অনুযায়ী জগুর সাথে তার কোথায় দেখা হয়েছিল?– চায়ের দোকানে।
প্র: মাসি– পিসি কী বিক্রি করে জগুকে আপ্যায়ন করেছিল?– ছাগল।
প্র: 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো' এটা কার কথা?– মাসি।
প্র: কার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মারা গেছে?–বুড়ো রহমানের।
প্র: দুর্ভিক্ষ টেকিয়েছিল কে?– আহ্লাদির বাবা।
প্র: কোন রোগে আহ্লাদিও বাবা- মা– ভাই মারা যায়?– কলেরা।
প্র: মাসি– পিসি কার আশ্রয়ে ছিল?– আহ্লাদির বাবার।
প্র: কে শহরে গিয়ে শাক-সবজি বিক্রি করার প্রস্তাব করে?– মাসি।
প্র: আহ্লাদির বাবার বেশির ভাগ জমি কার দখলে?– গোলক।
প্র: কার শাশুড়ি– ননদ বাঘর মতো ছিল?–মেয়ে।
প্র: কে মাসি- পিসিকে পাগল করে তুলেছে?– গোলক।
প্র: বাইরে থেকে কার হাঁক আসে?-কানাই চৌকিদার।

বিগত সালের প্রশ্নের আদলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. 'মাসি-পিসি' কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. সরীসৃপ খ. হারানের নাতজামাই
গ. সমুদ্রের স্বাদ ঘ. পরিস্থিতি

২. জগু আহ্লাদিকে নিতে চায় কেন?
ক. যৌতুকের লোভে খ. সম্পত্তির লোভে
গ. ভালোবেসে ঘ. অনুতপ্ত হয়ে

৩. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. আশাপূর্ণ দেবী

৪. মাসিক শাশুড়ি-ননদ কিসের মতো ছিল?
ক. শিয়ালের খ. কুকুরের
গ. বাঘের ঘ. সাপের

৫. মাসি-পিসি জীবিকার তাগিদে কিসের ব্যবসায় শুরু করে?
ক. কাপড়ের ব্যবসায় খ. শাক-সবজির ব্যবসায়
গ. খড়ের ব্যবসায় ঘ. হাঁস-মুরগির ব্যবসায়

৬. 'মাসি-পিসি' গল্পে 'শকুন' কিসের প্রতীক?
ক. অপশক্তি খ. দীর্ঘশ্বাস
গ. হাহাকার ঘ. মন্বন্তর

৭. মাসি ও পিসি উভয়ই–
ক. সধবা নারী　খ. বিধবা নারী
গ. কুলীনা নারী　ঘ. প্রিয়ংবদা নারী

৮. আহ্লাদিকে একা রেখে কোথাও যেতে মাসি-পিসির সাহস হয় না কেন?
ক. এক পেয়ে কেউ তার ক্ষতি করবে ভেবে
খ. জগু তুলে নিয়ে যাবে ভেবে
গ. একা থাকতে আহ্লাদির ভয় পায় বলে
ঘ. তারা আহ্লাদিকে অনেক ভালোবাসে বলে

৯. 'মাসি-পিসি সালতি নিয়ে কখন বাড়ি ফিরছিল?
ক. জগু　খ. আহ্লাদি
গ. পিসি　ঘ. কৈলাশ

১০. "বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা
ক. আহ্লাদি　খ. বৃদ্ধের মেয়ে
গ. পদী　ঘ. মাসির ননদ

১১. মাসি-পিসি সালতি নিয়ে কখন বাড়ি ফিরছিল?
ক. সকাল বেলায়　খ. বিকেল বেলায়
গ. শেষ বেলায়　ঘ. সন্ধ্যা বেলায়

১২. কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নয়–
ক. কবি　খ. পুতুলনাচের ইতিকথা
গ. জননী　ঘ. মাঝির ছেলে

১৩. 'সরীসৃপ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা?
ক. উপন্যাস　খ. ছোটগল্প
গ. নাটক　ঘ. প্রবন্ধ

১৪. 'সালতি' বলতে কী বোঝায়?
ক. আম কাঠের বড় নৌকা　খ. তাল কাঠের সরু নৌকা
গ. পাল তোলা নৌকা　ঘ. ইঞ্জিনের নৌকা

১৫. 'পূর্বাশা' পত্রিকায় কখন 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়
খ. ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়
গ. ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়
ঘ. ১৩৫২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়

১৬. মাসি ও পিসির আদরের কেন্দ্র কে?
ক. আহআদি　খ. বাতাসি
গ. কৈলা　ঘ. কানাই

১৭. 'বেলা আর নেই কৈলেশ'- কথাটি কে বলেছে?
ক. মাসি　খ. পিসি
গ. আহ্লাদি　ঘ. রহমান

১৮. খারাপ লোক হলেও জগু বাড়িতে এলে মাসি-পিসির আদর করার কারণ–
ক. মানবিকতা　খ. নমনীয়তা
গ. সামাজিকতা　ঘ. পুরুষতান্ত্রিকতা

১৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সংখ্যা কত?
ক. ৩০২　খ. ২৫৮
গ. ৩০০　ঘ. ৩৫০

২০. আসন্ন যুদ্ধের জন্য মাসি-পিসি হাতের কাছে কী রাখে?
ক. কান্নাকাটি　খ. হাহাকার
গ. শলা পরামর্শ　ঘ. আয়োজন

২১. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির উপজীব্য–
ক. মাঝি-মাল্লার সংগ্রামী জীবন　খ. চরবাসীদের দুঃখী জীবন
গ. জেল জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ　ঘ. চাষি জীবনের করুণচিত্র

Correct Answer

০১.	ঘ	০২.	খ	০৩.	ক	০৪.	গ	০৫.	খ	০৬.	ঘ	০৭.	খ
০৮.	ক	০৯.	খ	১০.	খ	১১.	গ	১২.	ক	১৩.	খ	১৪.	খ
১৫.	খ	১৬.	ক	১৭.	ক	১৮.	গ	১৯.	গ	২০.	ঘ	২১.	গ

টপিক-৩৭: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি; জন্মস্থান : যশোর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম।
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : মহামতি মুনশী রাজনারায়ণ দত্ত। মাতার নাম : জাহ্নবী দেবী।
শিক্ষাজীবন	কলকাতায় খালবাজার গ্রামার স্কুল, হিন্দু কলেজ এবং পরবর্তীকালে বিশপস কলেজে ভর্তি হন। তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন।
কর্মজীবন/ পেশা	প্রথম জীবনে আইন পেশায় জড়িত হলেও লেখালেখি করেই পরবর্তীকালে জীবিকা নির্বাহ করেন।
জীবনাবসান	মৃত্যু : ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন। সমাধিস্থান : কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোড।

রচনা কর্ম

গ্রন্থের নাম	প্রকৃতি	গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়
শর্মিষ্ঠা	নাটক	মহাভারতের দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান
পদ্মাবতী	নাটক	গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে লেখা।
কৃষ্ণকুমারী	নাটক	রাজপুত ইতিহাসের বিয়োগান্তক আখ্যান অবলম্বনে লেখা।
একেই কি বলে সভ্যতা?	প্রহসন	ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের মদ্যাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলা, অনাচারকে ব্যঙ্গ করে লেখা।
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	প্রহসন	আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোপন লাম্পট্যকে পরিহাস করে লেখা।
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	গীতিকাব্য	মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনিকে অবলম্বন করে লেখা।
মেঘনাদবধ কাব্য	মহাকাব্য	রামায়ণের রাম-রাবণের কাহিনির উপর ইউরোপীয় মহাকাব্যের সৌন্দর্য ও নীতি শৌর্যের রং মাখিয়ে ওজস্বিনী ভাব ও আলংকারিক ভাষায় লেখা।
ব্রজাঙ্গনা	কাব্য	রাধা-কৃষ্ণের আখ্যান অবলম্বনে লেখা।
বীরাঙ্গনা	পত্রকাব্য	রোমক কবি ওভিদের হিরোদস কাব্যের অবলম্বনে লেখা ব্যক্তি-স্তুতি।
চতুর্দশপদী কবিতাবলী	সনেট সংকলন	স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ

■ বাংলা সাহিত্যে যুগপ্রবর্তক কবি তথা প্রথম বিদ্রোহী লেখক।
০১. বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি তথা প্রথম বিদোহী লেখক।
০২. আধুনিক বাংলা কবিতার জনক।
০৩. আধুনিক বাংলা নাটকের জনক।
০৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্যের স্রষ্টা।
০৫. অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।
০৬. বাংলা সাহিত্যে সনেটের পতিকৃৎ।
০৭. সার্থক ট্র্যাজেডি ও কমেডির প্রথম রচয়িতা।
০৮. প্রথম সার্থক প্রহসনের রূপকার।
০৯. পুরাণ কাহিনির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রথম সফল শিল্পী।
১০. বাংলার নব জাগরণের প্রথম কবি যিনি পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে নব্য বাংলা কাব্য সৃষ্টি করেন।
১১. ধর্মান্তরত হওয়ার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরের বিশপস কলেজে ভর্তি হতে হয়।

কবি সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ✓ তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ - 'Captive Ladie (১৮৪৯। ইংরেজিতে লেখা)।
- ✓ মধুসূদন রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ - 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নাটক।
- ✓ বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক - 'কৃষ্ণকুমারী'।
- ✓ তাঁর রচিত অমর মহাকাব্যের নাম - 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)।
- ✓ মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনি - সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

বিগত সালের প্রশ্নাবলি

১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম কবে?
ক. ১৮২২ খ. ১৮২৪ গ. ১৮২৯ ঘ. ১৮৩২

২. বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?
ক. মধুসূদন খ. নজরুল
গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. জীবনানন্দ

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-
ক. কুন্দিয়া খ সাগরদাঁড়ি গ. দেওয়াটখালি ঘ. নারুচি

৪. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন কে?
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. পেত্রার্ক
গ. হোমার ঘ. ঈশ্বর গুপ্ত

৫. বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. নজরুল ইসলাম
গ. জসীমউদ্দীন ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৬. একেই কি বলে সভ্যতা'-রচয়িতা কে?
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. দীনবন্ধু মিত্র

৭. কোনটি মধুসূদন দত্তের রচনা?
ক. বাংলাদেশ খ. স্বদেশি ভাষা গ. স্বদেশ
ঘ. বঙ্গভাষা ঙ. আমার পূর্ব বাংলা

৮. আধুনিক বাংলা কবিতার জনক-
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. শামসুর রাহমান
গ. অমিয় চকবর্তী ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

৯. কোনটি মাইখেল মধুসূদন দত্তের নাটক নয়?
ক. পদ্মাবতী খ. কৃষ্ণকুমারী
গ. নীল-দর্পণ ঘ. শর্মিষ্ঠা

১০. 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কার রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কোনটিই নয়

১১. 'একে কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনটির লেখক কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত ছন্দের নাম কী?
ক. অমিত্রাক্ষর খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. মন্দাক্রান্তা

Correct Answer

০১.	খ	০২.	ক	০৩.	খ	০৪.	খ	০৫.	ঘ
০৬.	গ	০৭.	ঘ	০৮.	ক	০৯.	গ	১০.	ঘ
১১.	ঘ	১২.	ক						

টপিক-৩৮: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২৬ জুন, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ; বাংলা ১৩ আষাঢ় ১২৪৫। জন্মস্থান : কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
পিতৃ-পরিচয়	পিতার নাম : যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি কালেক্টর)
শিক্ষাজীবন	এন্ট্রান্স (১৮৫৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বি.এ. (১৮৫৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বি.এল. (১৮৬৯) প্রেসিডেন্সি কলেজ।
কর্মজীবন/ পেশা	পদবি : ম্যাজিস্ট্রেট। কর্মস্থল : যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মেদিনীপুর, বারাসাত, হাওড়া, আলীপুর প্রভৃতি। চাকরিসূত্রে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে তিনি নীলকরদের অত্যাচার দমন করেছিলেন।
পরিচিতি	১. বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। ২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। ৩. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান সৃষ্টিশীল লেখকদের একজন। ৪. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক (১৮৫৮)।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস : (মোট ১৪টি) দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম ১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী, প্রভৃতি। ত্রয়ী উপন্যাস : আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রবন্ধ : লোকরহস্য (১৮৭৮), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন, শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রভৃতি। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসংখ্যা ৩৪।
অন্যান্য উপন্যাস	চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, ইন্দিরা, যগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী।
খেতাবও সম্মাননা	'সাহিত্য সম্রাট'- সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। 'ঋষি' হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। বাংলার 'ওয়াল্টার স্কট'।
সাহিত্য স্বীকৃতি	১. বাংলা উপন্যাসের জনক ২. যুগন্ধর সাহিত্য স্রষ্টা
জীবনাবসান	মৃত্যু : কলকাতা, ৮ এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ; ২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

লেখক সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ✓ বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মূলত- ঔপন্যাসিক ও বাঙালির নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত।
- ✓ তাঁর রচিত প্রথম ইংরেজি উপন্যাস Rajmohon's Wife (1854).
- ✓ তাঁর রচিত "দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত।
- ✓ তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।
- ✓ তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা তথা মানস' (১৮৫৬)।
- ✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ- পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? (কপালকুণ্ডলা) নবকুমারকে উদ্দেশ্য করে।
- ✓ সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হল- বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।
- ✓ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস- রজনী (১৮৭৭)
- ✓ তিনি যে সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন- 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)।
- ✓ বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলনের নাম- 'কমলাকান্তের দপ্তর'
- ✓ উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন- ইংরেজি ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক।
- ✓ বঙ্কিমচন্দ্রের পরে কে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন- বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ✓ বঙ্কিমচন্দ্রের চারটি ইতিহাস আশ্রয়ী রোমান্সধর্মী উপন্যাসের নাম- দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ।

✓ বঙ্কিমচন্দ্রের ৭টি ঐতিহাসিক উপন্যাস- রাজসিংহ।
✓ বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাস- আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী।
✓ 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের বিরোধী- ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস।
✓ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।

বিগত সালের প্রশ্নাবলি

১. বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
ক. সাধনা খ. কালি ও কলম
গ. বঙ্গদর্শন ঘ. বঙ্গভারতী

২. বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
ক. সবুজপত্র খ. বঙ্গদর্শন
গ. কল্লোল ঘ. কবিতা

৩. 'কাঁঠালপাড়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন কোন লেখক?
ক. আহসান হাবীব খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. ফররুখ আহমদ

৪. বঙ্কিমচন্দ্র পেশাজীবন শুরু করেন কী হিসেবে?
ক. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা
গ. উকিল ঘ. চিকিৎসক

৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস–
ক. রাজসিংহ খ. কপালকুণ্ডলা
গ. আনন্দমঠ ঘ. দুর্গেশনন্দিনী

৬. বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্য সম্রাট' কাকে বলা হয়?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭. বঙ্কিমচন্দ্রের পেশা কী ছিল?
ক. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খ. মোক্তার গ. উকিল
ঘ. ডাক্তার ঙ. ব্যারিস্টার

৮. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কোনটি?
ক. রজনী খ. আনন্দমঠ
গ. কৃষ্ণকান্তের উইল ঘ. সবগুলো

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
ক. দিগদর্শন খ. বঙ্গদর্শন
গ. সমাচার দর্পণ ঘ. আর্যদর্শন

Correct Answer

০১.গ	০২.খ	০৩.গ	০৪.ক	০৫.ঘ	০৬.ঘ	০৭.ক
০৮.ঘ	০৯.খ					

টপিক-৩৯: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

লেখক	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি জন্মস্থান : গোটিয়া গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত নারুলি গ্রামে।
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম : বি. এম. ইলিয়াস মাতার নাম : মরিয়ম ইলিয়াস। তাঁর পতৃদত্ত নাম আখরতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস।
শিক্ষাজীবন	প্রথমে বগুড়ায় ও পরে ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।
কর্মজীবন/ পেশা	কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক।
সাহিত্যকর্ম	তাঁর পাঁচটি ছোটগল্প গ্রন্থে সংকলিত আছে মাত্র ২৮টি গল্প। এছাড়া রয়েছে ২টি উপন্যাস ও ১টি প্রবন্ধ সংকলন। গল্পগ্রন্থগুলোর নাম: 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', 'খোয়ারি' দুধভাতে উৎপাত' 'দোজখের ওম' 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল'। তাঁর উপন্যাস দুটি হলো: 'চিলেকোঠার সেপাই' 'খোয়াবনামা'। প্রবন্ধসংকলন: সংস্কৃতির ভাঙা সেতু
মৃত্যু	১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ঢাকায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বিগত সালের প্রশ্নের আদলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোনটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত গ্রন্থ?
ক. উদ্ভ্রান্ত জীবন খ. সংস্কৃতি কথা
গ. সংস্কৃতির ভাঙা সেতু ঘ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

২. নুরুল হুদাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তলব করার কারণ—
ক. অফিসারের নির্দেশে খ. প্রিন্সিপালের অভিযোগে
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ভেবে ঘ. তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে

৩. 'রেইনকোট' গল্পে অফিসের জন্য কয়টি আলমারি কেনা হয়েছিল?
ক. ৬টি খ. ৪টি
গ. ৩টি ঘ. ২টি

৪. 'কার জবানিতে "রেইনকোট" গল্পের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হয়েছে?
ক. প্রিন্সিপালের খ. ড. আফাজ আহমদ
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. নুরুল হুদা

৫. 'রেইনকোট' গল্পে 'আনঅথরাইজড কনস্ট্রাকশন' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. স্মৃতিসৌধ খ. শহিদ মিনার
গ. জাতীয় সংসদ ঘ. মসজিদ

৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. গয়লা গ্রামে খ. চুরুলিয়া গ্রামে
গ. গোটিয়া গ্রামে ঘ. শংকরপাশা গ্রামে

৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন কোথায়?
ক. হাসপাতালে খ. দাদার বাড়িতে
গ. অনাথ আশ্রমে ঘ. মামার বাড়িতে

৮. নিচের কোনটি উপন্যাস?
ক. মিলির হাতে স্টেনগান খ. অন্য ঘরে অন্য স্বর
গ. খোয়াবনামা ঘ. ছাড়পত্র

৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি
খ. ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে
গ. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে
ঘ. ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল

১০. আখতারুজ্জামান রচিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা কয়টি?
ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৯টি

১১. 'দোজখের ওম' আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কোন ধরনের রচনা?
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ
গ. গল্পগ্রন্থ ঘ. নাটক

১২. 'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. শওকত ওসমান খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. হাসান আজিজুল হক

১৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মূলত কী ছিলেন?
ক. প্রাবন্ধিক খ. কথাসাহিত্যিক
গ. সাংবাদিক ঘ. ঔপন্যাসিক

১৪. নিচের কোনটি মহাকাব্যিক উপন্যাস?
ক. চিলেকোঠার সেপাই খ. অন্য ঘরে অন্য স্বর
গ. খোঁয়ারি ঘ. দোজখের ওম

Correct Answer

০১.	গ	০২.	গ	০৩.	গ	০৪.	ঘ	০৫.	খ
০৬.	গ	০৭.	ঘ	০৮.	গ	০৯.	ক	১০.	খ
১১.	গ	১২.	খ	১৩.	খ	১৪.	ক		

টপিক-৪০: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

মুবিতে ১-২ নম্বর কমন পাবা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে:

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। জীবন-সন্ধানী ও সমাজসচেতন এ সাহিত্য-শিল্পী চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহরে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস ছিল নোয়াখালীতে। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পিতার কর্মস্থলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে নানাভাবে দেখার সুযোগ ঘটে তাঁর, যা তাঁর উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র-চিত্রণে প্রভূত সাহায্য করে। অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু ডিগ্রি নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক 'দি স্টেট্স্‌ম্যান'-এর সাব-এডিটর নিযুক্ত হন এবং সাংবাদিকতার সূত্রে কলকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে করাচি বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বে নয়াদিল্লি, ঢাকা, সিডনি, করাচি, জাকার্তা, বন, লন্ডন এবং প্যারিসে নানা পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল প্যারিস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তিনি প্যারিসে পরলোক গমন করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ও বাইরের সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের বিরল কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে কুসংস্কার ও অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবন, অন্যদিকে তেমনি স্থান পেয়েছে মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কেবল রসপূর্ণ কাহিনি পরিবেশন নয়, তাঁর অভীষ্ট ছিল মানবজীবনের মৌলিক সমস্যার রহস্য উন্মোচন।

'নয়নচারা' (১৯৪৬) এবং 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) তাঁর গল্পগ্রন্থ এবং 'লালসালু' (১৯৪৮) 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিরীক্ষামূলক চারটি নাটকও লিখেছেন। সেগুলো হলো 'বহিপীর' 'তরঙ্গভঙ্গ', 'উজানে মৃত্যু' ও 'সুড়ঙ্গ'।

'লালসালু'র প্রকাশতথ্য

'লালসালু' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকা-র কমরেড পাবলিশার্স এটি প্রকাশ করে। প্রকাশক মুহাম্মদ আতাউল্লাহ। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কথাবিতান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই উপন্যাসটির ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই উপন্যাসটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নওরোজ কিতাবিস্তান 'লালসালু' উপন্যাসের দশম মুদ্রণ প্রকাশ করে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'লালসালু' উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ করাচি থেকে প্রকাশিত হয় 'Lal Shalu' নামে। অনুবাদক ছিলেন কলিমুল্লাহ।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদ। L'arbre sans racins নামে প্রকাশিত হয় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র সহধর্মিণী অ্যান-ম্যারি-থিবো। প্যারিস থেকে এ অনুবাদটি প্রকাশ করে Edition's du Seuil প্রকাশনী। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এ অনুবাদটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ। 'Tree without Roots' নামে লন্ডনের Chatto and windus Ltd. এটি প্রকাশ করেন। ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেই এই ইংরেজি অনুবাদ করেন।

পরবর্তীকালে 'লালসালু' উপন্যাসটি জার্মান ও চেক ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বিগত সালের প্রশ্নাবলি

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খ) ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গ) ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে

২. ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৫ আগস্ট খ) ১৫ অক্টোবর গ) ১০ নভেম্বর ঘ) ১০ নভেম্বর

৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) খুলনা খ) সিলেট গ) ষোলশহর ঘ) আগ্রাবাদ

৪. ষোলশহর কোথায় অবস্থিত?
ক) ঢাকা খ) করাচি গ) লন্ডন ঘ) চট্টগ্রাম

৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পিতা কী ছিলেন?
ক) মুক্তিযোদ্ধা খ) সাংবাদিক গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ঘ) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করেন?
ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন ডিগ্রি লাভ করেন?
ক) বি.এ খ) এস.এস.সি গ) এম.এ ঘ) বি. অনার্স

৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কর্মজীবন শুরু হয় কোন চাকরি দিয়ে?
ক) আমলা খ) সাংবাদিকতা গ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ঘ) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাংবাদিক কর্মজীবন শুরু হয় কোথায়?
ক) ঢাকায় খ) প্যারিসে গ) লন্ডনে ঘ) বার্লিনে

১০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছাত্রাবস্থাতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখার সুযোগ পাওয়ার কারণ কী?
ক) বাবার কর্মস্থল পরিবর্তন খ) নিজের কর্মস্থল পরিবর্তন গ) নিজে ভ্রমণ-বিলাসী বলে ঘ) পিতার ভ্রমণ বিলাস

১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিভিন্ন অঞ্চলের কীসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন?
ক) ধর্ম কর্ম খ) জীবনধারা গ) সাংবাদিকতা ঘ) ব্যবসা বাণিজ্য

১২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কর্মজীবন শুরু হয় যে ইংরেজি দৈনিকে সেটি কোথা থেকে বের হয়?
ক) ঢাকা খ) প্যারিস গ) লন্ডন ঘ) কলকাতা

১৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দীর্ঘদিন কোথায় কাটান?
ক) ঢাকায় খ) প্যারিসে গ) বিলাতে ঘ) দুবাইয়ে

১৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিসে কোন বিভাগে চাকরি করেন?
ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে খ) সংবাদপত্র অফিসে গ) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঘ) কারখানায়

১৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সময়ে এদেশের পররাষ্ট্র-মন্ত্রণালয় কার অধীনে ছিল?
ক) ইরান সরকারের খ) জার্মান সরকারের গ) পাকিস্তান সরকারের ঘ) বৃটিশ সরকারের

১৬. মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোথায় ছিলেন?
ক) ঢাকায় খ) প্যারিসে গ) চট্টগ্রামে ঘ) কলকাতায়

১৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত খ্রিস্টাব্দে মারা যান?
ক) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খ) ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গ) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে

১৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোথায় মারা যান?
ক) ঢাকায় খ) প্যারিসে গ) চট্টগ্রামে ঘ) কলকাতায়

১৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন দেশের পক্ষ অবলম্বন করেন?
ক) পাকিস্তানের খ) বাংলাদেশের গ) ভারতের ঘ) আমেরিকার

২০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনের কোন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেন?
(ক) ছাত্রাবস্থায় (খ) চাকরি জীবনে
(গ) মুক্তিযুদ্ধের সময় (ঘ) মরণের অল্প আগে

২১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ১৯১৮ (খ) ১৯২০ (গ) ১৯২২ (ঘ) ১৯২৪

২২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) নোয়াখালীতে (ঘ) ফেনী

২৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পৈতৃক নিবাস ছিল কোন জেলায়?
(ক) ফেনীতে (খ) নোয়াখালীতে
(গ) কুমিল্লায় (ঘ) চট্টগ্রামে

২৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পিতার নাম কী?
(ক) সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (খ) সৈয়দ আকরাম উল্লাহ
(গ) সৈয়দ সিরাজ উল্লাহ (ঘ) সৈয়দ নবী উল্লাহ

২৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পিতা কী ছিলেন?
(ক) বড় ব্যবসায়ী (খ) উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা
(গ) কৃষক (ঘ) স্বনামধন্য আইনজীবী

২৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত সালে আই এ পাস করেন?
(ক) ১৯৪০ সালে (খ) ১৯৪১ সালে
(গ) ১৯৪২ সালে (ঘ) ১৯৪৩ সালে

২৭. কোন কলেজ থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আই এ পাস করেন?
(ক) ঢাকা কলেজিয়েট কলেজ (খ) ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ
(গ) নটর ডেম কলেজ (ঘ) কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ

২৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত সালে বিএ পাস করেন?
(ক) ১৯৪১ সালে (খ) ১৯৪২ সালে
(গ) ১৯৪৩ সালে (ঘ) ১৯৪৫ সালে

২৯. কোন কলেজ থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিএ পাস করেন?
(ক) জগন্নাথ কলেজ (খ) ঢাকা কলেজ
(গ) ভিক্টোরিয়া কলেজ (ঘ) আনন্দমোহন কলেজ

৩০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ার জন্য ভর্তি হন?
(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

৩১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন ইংরেজি দৈনিকে সাব–এডিটর পদে নিযুক্ত হন?
(ক) দি স্টেটস্‌ম্যান (খ) দি মর্নিং সান
(গ) ইন্ডিয়া টুডে (ঘ) মর্নিং নিউজ

৩২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন?
(ক) ১৯৪৫ সালে (খ) ১৯৪৭ সালে
(গ) ১৯৪৯ সালে (ঘ) ১৯৫১ সালে

৩৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত সালে করাচি বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন?
(ক) ১৯৪৮ সালে (খ) ১৯৪৯ সালে
(গ) ১৯৫০ সালে (ঘ) ১৯৫১ সালে

৩৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ করাচি বেতার কেন্দ্রে কোন পদে নিযুক্ত হন?
(ক) সহকারী বার্তা সম্পাদক (খ) বার্তা সম্পাদক
(গ) সহকারী প্রযোজক (ঘ) অনুষ্ঠান অধিকর্তা

৩৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সর্বশেষ কর্মস্থল কোথায় ছিল?
(ক) বার্লিন (খ) কায়রো (গ) জাকার্তা (ঘ) প্যারিস

৩৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৯৭১ সালে (খ) ১৯৭২ সালে
(গ) ১৯৭৩ সালে (ঘ) ১৯৭৪ সালে

৩৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ৬ অক্টোবর (খ) ৮ অক্টোবর
(গ) ১০ অক্টোবর (ঘ) ১২ অক্টোবর

৩৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোথায় মারা যান?
(ক) খুলনায় (খ) কাবুলে (গ) লন্ডনে (ঘ) প্যারিসে

৩৯. 'নয়নচারা' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোন ধরনের গ্রন্থ?
(ক) গল্পগ্রন্থ (খ) উপন্যাস (গ) নাটক (ঘ) আত্মজীবনী

৪০. 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প'–গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) আবু জাফর শামসুদ্দীন (খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
(গ) জহির রায়হান (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

৪১. 'লালসালু' উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৪৬ সালে (খ) ১৯৪৭ সালে
(গ) ১৯৪৮ সালে (ঘ) ১৯৫১ সালে

৪২. 'তরঙ্গভঙ্গ'–সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোন ধরনের গ্রন্থ?
(ক) উপন্যাস (খ) ছোটগল্প (গ) নাটক (ঘ) প্রবন্ধ

৪৩. 'লালসালু' কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে

৪৪. 'লালসালু' প্রথম প্রকাশিত হয় কোন প্রকাশনা থেকে?
(ক) কমরেড পাবলিশার্স (খ) এটলাস পাবলিশার্স
(গ) মাওলা ব্রাদার্স (ঘ) কথাবিতান প্রকাশনা

৪৫. 'লালসালু'–এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় কত সালে?
(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৪ সালে
(গ) ১৯৬০ সালে (ঘ) ১৯৬৪ সালে

৪৬. কত সালের মধ্যে 'লালসালু'–এর দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৬৫ সালে (খ) ১৯৭০ সালে
(গ) ১৯৭৬ সালে (ঘ) ১৯৮১ সালে

৪৭. কত সালে 'লালসালু'–এর উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৫৫ সালে (খ) ১৯৬০ সালে
(গ) ১৯৬৫ সালে (ঘ) ১৯৭০ সালে

৪৮. 'লালসালু' উপন্যাসের উর্দু সংস্করণের অনুবাদক কে ছিলেন?
(ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (খ) সফিউল্লাহ
(গ) কলিমুল্লাহ (ঘ) আমিনুল্লাহ

৪৯. 'লালসালু' উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় কত সালে?
(ক) ১৯৫৭ সালে (খ) ১৯৬১ সালে
(গ) ১৯৬৬ সালে (ঘ) ১৯৬৯ সালে

৫০. 'লালসালু' উপন্যাসটি ফরাসি ভাষায় কী নামে প্রকাশিত হয়?
(ক) L Arlore sans racines (খ) The Lal Shalu
(গ) Lal Sass Shalu (ঘ) L Gr-Salu

৫১. 'লালসালু' উপন্যাস ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন কে?
(ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (খ) অ্যান–মারি–থিবো
(গ) পল–দ্য সিমন (ঘ) অনা–লা–কুইন

৫২. অ্যান–মারি থিবো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কে ছিলেন?
(ক) সহকর্মী (খ) সহধর্মিণী
(গ) বান্ধবী (ঘ) পুত্রবধূ

৫৩. কত সালে 'লালসালু' উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদের পরিমার্জিত ও পরিব
সংস্করণ প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৬১ সালে (খ) ১৯৬২ সালে
(গ) ১৯৬৩ সালে (ঘ) ১৯৬৪ সালে

৫৪. 'লালসালু' উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় কোথা থেকে?
(ক) করাচি (খ) প্যারিস
(গ) লন্ডন (ঘ) ঢাকা

৫৫. কত সালে 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৬৫ সালে (খ) ১৯৬৬ সালে
(গ) ১৯৬৭ সালে (ঘ) ১৯৬৮ সালে

৫৬. 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ কী নামে প্রকাশিত হয়েছিল?
(ক) The Red Shalu (খ) Tree without Roots
(গ) Lal Shalu (ঘ) Red Shalu of Bangla

'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদক কে?
ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ খ) অ্যান-মারি-থিবো
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

'লালসালু' উপন্যাসের পটভূমি কী?
ক) রাজনীতি খ) ধর্মনীতি
গ) [illegible] সমাজ ঘ) গ্রামীণ সমাজ

'লালসালু' কী ধরনের উপন্যাস?
ক) সামাজিক সমস্যামূলক খ) ধর্মীয় সমস্যামূলক
গ) রাজনৈতিক সমস্যামূলক ঘ) আঞ্চলিক সমস্যামূলক

'লালসালু' উপন্যাসে লেখক কোনটি উন্মোচন করতে সমর্থ হয়েছেন?
ক) প্রতারণার মুখোশ খ) ধর্মের মুখোশ
গ) সমাজের মুখোশ ঘ) নারীর মুখোশ

'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক কে?
ক) খালেক ব্যাপারী খ) মজিদ
গ) আমেনা ঘ) আক্কাস

মহব্বতনগর গ্রামের সামাজিক নেতৃত্ব কার হাতে ন্যস্ত ছিল?
ক) মজিদের হাতে খ) খালেক ব্যাপারীর হাতে
গ) আক্কাসের হাতে ঘ) রহীমার হাতে

'লালসালু' উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী?
ক) সমাজ-বাস্তবতা খ) ধর্মীয় গোঁড়ামি
গ) প্রতারণা ঘ) কূটকৌশল

মজিদ কীভাবে তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে?
ক) মানুষকে অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন করে
খ) মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে
গ) নিজের অঢেল অর্থ-প্রতিপত্তির জোরে
ঘ) অলৌকিক ক্ষমতা বলে

মজিদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে খালেক ব্যাপারী সমর্থন জানিয়েছে কেন?
ক) শোষণের স্বার্থে খ) শ্রদ্ধাবশত
গ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘ) অলৌকিক ক্ষমতা বলে

টপিক-৪১: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	
জন্ম পরিচয়	জন্ম	: ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, ৯ ডিসেম্বর।
	জন্মস্থান	: পায়রাবন্দ, মিঠাপুকুর, রংপুর।
পিতৃ-পরিচয়	পিতার নাম	: জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের।
	মাতার নাম	: রাহাতুন্নেসা চৌধুরী।
শিক্ষাজীবন	পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। তবে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং বড় ভাই ও স্বামীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় জ্ঞানচর্চায় সাফল্য অর্জন করেন।	
কর্মজীবন	বিবাহোত্তর প্রথম জীবনে গৃহিণী। স্বামীর মৃত্যুর পর সমাজসংস্কার এবং নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।	
সাহিত্যকর্ম	গদ্যগ্রন্থ: মতিচূর, অবরোধবাসিনী। উপন্যাস: পদ্মরাগ ও সুলতানার স্বপ্ন। ইংরেজি গ্রন্থ SULTANA'S DREAM -ও তাঁর রচনা।	
বিশেষ কৃতিত্ব	তিনি ছিলেন মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি মুসলিম নারীদের সংস্কার ও মুক্তির জন্য তাদেরকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার মানসে আজীবন ক্ষুরধার সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।	
জীবনাবসান	মৃত্যু তারিখ : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।	

লেখক সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

✓ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর পিতার দেওয়া নাম - রোকেয়া খাতুন, বিবাহের পরে নামের শেষে স্বামীর নাম সাখাওয়াত হোসেন যুক্ত হয়।
✓ তিনি প্রথমে যে নাম লিখতেন - মিসেস আর এস হোসেন।
✓ ষোলো বছর বয়সে উর্দুভাষী ও বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে (১৮৯৮) তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁর জ্ঞানার্জনের পথ অধিকতর সুগম হয়।
✓ তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন - ভাগলপুরে বসে।
✓ তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় - ১৯০৯ সালে।
✓ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে স্থাপন করেন - আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি)।
✓ তিনি যে বিষয়ে তাঁর লেখনী ধারণ করেন - মুসলিম সমাজের সুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য।
✓ তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু - স্বশিক্ষিত।
✓ তিনি কোথায় বসে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন?- ভাগলপুরে।
✓ স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কোন কাজে মনোনিবেশ করেন?-সমাজসেবা ও সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে।
✓ কার নামে তিনি ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন?- স্বামীর নামে।
✓ তিনি কত সালে কলকাতায় গমন করেন?- ১৯১০ সালে।
✓ তিনি কত সালে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন?- ১৬ই মার্চ, ১৯১১।
✓ প্রাইমারি স্কুলটি তিনি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত করেন।
✓ স্কুলের জন্য তিনি কীভাবে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন- মহল্লায়-মহল্লায় ঘুরে।
✓ তাঁর সব রচনাতে সাজ-জীবনের কোন বোধটি উৎসারিত- বেদনাবোধ।
✓ বিবিসির জরিপকৃত শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় বেগম রোকেয়ার স্থান কত?- ৬ষ্ঠ স্থান।
✓ রোকেয়া দিবস পালিত হয় - ৯ ডিসেম্বর।

বিগত সালের প্রশ্নাবলি

১. পদ্মরাগ' কার রচনা?
ক. জাহানারা ইমাম খ. রাবেয়া খাতুন
গ. বেগম রোকেয়া গ. বেলিনা হোসেন

২. নিম্নে কোন গ্রনথটির রচয়িতা বেগম রোকেয়া নন?
ক. পদ্মরাগ খ. মতিচূর গ. অবরোধবাসিনী ঘ.তেল-নুন-লকড়ি

৩. কোন রচনাটি বেগম রোকেয়ার নয়?
ক. অবরোধবাসিনী খ. নারীর মূল্য
গ. মতিচূর ঘ. সুলতানার স্বপ্ন

৪. কোন গ্রন্থটি বেগম রোকেয়া রচিত নয়?
ক. পদ্মরাগ খ. মতিচূর গ. অবরোধবাসিনী ঘ. শবনব

৫. কোনটি বেগম রোকেয়া রচিত গ্রন্থ নয়
ক. মতিচূর খ. রক্তরাগ গ. প' ...রোধবাসিনী

৬. কোনটি বেগম রোকেয়ার রচনা?
ক. মতিচূর খ. মতিচূর ...

৭. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনে'
ক. জমিদারিপ্রথা খ. পর্দা
গ. নারীশিক্ষা ঘ. ব'

৮. রোকেয়া সাখাওয়াত হে'
ক. রোকেয়া হোসেন'
গ. রোকেয়া বেগম

৯. রোকেয়া-রচিত উ'
ক. মতিচূর
গ. বিলাসী

১০. 'পদ্মরাগ' '
ক. ফয়'
গ. বে'

১১. বেগ'

ক. মিসেস রোকেয়া বেগম
খ. মিসেস সাখাওয়াত হোসেন
গ. বেগম রোকেয়া হোসেন
ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
ঙ. বেগম রোকেয়া খাতুন

১২. কোনটি বেগম রোকেয়ার রচনা নয়?
ক. মতিচুর খ. পদ্মরাগ গ. সুলতানার স্বপ্ন
ঘ. স্ত্রীর পত্র ঙ. অবরোধবাসিনী

১৩. Sultana's Dream রচনা করেন-
ক. সুলতানা রাজিয়া খ. নাসরিন জাহান জেন অস্টেন
গ. বেগম রোকেয়া ঘ. অরুন্ধতী রায়

১৪. কোনটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের রচনা নয়?
ক. পদ্মরাগ খ. অবরোধবাসিনী গ. মতিচুর
ঘ. সাঁঝের মায়া ঙ. সুলতানার স্বপ্ন

১৫. বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান কোন জেলায়?
ক. ভাগলপুর খ. রংপুর জেলায় গ. মুর্শিদাবাদ
ঘ. বহরমপুর ঙ. রাজশাহী

১৬. 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে রোকেয়া কী প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন?
ক. মানসিক দাসত্ব খ. শারীরিক সুস্থতা
গ. নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য ঘ. নারীকে 'হাফেজা' করা

১৭. 'সুলতানার স্বপ্ন' কার রচনা?
ক. বেগম রোকেয়া খ. তরু দত্ত গ. সৈয়দ সুলতান
ঘ. কামিনী রায় ঙ. দিলারা হোসেন

১৮. 'অর্ধাঙ্গী' কার রচনা?
ক. সুফিয়া কামাল খ. বেগম রোকেয়া গ. সেলিনা হোসেন
ঘ. কামিনী রায় ঙ. রাবেয়া খাতুন

১৯. রোকেয়া দিবস-
ক. ৮ জানুয়ারি খ. ৮ ডিসেম্বর
গ. ৯ জানুয়ারি ঘ. ৯ ডিসেম্বর

২০. কোনটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ নয়?
ক. পদ্মরাগ খ. অবরোধবাসিনী
গ. মতিচুর ঘ. সাঁঝের মায়া

২১. বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান কোথায়?
ক. ঢাকা খ. কোলকাতা গ. রংপুর
ঘ. বরিশাল ঙ. চট্টগ্রাম

Correct Answer

০১.গ	০২.ঘ	০৩.খ	০৪.ঘ	০৫.খ	০৬.খ	০৭.খ
০৮.খ	০৯.খ	১০.গ	১১.ঘ	১২.গ	১৩.গ	১৪.ঘ
১৫.খ	১৬.ক	১৭.ক	১৮.খ	১৯.ঘ	২০.ঘ	২১.গ

টপিক-৪২: অশুদ্ধ-শুদ্ধ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
জীবীকা	জীবিকা	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
পিপিলিকা	পিপীলিকা	মুখস্থ	মুখস্ত
বিভিষিকা	বিভীষিকা	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
অধগতি	অধোগতি	অত্যাধিক	অত্যধিক
শিরোচ্ছেদ	শিরোশ্ছেদ	অত্যান্ত	অত্যন্ত
কংকন	কঙ্কণ	ঐক্যতান	ঐকতান
ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	ঐক্যমত	ঐকমত্য
সমীচিন	সমীচীন	স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া	স্বাধীকার	স্বাধিকার
কৌতুহল	কৌতূহল	স্বায়ত্ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন
অহোরাত্রি	অহোরাত্র		
কল্যান	কল্যাণ		

টপিক-৪৩: কিছু বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন

- মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি- শাহ মুহম্মদ স
- মর্সিয়া সাহিত্যের আদিকবি- শেখ ফয়জুল্লাহ।
- কবি গানের রচয়িতাদের বলা হতো- কবিওয়ালা এবং সাহিত্যের রচয়িতাদের বলা হতো- শায়ের।
- পুঁথি সাহিত্যের সার্থক ও জনপ্রিয় কবি হচ্ছেন- গরীবুল্লাহ।
- ইংরেজি Ballad এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে গীতিকা।
- বাংলাদেশের গীতিকা সাহিত্যকে ভাগ করা হয়েছে ভাগে। যথাঃ নাথগীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূ গীতিকা।
- বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোর নিম্নাঞ্চলের গীতিকাব্যগুলোকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বলে।
- "মৈমনসিংহ গীতিকা" গুলো সংগ্রহ করেন- চন্দ্রকুমার দে।
- চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত পালাগুলোকে ড. দীনেশচন্দ্র সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ সালে।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বিশ্বের- ২৩টি ভাষায় অনূদিত হয়।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' মুদ্রিত পালার সংখ্যা- ১০টি। পালা হচ্ছে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, রূপবতী। (পালাগুলোর নাম অবশ্যই মুখস্থ রাখবে।)
- 'মহুয়া' গীতিকার রচয়িতা- মনসুর বয়াতি।
- পশুপাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকসাহিত্য বলে-উপকথা।
- 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক হচ্ছে- উইলিয়াম থমস।
- 'ঠাকুমার ঝুলি' এর রচয়িতা- দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
- বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়- উনিশ শতকে/আধুনিক যুগে
- কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮০০ সা এই কলেজ বাংলা গদ্য বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরির 'কথোপক গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়-১৮০১ সাল।
- পাঠ্য পুস্তকের বাইরে সর্ব প্রথম বাংলা গদ্যরীতি ব্যবহার করে রাজা রামমোহন রায়।
- বাংলা গদ্য প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ বলা হয়- উইলিয়াম কেরিকে।
- বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক- প্রমথ চৌধুরী।
- বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক- মাইকেল মধুসূদন দ
- বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়- প্যারীচাঁদ মিত্রকে।
- বাংলা কবি গানের আদি গুরু হিসেবে পরিচিত- গুজলা গুঁই।
- বাংলা সাহিত্যের সম্রাট বলা হয়- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা- গীতি কবিতা।
- বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক মহাকাব্য- মেঘনাদবধ কাব্য।
- 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজিডি নাটক- কৃষ্ণকুমারী।
- 'কৃষ্ণকুমারী'র রচয়িতা- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- প্যারীচাঁদ মিত্র তার আলালের ঘরে দুলাল (১৮৫৭) উপন্যাসে প্রথম চলিত রীতির প্রবর্তন করেন।
- 'ঠকচাচা' চরিত্রটি পাওয়া যায়- 'আলালের ঘরে দুলাল' উপন্যাসে

টপিক-৪৪: গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ও এর সম্পাদক

সম্পাদক	পত্রিকা
দীনেশরঞ্জন দাশ	কল্লোল
কাজী নজরুল ইসলাম	ধূমকেতু
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	সংবাদ প্রভাকর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতী
সিকান্দার আবু জাফর	সমকাল
অক্ষয়কুমার দত্ত	তত্ত্ববোধিনী
প্রমথ চৌধুরী	সবুজপত্র
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন
খন্দকার মকবুল হোসেন	সাপ্তাহিক বঙ্গবাণী
তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া	দৈনিক ইত্তেফাক
আমির হোসেন	বাংলার বাণী
নূরজাহান বেগম	বেগম
কাজী নজরুল ইসলাম	ধূমকেতু, লাঙ্গল, দৈনিক নবযুগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাধনা, ভারতী

টপিক-৪৫: উপসর্গ

বাংলা উপসর্গের ব্যবহার (২১টি)

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অর্থে	অকেজো, অচেনা, অপয়া
	অভাব	"	অচিন, অজানা, অথৈ
	ক্রমাগত	"	অঝোর, অঝোরে
অঘা	বোকা	"	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
অজ	নিতান্ত	"	অজ পাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
অনা	অভাব	"	অনাবৃষ্টি, অনাদর
	ছাড়া	"	অনাছিষ্টি, অনাচার
	অশুভ	"	অনামখো
আ	অভাব	"	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি
	বাজে	"	আকাঠা, আগাছা
আড়	বক্র	"	আড়চোখে, আড়নয়নে
	আধা, প্রায়	"	আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
	বিশিষ্ট	"	আড়কোলা, আড়গড়া
আন	না	"	আনকোরা
	বিক্ষিপ্ত	"	আনচান, আনমনা
আব	অস্পষ্টতা	"	আবছায়, আবডাল
ইতি	এ বা এর	"	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	পুরনো	"	ইতিকথা, ইতিহাস
ঊনা	কম	"	ঊনপাজুরে, ঊনিশ
কদ্	নিন্দিত	"	কদবেল, কদর্য, কদাকার
কু	কুৎসিত	"	কুঅভ্যাস, কুকথা,

		"	ফুলজার
নি	নাই	"	নিখুঁত, নিলাজ, নিরেট
পাতি	ক্ষুদ্র	"	পাতিহাঁস, পাতিলেবু
বি	ভিন্নতা	"	বিভুঁই, বিফল, বিপথ
ভর	পূর্ণতা	"	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর
রাম	বড়	"	রামছাগল,রামদা, রামশিঙ্গা
স	সঙ্গে	"	সলাজ, সরব, সঠিক
সা	উৎকৃষ্ট	"	সাজিরা, সাজোয়ান
সু	উত্তম	"	সুনজর, সুখবর, সুদিন
হা	অভাব	"	হ্যাপিত্যেশ, হাভাতে,

সংস্কৃত উপসর্গের ব্যবহার (২০টি)

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
প্র	প্রকৃষ্ট	অর্থে	প্রভাব, প্রচলন
	খ্যাতি	"	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
	আধিক্য	"	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল
	গতি	"	প্রবেশ, প্রস্থান
	ধারা	"	প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য
পরা	আতিশয্য	"	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত
	বিপরীত	"	পরাজয়, পরাভব
অপ	বিপরীত	"	অপমান, অপকার, অপচয়
	নিকৃষ্ট	"	অপকর্ম, অপযশ, অপসৃষ্টি
	স্থানান্তর	"	অপসারণ,অপহরণ,অপনোদন
	বিকৃত	"	অপমৃত্যু
সম	সম্যক রূপে	"	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
	সম্মুখে	"	সমাগত, সম্মুখ
নি	নিষেধ	"	নিবৃত্তি
	নিশ্চয়	"	নিবারণ, নির্ণয়
	আতিশয্য	"	নিদাঘ, নিদারুণ
	অভাব	"	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
অব	হীনতা	"	অবজ্ঞা, অবমাননা
	সম্যক ভাবে	"	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	নিম্নে	"	অবতরণ, অবরোহন
	অল্পতা	"	অবশেষ, অবসান, অবেলা
অনু	পশ্চাৎ	"	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ
	সাদৃশ্য	"	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকরণ
	পৌনঃপুন্য	"	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
	সঙ্গে	"	অনুকূল, অনুকম্পা
নির	অভাব	"	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরাশ্রম
	নিশ্চয়	"	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	বাহির	"	নির্গত, নির্বাসন
দুর	মন্দ	"	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম

	কষ্টসাধ্য	"	দুর্লভ, দুর্গম, দুর্দম
বি	বিশেষ রূপে	"	বিশুদ্ধ, বিশেষ, বিজ্ঞান
	অভাব	"	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিফল
	গতি	"	বিচরণ, বিক্ষেপ
	অপ্রকৃতস্থ	"	বিকার, বিপর্যয়
সু	উত্তম	"	সুকণ্ঠ, সুপ্রিয়, সুশীল
	সহজ	"	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	আতিশয্য	"	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর
	প্রকৃতি	"	উৎপাদন, উদ্ভাবন
	অপকর্ষ	"	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট
অধি	আধিপত্য	"	অধিকার, অধিপতি, অধিকর্তা
	ব্যাপ্তি	"	অধিকার, অধিবাস, অধিষ্ঠান
	উপরি	"	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
পরি	বিশেষ রূপ	"	পরিশ্রান্ত, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	শেষ	"	পরিশেষ
	সম্যক রূপে	"	পরিত্যাগ, পরীক্ষা, পরিচয়
	চতুর্দিক	"	পরিভ্রমণ, পরিক্রমণ
প্রতি	সদৃশ	"	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	বিরোধ	"	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	পৌনঃপুন্য	"	প্রতিদিন, প্রতিমাস
	অনুরূপ কাজ	"	প্রতিদান, প্রতিঘাত
উপ	সামীপ্য	"	উপকূল, উপকণ্ঠ
	সদৃশ	"	উপদ্বীপ, উপবন
	ক্ষুদ্র	"	উপগ্রহ, উপনদী, উপশাখা
	বিশেষ	"	উপকার/শিক্ষা, উপদেশ
অভি	সম্মুখ	"	অভিমুখ, অভিযান, অভিবাদন
	গমন	"	অভিযান, অভিসার
	সম্যক বা ভিন্ন	"	অভিভূত, অভিজাত
অতি	আতিশয্য	"	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	অতিক্রম	"	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
আ	পর্যন্ত	"	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ	"	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত	"	আদান, আগমন

ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
কার	কাজ অর্থে	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
দর	মধ্যস্থ, অধীন, অর্থে	দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান।
না	না অর্থে	নাচার, নারাজ, নাবালক, নাহক, নালায়েক, নাখোশ
নিম	আধা অর্থে	নিমরাজি, নিমহাকিম, নিমখুন।
ফি	প্রতি অর্থে	ফি রোজ, ফি হপ্তা, ফি বছর, ফি মাস, ফি দিন, ফি রোজ
বদ	মন্দ অর্থে	বদমেজাজ, বদরাগী, বদহজম, বদনাম, বদখত, বদমাশ
বে	না অর্থে	বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেহায়া।
বর	বাইরে, মধ্যে অর্থে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
ব	সহিত অর্থে	বহাল, বনাম, বকলম।
কম	স্বল্প অর্থে	কমজোর, কমবখত, কমপোখতা।

আরবি উপসর্গ

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
১	আম	সাধারণ অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার।
২	খাস	বিশেষ অর্থে	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার।
৩	লা	না অর্থে	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
৪	গর	অভাব অর্থে	গরমিল, গরহাজির, গররাজি।

ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
ফুল	পূর্ণ অর্থে	ফুলহাতা, ফুলশার্ট, ফুলমোজা, ফুলপ্যান্ট।
হাফ	আধা	হাফহাতা, হাফটিকিট, হাফস্কুল, হাফনেতা।
হেড	প্রধান	হেডমাস্টার, হেড অফিস, হেড পণ্ডিত।
সাব	অধীন	সাব অফিস, সাবজজ, সাবইন্সপেক্টর।

উর্দু-হিন্দি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
হর	প্রত্যেক অর্থে	হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা।
হরেক	বিভিন্ন অর্থে	হরেকরকম, হরেকমাল।

ভর্তি বিষয়ক বাছাইকৃত প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি উপসর্গ নয়?
ক. প্রতি খ. আমি
গ. অধি ঘ. নি

২। উপসর্গের কাজ কী?
ক. শব্দের পার্থক্য নিরূপণ খ. সংকলন
গ. নতুন শব্দ গঠন ঘ. বাক্য সংকোচন

৩। 'বিজ্ঞান' শব্দের 'বি' উপসর্গ কী প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বিশেষ খ. গতি
গ. অভাব ঘ. সাধারণ

৪। কোনটি 'হিন্দি' উপসর্গ?
ক. কম খ. হর গ. গর ঘ. খাস

৫। কোনটি ইংরেজি উপসর্গ?
ক. হাফ খ. ফি
গ. হর ঘ. বে

৬। কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ?
ক. আ খ. উপ
গ. দুর ঘ. অনা

৭। 'হর' কী ধরনের উপসর্গ?
ক. খাঁটি বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. বিদেশি ঘ. আরবি

৮। 'সতীন্দ্র' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি হবে?
ক. সতি + ইন্দ্র খ. সতী + ইন্দ্র
গ. সতী + ঈন্দ্র ঘ. সতী + দ্র

৯। 'অন্বিত' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি হবে?
ক. অনু + ইত খ. অনু + নিত
গ. অনু + ঈত ঘ. অনু + বিত

১০। 'খাসমহল'-শব্দটি কোন ধরনের উপসর্গ? [ডি. সেট ৩: ১৪-১৫]
ক. ফারসি উপসর্গ খ. আরবি উপসর্গ
গ. বাংলা উপসর্গ ঘ. তৎসম উপসর্গ

১.খ	২.গ	৩.ক	৪.খ	৫.ক	৬.ঘ	৭.গ
৮.গ	৯.ক	১০.খ				

টপিক-৪৬: যুক্তবর্ণ

ক্ত = ক্ + ত। যেমন - তক্তা, ভক্তি, শক্ত।
ক্র = ক্ + র। যেমন - আক্রমণ, চক্রান্ত, চক্রা।
ক্ষ = ক্ + ষ (উচ্চারণ ক্ + খ - এর মত)। যেমন - বক্ষ, রক্ষা, শিক্ষা।
গু = গ + উ। যেমন - গুরু, বেগুন, সাগু। ('গু' বর্তমানে লেখা হয়। পূর্বে এটি ছিল গু)
ঙ্গ = ঙ্ + গ। যেমন - অঙ্গ, মঙ্গল, সঙ্গীত।
জ্ঞ = জ্ + ঞ। (উচ্চারণ 'গ্গ্যঁ'-এর মত। যেমন - জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা।
ঞ্চ = ঞ্ + চ। যেমন - বঞ্চনা, মঞ্চ, বাঞ্ছনীয়।
ঞ্জ = ঞ্ + জ। যেমন - অঞ্জনা, গঞ্জ, মঞ্জুষা। [ন্জ] রূপে লেখা ঠিক নয়। ঞ্জ রূপে লেখা বাঞ্ছনীয়।
ট্ট = ট্ + ট। যেমন - অট্টালিকা, চট্টগ্রাম, ভট্টশালী।
ণ্ড = ণ্ + ড। যেমন - কাণ্ড, ভাণ্ডার, [ন্ড] কিংবা [ন্ড] রূপে লেখা বাঞ্ছনীয় নয়। ণ্ড- এর ওপরে মাত্রা হবে না।
ৎ (খণ্ড ত) = ৎ। যেমন - ওৎ, উৎসাহ, সৎ।
ত্ত = ত্ + ত। যেমন - উত্তম, পত্তন, বিত্ত।
ত্র = ত্ + র। যেমন - পত্র, নেত্র, পত্রিকা।
ত্রু = ত্ + র্ + উ। যেমন - শত্রু, ত্রুটি।
ত্থ = ত্ + থ। যেমন - উত্থান, উত্থিত।
দ্ধ = দ্ + ধ। যেমন - বদ্ধ, যুদ্ধ, সমৃদ্ধি।
ন্ধ = ন্ + ধ। যেমন - অন্ধ, বন্ধু, সন্ধ্যা।
ভ্র = ভ্ + র। যেমন - ভ্রমণ, ভ্রাতা।
ভ্রু = ভ্ + র্ + উ। যেমন - ভ্রুকুটি।
ভ্রূ = ভ্ + র্ + ঊ। যেমন - ভ্রূভঙ্গি।
রু = র্ + উ। যেমন - রুদ্ধ, রুধির, জরুরি।
রূ = র্ + ঊ। যেমন - রূপ, রূপসী।
শু = শ্ + উ। যেমন - শুধু, শুচি, শুভ্র।
শ্রু = শ্ + র্ + উ। যেমন - অশ্রু।
শ্রূ = শ্ + র্ + ঊ। যেমন - শুশ্রূষা।
ষ্ম = ষ্ + ম। যেমন - গ্রীষ্ম।
ষ্ণ = ষ্ + ণ। যেমন - উষ্ণ, তৃষ্ণা। এটিকে ষ্ এর সঙ্গে ঞ যুক্ত হয়েছে বলে মনে করা ভুল। এটি ঞ নয়। ষ + ণ - প্রাচীন রূপ ষ্ণ ছিল।
স্ত = স্ + ত। যেমন - রাস্তা, ব্যস্ত।
স্থ = স্ + থ। যেমন - অবস্থা, স্বাস্থ্য।
হু = হ্ + উ। যেমন - হুকুম, মাহুত, বহু।
হৃ = হ্ + ঋ। যেমন - হৃদয়, সুহৃদ।
হ্ন = হ্ + ন। যেমন - মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, বহ্নি।
হ্ণ = হ্ + ণ। যেমন - পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।
হ্ম = হ্ + ম। যেমন - ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ।

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

০১। 'ষ্ণ' যুক্তবর্ণটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে?
ক. ষ + ন খ. ষ্ + ণগ. ষ + ঞঘ. ঞ + ষ
০২। 'ক্ষ্ম'-এর বিশ্লিষ্ট রূপ কী?
ক. ক+খ+ম খ. খ+থ+ম
গ. খ+থ+ন ঘ. ক+ষ+ম
০৩। 'জ্ঞ'-এর বিশ্লিষ্ট রূপ কী?
ক. জ+ঞ খ. ঞ+জ গ. গ + ঞ ঘ. ঙ+গ
০৪। 'রন্ধ্র' শব্দের বর্ণগুরো হলো-
ক. র+ন+ধ+র খ. র+ণ+ধ+র
গ. র+ণ+দ+র ঘ. র+ন+দ+র
০৫। 'উষ্ণ' শব্দের 'ষ্ণ' যুক্তাক্ষরের বিশিষ্ট রূপ-
ক. ষ+ঞ খ. ষ+ম গ. ষ+ণ ঘ.ষ+ন
০৬। 'লাঞ্ছনা' শব্দের 'ঞ্ছ'-এর বিশিষ্ট বর্ণ কোন দুটি?
ক. ঙ+ছ খ. ন্+ছ গ. ঞ+ছ ঘ. ণ্+ছ
০৭। 'জ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণের মিলনে গঠিত হয়েছে?
ক. ঞ+জ খ. ঞ+গ গ. জ+ঞ ঘ. গ+ঞ
০৮। যথাক্রমে ক্ষ, ষ্ণ ও হ্ন- তিনটি যুক্ত বর্ণের বিশ্লিষ্ট রূপ নির্দেশ কর-
ক. ক+ষ, ষ+ঞ, হ+ণ খ. ক+খ, ষ+ঞ, হ+ণ
গ. ক+ষ, ষ+ণ, হ+ন ঘ. খ+খ, ষ+ণ, হ+ন
০৯। নিচের কোন যুক্তবর্ণে চারটি বর্ণের সংযোগ ঘটেছে?
ক. ন্ত্র্য খ. ন্দ্র গ. জ্ঞ্য ঘ. শ্রু

০১.খ	০২.ঘ	০৩.ক	০৪.খ	০৫.গ	০৬.গ
০৭.গ	০৮.গ	০৯.ক			

টপিক-৪৭: লিঙ্গ

⇨ নিত্য পুরুষবাচক শব্দ :
কবিরাজ, কাপুরুষ, রাষ্ট্রপতি, ঢাকী (ঢাক বাজনাদার), বামন, পুরোহিত,
কৃতদার (বিবাহিত পুরুষ), অকৃতদার (অবিবাহিত পুরুষ)

মনে রাখবে যেভাবে:
রাষ্ট্রপতির ঘোষণার পর যোদ্ধাঢাকি ঢাক পিটিয়ে অকৃতদার কবিরাজদের কৃতদার হতে বলল।

⇨ নিত্য স্ত্রী বাচক শব্দ :
কুলটা (স্বামী বা গৃহ ত্যাগকারিনী), বিধবা, সধবা (যে নারীর স্বামী জীবিত আছে), এয়ো, দাই (উপমাতা), রূপসী, সজনী, অঙ্গনা (মেয়ে এরর সমার্থক শব্দ) ডাইনি, পেত্নী, শাঁখচুন্নী, কলঙ্কিনী, বাইজি, অর্ধাঙ্গিনী, অসূর্যম্পশ্যা (যে মেয়ে বা নারীকে এখনও সূর্যের আলো স্পর্শ করতে পারে নি), অরক্ষণীয়া (আর অবিবাহিত রাখা উচিত নয় এমন মেয়ে বা নারী) সপত্নী, পত্নী।

1. নিত্য পুরুষবাচক শব্দ কোনটি? [চবি বি১ ২০২১-২২]
A. ঢাকি B. কুলি
C. কুলটা D. কামিন Ans: A

টপিক-৪৮: সমার্থক শব্দ

কন্যা : দুহিতা, মেয়ে, দুলালি, তনয়া, বেটি, নন্দিনী, দারিকা, বেটি, ঝিয়ারি, পুত্রী, পুত্রিকা।
পুত্র : আত্মজ, দুলাল, তনয়, তনুজ, কুমার, পুত্রক, পোতক, খোকা, দারক।
চাঁদ: চন্দ্র, চন্দ্রমা, ইন্দু, সুধাংশু, সিতাংশু, হিমাংশু, নিশাকর, সুধাকর, রজনীকান্ত, সিতকর, কলানাথ, কলানিধি, শশাঙ্ক।
সূর্য: রবি, তপন, অরুণ, আদিত্য, চিত্রভানু, দিনমণি, প্রভাকর, উষাপতি, ভাস্কর, মার্তণ্ড, ভানু, বিভাকর, মিহির, দিনেশ।
ভাগ্য: বিধি, ললাট, দৈব, কিসমত, নিয়ত, তকদির, ভবিতব্য, নসিব, কপাল, অদৃষ্ট, বরাত।
সমুদ্র: সাগর, বারিধি, বারিনিধি, অম্বুনিধি, পাথার, অম্ভোনিধি, অকূলপাথার, সায়র, জলনিধি, জলধি, অম্বুধি, দরিয়া।
আকাশ: গগন, আসমান, শুন্য, অন্তরীক্ষ, নভোমন্ডল, ব্যোম, দ্যু।

টপিক-৪৯: পরিভাষা

বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ
Acting Editor	ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
Deputation	প্রেষণ
Gazetted	ঘোষিত
Assembly	পরিষদ
Gunny	চট
Impeachment	অভিশংসন
Octave	অষ্টক
Banquet	ভোজসভা
Arsenal	অস্ত্রাগার
Cyclic	বৃত্তস্থ
Key word	মূল শব্দ
Light year	আলোকবর্ষ
Lender	মহাজন
Post mark	ডাকঘরের মোহরের ছাপ
Sanguine	আশাবাদী
Meticulous	খুঁতখুতে
Squander	অপব্যয় করা
Supportive	সহায়ক
Feasible	সম্ভব
Arrogant	উদ্ধত
Impractical	অকার্যকর
Equivocal	দ্ব্যর্থবোধক
Loquacious	বাঁচাল
Taciturn	মৌনস্বভাব
Assasination	গুপ্তহত্যা
Zeal	সতেজতা
Manuscript	পাণ্ডুলিপি
Protocal	সৌজন্যবিধি
Idealism	ভাববাদ
Dialect	উপভাষা
Nebula	নীহারিকা
Blackout	নিষ্প্রদীপ
Ceiling	সর্বোচ্চ
Nocturnal	নিশাচর
Article	অনুচ্ছেদ
Violation	লঙ্ঘন
Menifesto	ইশতেহার
Walk-out	বর্জন
Blueprint	প্রতিচিত্র
Acting	ভারপ্রাপ্ত
Nocturnal	নিশাচর
Postpone	মুলতবি রাখা
Malevolent	পরশ্রীকাতর
Submissive	বিনয়ী
Monotonous	একঘেয়ে
Tentative	সম্ভাব্য
Inadequacy	অভাব
Sagacious	জ্ঞানী
Meticulous	অতিসতর্ক

Book-post	খোলা ডাক
Gazetted	ঘোষিত
Hypocrisy	কপটতা, ভণ্ডামি
Mercury	পারদ
Quarantine	সঙ্গরোধ
Sanction	অনুমোদন, মঞ্জুরি
Sumptuous	বিলাসবহুল
Ransack	তন্ন তন্ন করে খোঁজা
Hazard	বিপদ
Brittle	ভঙ্গুর
Fumble	এলোমেলো কথা বলা
Ad-hoc	অনানুষ্ঠানিক
Ballot-paper	ভোটপত্র
Deed	দলিল
Termination	অবসান
Tricky	কৌশলী
Heinous	জঘন্য
Juvenile	অল্পবয়সী
Noxious	ক্ষতিকর
Provoke	প্ররোচিত করা
Realm	জগৎ
Slay	হত্যা করা
Terminate	শেষ করা
Zodiac	রাশিচক্র
Zest	রুচি
Acknowledgement	স্বীকৃতি, প্রাপ্তি স্বীকার
Acquit	নির্দোষ বলে রায় দেয়া, খালাস দেয়া
Adjudicate	রায় প্রদান করা, মীমাংসা করা
Affidavit	সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত শপথ পূর্বক লিখিত বিবৃতি হলফনামা।
Amicus curiae	আদালতের বন্ধু
Arbitration	সমঝাতোর মাধ্যমে নিষ্পত্তি
Decree	আইনের আদেশ অধ্যাদেশ
Sanction	নিষেধাজ্ঞা
Execution	আইন কার্যকর করা
Amendment	আইন সংশোধনী
Domicile	স্থায়ীভাবে নির্বাসিত
Defendant	বিবাদী
Litigant	মামলারত ব্যক্তি
Petition	আবেদন
Plaintiff	বাদী, ফরিয়াদী,
Respondent	বাদী
Subjudice	বিচারাধীন
Testimony	বিবৃতি, সাক্ষ্য
Verdict	বিচারকের রায়
Writ	আদেশ জারি করা
Adversary	বিপক্ষ প্রতিপক্ষ
Allege	অভিযোগ।